উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৩,৭৩০.২৩ (+৭৪০.৩০)

নিফটি : ২২,৩৩৭.৩০ (+২৫৪.৬৫)

ক্লাস পাঁচটি, শিক্ষিকা মাত্র এক

স্কুলে ১৭০ জন পড়ুয়া থাকলেও শিক্ষিকার সংখ্যা মাত্র এক। আর তাই তাঁকে এঘর-ওঘর ঘুরে একইসঙ্গে সব ক্লাসে পড়াতে হয়। ইংরেজবাজারে সাতঘড়িয়া শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে। » ৩

মিড-ডে মিল রান্নার প্রতিযোগিতা

মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের নিয়ে প্রতিযোগিতা হল বালুরঘাটে। ডিমের ঝোল, ডাল, পনিরের তরকারি খেয়ে আহ্লাদে আটখানা পড়ুয়ারা। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
৩১° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন

সমালোচকদের আক্রমণ, আগ্রাসী গম্ভীর » ১১

২১ ফাল্গুন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 6 March 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 286

ফাইনালে রোহিতদের সামনে নিউজিল্যান্ড

নিউজিল্যান্ড-৩৬২/৬
দক্ষিণ আফ্রিকা-৩১২/৯

লাহোর, ৫ মার্চ : দুবাই থেকে নাইরোবির দূরত্ব সাত হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। সময়ের নিরিখে ব্যবধান ২৫ বছরের।

গুলিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা? একটু খোলসা করা যাক। ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির (তখন নাম ছিল আইসিসি নক আউট ট্রফি) দ্বিতীয় সংস্করণের ফাইনালে নাইরোবিতে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেই ট্রফি হাতছাড়া হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের টিম ইন্ডিয়ার। ২৫ বছর পর এবার রোহিত শর্মার ভারতের সামনে মিচেল স্যান্টনারের নিউজিল্যান্ড।

অধিনায়ক স্যান্টনার (৪৩/৩), যিনি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ৩ উইকেট তুললেন। যার সুবাদে নিউজিল্যান্ড ৫০ রানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে তৃতীয়বার ফাইনালে উঠল।

তার আগে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন স্যান্টনার। শুরুতেই উইল ইয়ংকে (২১) ফেরান লুঙ্গি এনগিডি। তবে দ্বিতীয়

রাচিন-কেন জুটিতে প্রোটিয়াদের ছুটি

উইকেটে রাচিন রবীন্দ্র (১০৮) ও কেন উইলিয়ামসনের (১০২) ১৫৪ বলে ১৬৪ রানের জুটিতে ম্যাচের ভাগ্য অনেকাংশে ঠিক হয়ে যায়। রাচিন এবং উইলিয়ামসন- দুজনেরই ক্যাচ ফেলেন হেনরিচ ক্লাসেন। যার পুরো ফায়দা তুলে দুজনেই শতরান করে যান। রাচিনের মোট ৫ ওডিআই শতরানের মধ্যে সবক'টিই এল আইসিসি প্রতিযোগিতায়। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে মাত্র ২৫ বছরেই এই নজির গড়লেন তিনি। অন্যদিকে, উইলিয়ামসন এদিন ওডিআইয়ে ১৫তম শতরানে পৌঁছান ৯১ বলে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টানা তিন ম্যাচে শতরান এল তাঁর ব্যাট থেকে। প্লগ ওভারে ড্যারিল মিচেল (৩৭ বলে ৪৯) ও গ্লেন ফিলিপসের (২৭ বলে অপরাজিত ৪৯) ক্যামিওতে কিউয়িরা ৩৬২/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। যা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে সর্বাধিক দলগত স্কোর।

রান তাড়ায় নেমে প্রোটিয়ারা শুরুতেই ওপেনার রায়ান রিকেলটনকে (১৭) হারায়। তারপর কিছুটা চেষ্টা *এরপর দশের পাতায়*

রমজানের মাসে...

কোরান পাঠে দুই খুদে। বুধবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

ঝাড়ফুঁকের আঁধারে থাকে ঝাপুর্সী গ্রাম

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৫ মার্চ : চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলেও এখনও অন্ধকার যুগেই পড়ে রয়েছেন পতিরাম পঞ্চায়েতের ঝাপুর্সী গ্রামের মানুষ। দিন যায়, কিন্তু বদলায় না ওদের মানসিকতা। আপাতত ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাসী গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামে রয়েছে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। কিন্তু নিয়মিত আসেন না চিকিৎসক।

সম্প্রতি পর পর দুই আদিবাসী কিশোরীর মৃত্যুতে এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে উঠে এসেছে একাধিক প্রশ্ন। মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে দুই আদিবাসী কিশোরীর মৃত্যুতে চিকিৎসা পরিষেবা ফের প্রশ্নের মুখে। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর যথাযথ চিকিৎসার অভাবে প্রাণ হারায় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সুমনা মুর্মু ও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী রুপালি বাস্কে।

অভিযোগ, এই অঞ্চলে কয়েকটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও সেখানে নিয়মিত চিকিৎসকের অনুপস্থিতি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয়দের মতে, ওই কেন্দ্রে শুধুমাত্র শিশুদের টিকাকরণ ও গর্ভবতীদের কিছু পরিষেবা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। জরুরি চিকিৎসার জন্য প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরে জেলা হাসপাতালে যেতে হয়, যা অনেক ক্ষেত্রেই দেরির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে দুর্ঘটনা বা সংকটজনক পরিস্থিতিতে বিশেষত রাতে রোগীদের পতিরাম থেকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার মতো কোনও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা না থাকায় মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে।

এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের মতে, স্বাস্থ্যসেবার অভাবের পাশাপাশি সচেতনতার ঘাটতিও মৃত্যুর অন্যতম কারণ। আধুনিক চিকিৎসার পরিবর্তে এখনও অনেক পরিবার ঝাঁড়ফুক ও কবিরাজির উপর নির্ভরশীল। সুমনা ও রুপালির ক্ষেত্রেও অভিভাবকরা প্রথমে হাতুড়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং পরে পরিস্থিতি গুরুতর হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে সময়মতো চিকিৎসা না পাওয়ায় তাদের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এমনকি ওই গ্রামেই গত তিনদিন ধরে অসুস্থ রয়েছেন বছর পঁচিশের গৃহবধূ সুনীতি মুর্মু। বটুনে গিয়ে ঝাঁড়ফুক করে এলেও পাশের গ্রামের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখনও যাননি। এমনকি কেউ খোঁজও নিতে আসেননি বলে অভিযোগ।

অবশ্য বিএমওএইচ অনিরুদ্ধ রায়ের দাবি, 'স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত এলাকায় যান। গ্রামবাসীদের হাসপাতালে *এরপর দশের পাতায়*

চিকিৎসার দৈন্যদশা

- মাত্র দুইদিনের ব্যবধানে পরপর দুই আদিবাসী কিশোরীর মৃত্যুতে এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে উঠে এসেছে একাধিক প্রশ্ন
- এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর যথাযথ চিকিৎসার অভাবে প্রাণ হারায় দ্বাদশ ও ষষ্ঠ শ্রেণির দুই ছাত্রী
- অভিযোগ, এই অঞ্চলে কয়েকটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও সেখানে নিয়মিত চিকিৎসকের অনুপস্থিতি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে
- স্থানীয়দের মতে, ওই কেন্দ্রে শুধুমাত্র শিশুদের টিকাকরণ ও গর্ভবতীদের পরিষেবা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না

পরীক্ষার্থীদের তাণ্ডব বৈষ্ণবনগরের স্কুলে

তল্লাশি করায় ৬ শিক্ষককে নিগ্রহ

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ৫ মার্চ: পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করতে গিয়ে রণক্ষেত্র স্কুল চত্বর। বুধবার উচ্চমাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষার দিনে বৈষ্ণবনগরের চামাগ্রাম হাইস্কুলের ওই ঘটনায় যথেষ্ট শোরগোল ছড়িয়েছে। পরীক্ষা শুরুর আগে কয়েক জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মারে জখম হন ছয় শিক্ষক তথা পরীক্ষক। ঘটনায় আহত চার শিক্ষক ও দুই শিক্ষিকা।

সূত্রের খবর, চামাগ্রাম হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে আসে পারলালপুর হাইস্কুল, ক্যামদিটোলা হাই মাদ্রাসা ও চর সুজাপুর হাইস্কুলের ৪৩৩ জন পরীক্ষার্থী। তাদের অভিযোগ, পরীক্ষায় দেহ তল্লাশির নামে বিশেষ অঙ্গে হাত দেওয়া হচ্ছিল। আর ওই ধরনের তল্লাশি নিয়ে প্রতিবাদ করায় কুমন্তব্য করে শিক্ষকদের একাংশ। তারপরেই শুরু হয় মারামারি। অভিযোগ, কয়েক জন পরীক্ষার্থী তল্লাশিতে বাধা দেন। শুরু হয় শিক্ষকদের সঙ্গে বাগযুদ্ধ। তারপরেই শিক্ষকদের মারধর করে ইংরেজি পরীক্ষা দিতে আসা কয়েকজন পরীক্ষার্থী।

ঘটনাচক্রে বুধবার মালদায় এসেছিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'ঘটনাটা জানি। বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এটা হওয়া কোনওভাবেই কাম্য নয়। ছয় জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আহত হয়েছেন। প্রাথমিক রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভেবেচিন্তে আমরা ব্যবস্থা নেব, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না হয়।'

স্কুল সূত্রে জানা গেছে, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশ তাঁরা মেনে চলছেন। বাড়তি কোনও কিছু করা হয়নি। পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল বা নকল নিয়ে কেউ এসেছে কি না সেটাই দেখা হচ্ছিল। চামাগ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শক্তিপদ সরকার বলেন, 'পরীক্ষার্থীদের হামলায় ছয় জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আহত হয়েছেন। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাঁরা স্কুলে এসে পরীক্ষায় গার্ডের কাজ করেছেন।'

পরীক্ষাকেন্দ্রে গণ্ডগোলের খবর পেয়ে ছুটে আসেন বৈষ্ণবনগর থানার আইসি বিপ্লব হালদার, কালিয়াচক ৩ নং ব্লকের বিডিও সুকান্ত শিকদার আর অবর শিক্ষা পরিদর্শক নাসরিন বানু। এরপর বৈষ্ণবনগর থানার আইসি'র নেতৃত্বে বাড়তি পুলিশবাহিনীর পাহারায় পরীক্ষা শুরু হয়।

কালিয়াচক-৩ ব্লকের বিডিও সুকান্ত শিকদারের বক্তব্য, 'পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশির সময় কিছু ছাত্রছাত্রীদের আপত্তি ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে। সিসিটিভি-র ফুটেজ দেখে দোষী সেটা চিহ্নিত করা হবে। কারা গোলমাল পাকিয়েছে, সেটা পুলিশ দেখছে।'

রণক্ষেত্র পরীক্ষাকেন্দ্র

- চামাগ্রাম হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে আসে তিনটি স্কুলের ৪৩৩ জন পরীক্ষার্থী। তাদের অভিযোগ, দেহ তল্লাশির নামে বিশেষ অঙ্গে হাত দেওয়া হচ্ছিল
- শুরু হয় শিক্ষকদের সঙ্গে বাগযুদ্ধ। তারপরেই শিক্ষকদের মারধর করে ইংরেজি পরীক্ষা দিতে আসা কয়েকজন পরীক্ষার্থী
- ঘটনাচক্রে বুধবার মালদায় এসেছিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য
- তিনি জানিয়েছেন, ছয়জন শিক্ষক-শিক্ষিকা আহত হয়েছেন। ব্যবস্থা নেওয়া হবে

গণ্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ। বুধবার বৈষ্ণবনগরে।

হাসিনার বিচার হবেই, হুঁশিয়ারি ইউনূসের

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ৫ মার্চ : তিনি দেশে ফিরুন বা নাই ফিরুন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচার হবেই বলে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ব্রিটেনের একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনার বিচার হবেই। এতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, সমস্ত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। তিনি এখন বাংলাদেশে নেই। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে পারব? সেটা নির্ভর করছে ভারত এবং আন্তর্জাতিক

> শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে জানানো হলেও এখনও সরকারিভাবে কোনও জবাব আসেনি। এটি একটি আইনি বিষয়। আশা করব, তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।
>
> **মুহাম্মদ ইউনূস**
> অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা

আইনের ওপর।' ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন আওয়ামি লিগ সভানেত্রী। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে দুটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

তাঁকে ফেরত চেয়ে নয়াদিল্লিকে একাধিকবার আর্জি জানিয়েছে ঢাকা। কিন্তু সেই আর্জিতে কর্ণপাত করেনি নয়াদিল্লি। এই ব্যাপারে ইউনূসের মন্তব্য, 'শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে জানানো হলেও এখনও সরকারিভাবে কোনও জবাব আসেনি। এটি একটি আইনি বিষয়। আশা করব, তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।' *এরপর দশের পাতায়*

১০৭ শিক্ষককে ডাক সিবিআইয়ের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ মার্চ : রাজ্যের ১০৭ জন প্রাথমিক শিক্ষককে তলব করল সিবিআই। তাঁরা সকলেই ২০১৪ সালে শিক্ষক পদে নিয়োগ হয়েছেন। এর মধ্যে কোচবিহার জেলার তিনজন প্রাথমিক শিক্ষক রয়েছেন। কোচবিহারের তিনজন শিক্ষক হলেন মোস্তাফিজুর রহমান, কমলকুমার বর্মন ও সুজিত বিশ্বাস। এর মধ্যে মোস্তাফিজুর কোচবিহারের দিনহাটার ওয়েস্ট সার্কেলে, কমলকুমার বামনহাট সার্কেলে ও সুজিত মাথাভাঙ্গা-২ সার্কেলের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। কোচবিহার ছাড়াও সিবিআইয়ের তালিকায় বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর দিনাজপুর মোট ১৪ জেলার শিক্ষক রয়েছেন। সিবিআইয়ের তরফে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের (ডিপিএসসি) চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাতে কলকাতায় সিবিআইয়ের দপ্তরে গিয়ে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে হাজিরা দেওয়ার তারিখ সকল শিক্ষকের ক্ষেত্রে এক নয়। কোচবিহারে ডিপিএসসি চেয়ারম্যানের কাছে ৪ মার্চ ওই চিঠি এসে পৌঁছেছে। তাতে আগামী ৬ মার্চ কোচবিহার জেলার ওই তিন শিক্ষককে কলকাতায় গিয়ে সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। শিক্ষকদের এভাবে সিবিআই তলবের কথা জানাজানি হতেই রাজ্যের শিক্ষা মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। তলব পাওয়া শিক্ষক মোস্তাফিজুর বলেন, 'কেন সিবিআই ডাকল তা জানি না। আমাদের নিয়োগের তথ্য নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।'

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা বলেন, 'মঙ্গলবারই আমি এই চিঠি পেয়েছি। চিঠি পাওয়ার পরই ওই তিন শিক্ষককে ডেকে তাঁদের হাতে চিঠি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওঁরা সকলেই ২০১৪ সালে নিয়োগ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার তাঁদের সিবিআই দপ্তরে তলব করা হয়েছে। নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।'

২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রাথমিক শিক্ষক পদে বিভিন্ন নিয়োগ নিয়ে বহুদিন ধরেই নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এসব নিয়ে বহু মামলাও চলছে। *এরপর দশের পাতায়*

নিয়োগ দুর্নীতি

- রাজ্যের ১০৭ জন প্রাথমিক শিক্ষককে ডাকল সিবিআই
- তাঁরা সকলেই ২০১৪ সালে শিক্ষক পদে নিয়োগ হয়েছেন
- কলকাতার সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে
- হাজিরা দেওয়ার তারিখ সব শিক্ষকের ক্ষেত্রে এক নয়
- সবাইকে নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নিয়ে যেতে বলা হয়েছে

নতুন বছর, নতুন আশা
আমাদের পুঁজি
পাঠকের ভালোবাসা

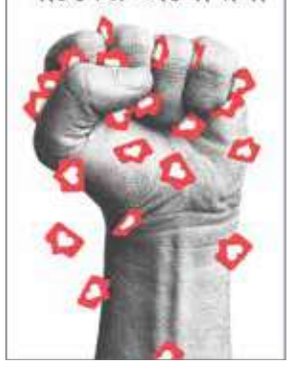

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

কাঁধে সিলিন্ডার বয়ে সংসার চলে প্রধানের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : সিনেমার মতো গল্প। আসলে সত্যি। মানুষের কাছে পরিচিত নাম 'প্রধান'। পেশায় রান্নার গ্যাসের এজেন্ট। কারণ সামান্য সাম্মানিকে মাস চলে না। তাই সংসারের জোয়াল টানতে ভরসা অন্য রোজগার। এক বছর ধরে রায়গঞ্জের ১২ নং বড়ুয়া পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান ভবানন্দের জীবন এভাবেই চলছে।

ভবানন্দ বর্মন। ভোর হলেই বাড়ি লাগোয়া দোকান খুলে দেন। ২০ থেকে ২৫টা সিলিন্ডার থাকে সেখানে। একপাশে পুরোনো ভাঙা টেবিলচেয়ার। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান। এরপর সকাল ১০টার আগে ঘরে যান। স্নান-খাওয়া সেরে পৌঁছান পঞ্চায়েত অফিসে। অফিসের কাজ সেরে আবার ফিরে যান দোকানে। যদিও প্রতিদিন এক রুটিনে চলে না। মাঝেমধ্যে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ছুটতে হয়। ভবানন্দের বাবা সুনীল বর্মন দীর্ঘ ১০ বছর পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। আজও তাঁদের আস্তানা একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। প্রধানের স্ত্রী শিল্পী বর্মনও এই কাজকে সমর্থন করেন।

সিলিন্ডার পৌঁছাতে ব্যস্ত ভবানন্দ বর্মন। বুধবার রায়গঞ্জে।

পাশের গ্রামের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য মানিক বর্মনের বক্তব্য, 'এক বছর হল দেখছি প্রধান গ্যাসের একটি দোকান দিয়েছে। সকালের দিকে সিলিন্ডার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে। আগে তো রায়গঞ্জে কাজ করতেন। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। সবার কথা শোনেন।'

২০২৩ সালে তাহেরপুর সংসদ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার পাশাপাশি সাইকেলে করে গ্যাস সিলিন্ডার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন। তবে নিজের গ্রামের আশপাশের বাড়িতেই এই কাজ করেন। আগে রায়গঞ্জ শহরের কলেজপাড়ায় একটি মৎস্য হ্যাচারিতে কাজ করতেন। প্রধান হওয়ার পর সেই কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু প্রধান হিসেবে মাসিক যে সাম্মানিক পান, তা দিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হয়। বাধ্য হয়ে ভারত গ্যাস কোম্পানির এক ডিস্ট্রিবিউটারের অধীনে সামান্য পুঁজি লাগিয়ে তাহেরপুর নোয়াপাড়া গ্রামে আইডি নম্বর নেন। বাড়ির সামনে দোকান তৈরি করে সেখান থেকেই ব্যবসা করেন। *এরপর দশের পাতায়*

দত্তক গ্রামে নির্মিত রাস্তার উদ্বোধন সুকান্তর

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : অবশেষে ঘোষণার ছয় বছর বাদে রাস্তার কাজ শেষ হওয়ার পর, তার উদ্বোধন করলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বুধবার সন্ধ্যায় নিজের দত্তক নেওয়া গ্রামের রাস্তার শুভ উদ্বোধন এলাকার এক শিশুর সঙ্গে করেন সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বালুঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি, বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নীলিমা বর্মন সহ অন্য বিশিষ্টজন। সুকান্ত মজুমদার বলেন, '২০১৯ সালে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরই এই রাস্তার কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছিলাম। আজ এত বছর পর এই রাস্তার কাজ সম্পন্ন হল। এতেই প্রমাণ করছে এই সরকারের গতি কতটা। তাও যাক অবশেষে রাস্তাটা হয়েছে। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুই কিলোমিটার রাস্তাটি হয়েছে। এই রাস্তাটি খুব খারাপ ছিল। অবশেষে রাস্তা হওয়ায় গ্রামের মানুষদের যাতায়াত করতে সুবিধা হবে।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার জানান, 'আমরা উন্নয়নে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা করি না। সব জায়গায় উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। উলটে প্রতিহিংসা করেন সুকান্ত মজুমদাররা। তাঁরা প্রতিহিংসা করে রাজ্যের বরাদ্দ টাকা আটকে দিচ্ছেন।'

ফিতে কেটে রাস্তার উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

শিয়ালদহ - নিউ জলপাইগুড়ি - শিয়ালদহ হোলি স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, শিয়ালদহ এবং নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে একটি হোলি স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, চলাচলের তারিখ, স্টপেজ এবং গঠন অনুসারে চলবে ঃ-

শিয়ালদহ- নিউ জলপাইগুড়ি			০৩১০৫ ০৩১০৬	নিউ জলপাইগুড়ি - শিয়ালদহ		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
রবি, মঙ্গল	-	২৩.৪০	↓ শিয়ালদহ	০১.০৫	-	মঙ্গল, বৃহস্পতি
সোম, বুধ	০০.৫৫	০০.৫৭	ব্যান্ডেল	২৩.৩৩	২৩.৩৫	সোম, বুধ
	০৬.২৫	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.১৫	
	১০.৪৫	-	নিউ জলপাইগুড়ি ↑	-	১২.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ জংশন, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনেও থামবে। চলাচলের দিন ঃ শিয়ালদহ থেকে ০৩১০৫ ঃ ১৬.০৩.২০২৫ (রবিবার) এবং ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ০২ টি ট্রিপ। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৩১০৬ ঃ ১৭.০৩.২০২৫ (সোমবার) এবং ১৯.০৩.২০২৫ (বুধবার) = ০২ টি ট্রিপ। গঠন ঃ এসি-২টিয়ার — ০১, এসি-৩ টিয়ার — ০৪, স্লিপার শ্রেণি — ১০, দ্বিতীয় শ্রেণি (জিএস) — ০৩ এবং এলএসএলআরডি — ০২ = ২০টি কোচ। ক্যাটেগরি ঃ মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ছাগল বিক্রি করে ঘুষ দিয়ে মিলল আবাস

হরষিৎ সিংহ

হবিবপুর, ৫ মার্চ: আবাসের তালিকায় নাম থাকার পরেও সারিয়ান চৌধুরী ঘর পাচ্ছিলেন না। কারণ, পঞ্চায়েত সদস্য গোবিন্দ চৌধুরী কাটমানির জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। সারিয়ানের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়। অথচ ঘর না পেলে তার চলবে না। এদিকে টাকা না পাওয়ায় মঙ্গলবার রাতে পঞ্চায়েত সদস্যের অনুগামীরা সারিয়ানের ওপর চড়াও হয়। তাঁকে ব্যাপক মারধর করা হয়। অভিযোগ, সব কিছুই হয়েছে গোবিন্দ চৌধুরীর সামনে। তিনি সারিয়ানকে প্রাণে মারার হুমকি দিতে শুরু করেন। স্থানীয়রা এগিয়ে এসে সারিয়ানকে বাঁচায়। হবিবপুর থানায় গোবিন্দ

এআই

চৌধুরী সহ চারজনের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সারিয়ান চৌধুরী বলেন, 'তালিকায় নাম ওঠার পর থেকেই ওই পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর দলবল আমার কাছে টাকা চাইতে থাকে। এমনকি হুমকি দিয়ে জানায়, টাকা না দিলে আবাসের তালিকা থেকে নাম কাটা যাবে। আতঙ্কে আমি বাড়ির ছাগল বিক্রি করে তাদের হাতে ২০ হাজার টাকা তুলে দিই।'

অর্থকষ্টে জর্জরিত সারিয়ান আক্ষেপের সুরে বলেন, 'প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে কাজ শুরু করলে ওরা আবার টাকা দাবি করে। অস্বীকার করায় আমাকে মারধর করেছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন ও মিথ্যে বলে দাবি গোবিন্দ চৌধুরীর। তাঁর পালটা দাবি, 'আমি কারও থেকে টাকা চেয়েছি, তার প্রমাণ কোথায়? এটা তৃণমূলের চক্রান্ত। কারণ আমি এই সংসদে দুইবার নির্বাচিত হয়েছি। দল ভালো ফল করছে। বিজেপির বদনাম করতে ঘাসফুল এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে।'

বাড়তি টাকায় মিলছে স্ট্যাম্প

বুনিয়াদপুর, ৫ মার্চ : গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের স্ট্যাম্প ভেন্ডারদের কাছে ১০ টাকা, ২০ টাকা এবং ৫০ টাকার স্ট্যাম্প নেই, অথচ বেশি দাম দিলেই সহজে সেগুলি পাওয়া যাচ্ছে বলে অভিযোগ আইনজীবীদের। এই বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সোমবার গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের মাধ্যমে জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানালেন গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবী বরুণকুমার মজুমদার।

আইনজীবী বরুণবাবু বলেন, 'আদালতে দুইজন স্ট্যাম্প ভেন্ডার রয়েছেন। স্ট্যাম্পের প্রয়োজনে তাদের কাছে গেলে তারা সোজা বলে দেন যে, ১০, ২০ এবং ৫০ টাকার স্ট্যাম্প নেই। জেলা শাসকের দপ্তর থেকে সেগুলি নাকি সরবরাহ করা হচ্ছে না। অথচ দুই থেকে তিনগুণ টাকা বেশি দিলেই পাওয়া যাচ্ছে। অতি প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প না পেয়ে আমাদের মক্কেল সহ আমরা প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়েছি। আদালতের দুই স্ট্যাম্প ভেন্ডার এই বেআইনি কারবার করে দেদার টাকা লুটছেন। আমি আজ মহকুমা শাসকের মাধ্যমে জেলা শাসকের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছি।'

অন্যদিকে, বুনিয়াদপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের স্ট্যাম্প ভেন্ডারদের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ রয়েছে। সেখানেও স্ট্যাম্প ভেন্ডারদের বিরুদ্ধে স্ট্যাম্পের নির্ধারিত মূল্যের চাইতে বেশি দাম নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বুনিয়াদপুরের রাজু সাহা নামে এক তরুণ বলেন, 'দিন চারেক আগে আমার কাছ থেকে ১০ টাকা মূল্যের এক স্ট্যাম্পের জন্য ৫০ টাকা দিতে হয়েছে।'

এই অভিযোগ প্রসঙ্গে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের এক স্ট্যাম্প ভেন্ডার চঞ্চলকুমার সাহা জানান, 'জেলা শাসকের দপ্তর থেকে আমরা ১০ টাকা, ২০ টাকা এবং ৫০ টাকার স্ট্যাম্প পাচ্ছি না। অন্যদিকে, ১০ টাকার কোর্ট ফিও পাচ্ছি না। আমাদের কাছে না থাকলে কোত্থেকে দেব। আর আমাদের বিরুদ্ধে যে আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, তা একদম মিথ্যা।' এই প্রসঙ্গে জেলা শাসকের কোনও বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

তিন ভ্যারিয়েন্টে বাজাজ গোগো

নিউজ ব্যুরো

৫ মার্চ : স্বনামধন্য কোম্পানি বাজাজ অটো লিমিটেড বাজারে এনেছে তাদের নয়া ইলেক্ট্রনিক অটো ব্র্যান্ড 'বাজাজ গোগো'। পি৫০০৯, পি৫০১২ এবং পি৭০১২-এই তিনটি ভ্যারিয়েন্টে মিলবে এই অটো। এই গাড়িটি একবার চার্জে ২৫১ কিমি পর্যন্ত চলতে সক্ষম। অটো হ্যাজার্ড, অ্যান্টি রোল ডিটেকশন, শক্তিশালী এলইডি লাইট এবং হিল হোল্ড অ্যাসিস্ট-এর মতো ফিচারগুলির কারণে গাড়িগুলি ক্রেতাদের মধ্যে সেরা পছন্দ হয়ে উঠেছে। দেশজুড়ে সমস্ত বাজাজ অটো ডিলারশিপে এগুলির বুকিং শুরু হয়েছে।

বাজাজ অটো বহু বছর ধরে নিজের সুনাম বজায় রেখেছে। থ্রি-হুইলার শিল্পে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে তারা। যার নবতম সংযোজন বাজাজ গোগো। বাজাজ গোগো ভারতের দ্রুত পরিবর্তনশীল থ্রি-হুইলার শিল্প এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের প্রতীক।

HIRING ADMISSION MANAGER
Company - Moople Institute of Animation & Design
Salary - upto 35,000 fixed + incentives
Experience - Minimum 5 years in education sales
Baghajatin Park, Siliguri
Walk in Interview!
Date: 8th March'25
Time: 11am – 4pm
91470 11862

Govt. of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri
N.I.Q No:- 669, Dated:- 03.03.2025 invited by the undersigned for the Supply of 250 RIR/LIT Poultry Bird per batch including packing and Transportation at Sadar Block Jalpaiguri. Last of submission of quotation dated :- 10.03.2025 up to 14.00 hours.
Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

Cooch Behar Panchanan Barma University
Panchanan Nagar, Vivekananda Street
Cooch Behar-736101, West Bengal, India
Walk-in-interview for the position of one JRF under WBDST, will be held at Dept. of Physics, CBPBU on 10th March 2025. For details visit : "http://cbpbu.ac.in/advertisement.php".
Ref. No.: F23.V1/REG/0203-25
Date : 05.03.2025
Sd/-
Registrar
For online application click on : https://admission.cbpbu.ac.in/

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআই আর/ইএনজিজি./০৭ অব ২০২৫; তারিখ: ২৮-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (ক) ডিইএন/লাইন/কাটিহারের এখতিয়ারের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-কিশানগঞ্জ সেকশনের মধ্যে কিমি ২৬.৮ থেকে ২৭.৯০, ২৮.৯০ থেকে ২৯.৩০, ৩৬.৩০ থেকে ৩৭.১০, ৩৭.৭০ থেকে ৩৮.৫০, ৪৩.৫০ থেকে ৪৩.৮০ (আপ লাইন), ২২.০ থেকে ২২.৬০, ২৭.৫০ থেকে ২৮.৭০, ২৮.৯০ থেকে ২৯.৩০, ৩১.২০ থেকে ৩২.২০, ৩৬.২০ থেকে ৩৭.২০ কিমি (ডাউন লাইন) পিএসসি-৬ স্লিপারে ৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস রেল দিয়ে বর্তমান ৬০ কেজি রেলের বিজি টিআরআর (পি)। (মোট = ৭.৬ কিমি) (খ) ডিইএন/লাইন/ কাটিহারের এখতিয়ারের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন সেকশনের মধ্যে কিমি ৪.৭ থেকে ৬.৫ কিমি (ডাউন লাইন), নিউ জলপাইগুড়ি-রানিনগর জলপাইগুড়ি সেকশনের মধ্যে ৫.০ থেকে ৭.৯ কিমি (আপ লাইন) পিএসসি-৬ স্লিপারে ৬০ কেজি/৯০ ইউটিএস রেল দিয়ে বর্তমান ৬০ কেজি রেলের বিজি টিআরআর (পি)। (মোট = ৪.৭ কিমি)। টেন্ডার মূল্য: ১,৭৪,০৭,৬৪০.৭০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,৩৭,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং: ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার- ডিআরএম বিল্ডিং, কাটিহারে অতিরিক্ত সিঁড়ি দিয়ে টপ ফ্লোরের জন্য ইমার্জেন্সি এগজিট নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,২১,০৫,৯২৫.৩২ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,১০,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং: ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জংশন ও শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি- সিনি. ডিইএন/III/ কাটিহারের এখতিয়ারের অধীন স্টেশনগুলিতে যথাক্রমে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-১'এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য: ৩,৭৬,৪৮,৩৪৫.৪৬ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,৩৮,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Offline tenders are being invited from reputed agencies for disposal of Live Trees & fire woods and online corrigendum published for Tender ID : 2025_UBKV_821758_1. For details please visit www.ubkv.ac.in & www.wbtenders.gov.in
Registrar (Actg.)

গ্রীড সংযোজিত রুফ টপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ৩৫আর/২৪-২৫ তারিখঃ ০৩-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ মালিগাঁও (মুখ্য কার্যালয়) মণ্ডলে (পার্টএ) গোশালা এবং নামঘড়ি এলাকায় স্থিত সেবা ভবন এবং আবাসিক ভবনসমূহের ছাদের উপরে ৫ বৎসরের এএমসি/সিএএমসি সহিত ১৭৩৩ কেডব্লিউপি গ্রীড সংযোজিত রুফ টপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৯,২১,৭৭,৪৬০.৯২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬,১০,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
উপ. সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন সাইট/সেকশনে পিএসএসএ প্রদানের জন্য পিএসএসএ-এর নিযুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিপিএম-জিএসই উ-এমএলজি-পিএসএস-২০২৫-০১আরটি, তারিখঃ ৩০-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-পিএসএস-২০২৫-০১আরটি। কাজের নাম ঃ ৩৬-মাসের জন্য এনএফআর-এর পাঁচটি ডিভিশনকে আওতাভুক্ত করে এনএফআর-এর সিএও/সি/আরএসপি/ মালিগাঁও অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন সাইট/সেকশনে পিএসএসএ প্রদানের জন্য পিএসএসএ নিযুক্তির অধীনে মূল কর্মী। অনুমানিক মূল্য ঃ ২৫,৫৯,৮৮,৭৯৮.৪২ টাকা; ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এসঅ্যান্ডটি কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসঅ্যান্ডটি_ সিওএন_ ২০২৪_০৮। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিএসটিই_সি_এনজেপি_ ২০২৪_০৮_০৭। কাজের নাম ঃ কাটিহার-কুমেদপুর ডাবল লাইন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি স্টেশনে যেমন, মনিহারি (এমআইওয়াইএন), কুরেথা (কেইউকিউ), লাভা (এলএভি), কুমেদপুর (কেডিপিআর) ও কাটিহার (কাটিহার-নর্থ প্যানেল) স্টেশনে ইন্ডোর ও আউটডোর সিগন্যালিং গিয়ার সরবরাহ, ইনস্টল, টেস্ট ও কমিশন করা এবং সেই সঙ্গে এগুলির সঙ্গে যুক্ত নানা কাজ, সেই সঙ্গে, কাটিহার ডিভিশনে কেআইআর (কাটিহার) থেকে কেডিপিআর (কুমেদপুর) সেকশনে অটোমাটিক ব্লক সিগন্যালিং-এর কাজ এবং এন. এফ. রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর কাটিহার-কুমেদপুর সেকশন (২৯.৫৩ কিমি)-তে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং গেটের ইন্টারলকিং-এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৭২,৭৬,১৩,২৩৩.৬৫/-টাকা; বায়নার ধন ঃ ৩৭,৮৮,১০০.০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিওয়াই. চিফ সিগনাল ও টেলিকম. ইঞ্জিনিয়ার/নির্মাণ, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

কর্মখালি

হোটেলের জন্য ইন্ডিয়ান, চাইনিজ এবং বিরিয়ানি জানা কারিগর প্রয়োজন। (M) 9434301993. (C/115163)

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী (স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/115217)

বিক্রয়

দিনহাটা, বড় আটিয়াবাড়ি, রাধানগর কলোনি স্কুল মাঠের নিকটস্থ ৮½ কাঠা জমি পাকা রোডের পূর্ব পার্শ্বে, বাড়ি ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযুক্ত। বিক্রয় হইবে। (M) 9733132282. (U/D)

অ্যাফিডেভিট

I, Sona Roy, S/o Srimanta Roy, R/o Samar Nagar, Kalkut, Pradhan Nagar, Darjeeling, W.B.-734003 have changed my name to Sanatan Roy vide affidavit dt. 05/03/2025 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Siliguri for all future purposes. (C/113434)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ওপেন-টেন্ডার-৩৪৫, তারিখ ০৩.০৩.২০২৫। কাজের নামঃ "মালদহে বন্দে ভারত ট্রেনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ পরিকাঠামো ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাবলী উন্নতকরণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ"-এর সঙ্গে সম্পর্কিত কাজ। টেন্ডার মূল্যমানঃ ₹ ১,৫৫,৫৭,৩২৯.১৭ টাকা। বায়নাজমাঃ ₹ ২,২৭,৮০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ ১১.০৩.২০২৫ তারিখ থেকে ২৫.০৩.২০২৫-এ বেলা ৩.০০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটে টেন্ডার বিবরণ ও নোটিস বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিবরণ ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
(MLD-238/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ বেহুলা লখিন্দর, ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ গ্যাঁড়াকল, সন্ধে ৭.৩০ আই লভ ইউ, রাত ১০.৩০ নবাব, ১.০০ নবাংশ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবা, বিকেল ৪.৪০ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধে ৭.৪৫ জামাই ৪২০, রাত ১০.৩০ টাইগার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা, দুপুর ২.৩০ ওগো বধূ সুন্দরী, বিকেল ৫.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, রাত ১০.০০ স্বার্থপর, ১২.৩০ তিন ইয়ারি কথা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বোবা সানাই

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্নেহের প্রতিদান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ঠিকানা রাজপথ

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৮ হিরো-দ্য বুলেট, দুপুর ২.২৬ ভীমা, বিকেল ৫.১৫ নাগভূমি, রাত ৮.০০ সনম তেরি কসম, ১১.০১ পাথু থালা

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৩৪ ফুকরে-থ্রি, দুপুর ১.৪০ রক্ষা বন্ধন, বিকেল ৪.০১ চোরি চোরি চুপকে চুপকে, সন্ধে ৭.৩০ দ্য রিয়াল টেভর, রাত ১০.২১ সাহো

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৯ দুশমন, দুপুর ১.৩৪ ক্ষত্রিয়, সন্ধে ৭.৫৬ শোলা অওর শবনম, রাত ১০.৫৯ রং

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হোম অ্যালোন-থ্রি, বিকেল ৩.১৫ গডজিলা ভার্সেস কং, ৫.০০ লাইফ অফ পাই, সন্ধে ৭.০০ দ্য সুইসাইড স্কোয়াড, রাত ৯.০০ রাইজ অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, ১০.৪৫ ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড

এমএনএক্স : দুপুর ১.২৫ দ্য সার্কাস, ২.৪০ আই অ্যাম ল্যাথ, বিকেল ৪.০৫ সাংহাই নাইটস, ৫.৫৫ হট টাব টাইম মেশিন-টু, সন্ধে ৭.৩০ লেডি ব্লাডফাইট, রাত ৯.০০ শাটার, ১০.২৫ ওয়াইল্ড কার্ড, ১১.৫০ দ্য বিগ ব্যাং

বাঘ বন্দি খেলা
বিকেল ৪.৪০ জলসা মুভিজ

চোরি চোরি চুপকে চুপকে
বিকেল ৪.০১ অ্যান্ড পিকচার্স

ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড
রাত ১০.৪৫ স্টার মুভিজ

দ্য গ্রিন প্ল্যানেট
সন্ধে ৬.২৭
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

Government of India
Directorate of Revenue Intelligence, Siliguri Regional Unit,
"Dey Bhawan", Ashutosh Mukherjee Road, College Para, Siliguri – 734001
[E-mail: dri.siliguri@gov.in]

The Directorate General of Revenue Intelligence, Kolkata Zonal Unit, invites online tender (e-tender) for hiring suitable office accommodation on rent having Net Carpet area of 4300 Square feet approx., for its Regional Office, at Siliguri (Office of the Deputy Director, DRI Siliguri Regional Unit), from the legal owners / power of attorney holders of suitable building (as detailed in the Terms & Conditions of this Tender), located in the following station / city within 10 kms from the preferred location, mentioned in the table given below, on long term basis.

Type of Office	"Name of the Station / City"	"Preferred location"	Approximate Net Carpet Area (Sq.ft.)
Central Government Office (Office of the Deputy Director, Directorate of Revenue Intelligence Siliguri Regional Unit)	Siliguri West Bengal	Within a radius of 10 kms from the main city of Siliguri	4300 Sq. ft.

The interested bidders may download the Tender Documents from the Central Public Procurement Portal(CPPP) website https://eprocure.gov.in/eprocure/app or www.cbic.gov.in and follow the instructions given there for submitting their e-tender. Please note that, no tender shall be accepted /entertained by fax, email or submitted in person or any other such means and beyond the specified date / time.

For any further details, Sh. Pankaj Kumar, Senior Intelligence Officer, DRI, Siliguri Regional Unit, Siliguri may be contacted (Ph no. +91 94341 31325).

Sd/-
Deputy Director
DRI, Siliguri Regional Unit

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ২৫/২০২৫, তারিখ ঃ ২৮-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম নং:১; টেন্ডার নং ঃ ০৯২৪৫২০৩। টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ঃ ২৪-০৩-২০২৫

কাজের বর্ণনা	টেন্ডারের পরিমাণ
(i) এসইজে -এর জন্য প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং.আরটি/৯৬৭৭ অনুযায়ী।	(i) পিএল নং. ৬০০৫০০৩৬১২৭২ = ২৫২টি।
(ii) থিক ওয়েব এসইজে-এর জন্য প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৮৩৮ অনুযায়ী।	(ii) পিএল নং. ৬০০৫০০৩৬১৪৪২ = ২৬৫০টি।
(iii) ৬০ কেজি ডেরাইলিং সুইচ স্লিপার উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. আরটি/৬০৬৮ অনুযায়ী।	(iii) পিএল নং. ৬০০৬০৪১৪ = ৬ সেট।
(iv) টার্নআউট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ ৬০ কেজি ১ ইন ১২ লেআউট আরটি- ৪২১৮।	(iv) পিএল নং. ৬০০৬০৪৭৫ = ১০ সেট।
(v) বৃহত্তর বেস লেভেল জিং স্লিপারের উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. আরটি-৮৯৬৯ অনুযায়ী।	(v) পিএল নং. ৬০০৬০৪৮৭ = ৪২০টি।
(vi) প্রিস্ট্রেসড মনো ব্লক কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৫৮৩৬ থেকে ৬০৬৮ অনুযায়ী।	(vi) পিএল নং. ৬০১৯০০৮৫ = ৭ সেট।
(vii) ৬০ কেজির জন্য ২৫টি অ্যাক্সেল লোডের জন্য ওয়াইডার প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ ডিআরজি. নং. টি-৮৯৭০ অনুযায়ী।	(vii) পিএল নং. ৬০১৯০১০৩ = ১৩২০টি।
(viii) ১ ইন ১২ টার্নআউট ৬০ কেজি ওজনের পিএসসি স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ (টি-৪২১৮)।	(viii) পিএল নং. ৬০১৯০১৭০০০৪০ = ৪৫ সেট।
(ix) ব্রিজ অ্যাপ্রোচের জন্য ৬০ কেজি চওড়া প্রিস্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার তৈরি ও সরবরাহ আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৯৭০ থেকে ৮৯৭৮ অনুযায়ী।	(ix) পিএল নং. ৬০১৯০২০৯০০১৪ = ৩০ সেট।
(x) তীক্ষ্ণ বাঁকানো রাস্তার জন্য প্রশস্ত পিএসসি স্লিপারের উৎপাদন ও সরবরাহ ডিআরজি নং. আরডিএসও/টি-৮৯৭৯ থেকে আরডিএসও/টি-৮৯৮২ ইত্যাদি অনুযায়ী।	(x) পিএল নং. ৬০১৯০২৭৩০০১৫ = ৫০০টি।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা লগ ইন করতে পারেন (www.ireps.gov.in) উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য অবশ্যই সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম/সিওএন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বড়সড়ো পরিবর্তনের ইঙ্গিত। বৃষ : কাজের চাপ বাড়বে। সংসারে পুরোনো কোনও অশান্তি মিটে যেতে পারে। প্রেমে শুভ। মিথুন : বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। ভাগ্যোন্নতির সুযোগ মিলতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় খরচ বাড়বে। কর্কট : শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন। দূরের কোনও আত্মীয়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা হতে পারে। সিংহ : বাতের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। কন্যা : ব্যবসায়িক লেনদেনে কিছুটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। তুলা : পুরোনো সম্পদ নিয়ে যাঁরা কেনাবেচা করেন, তাঁরা ভালো লাভ করতে পারবেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীরা খুব ভালো সুযোগ পেতে পারেন। ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি। ধনু : উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির কোনও গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা। মকর : ভালো কথার জন্য সমাজে প্রশংসিত হবেন। স্ত্রীর সহযোগিতায় বড় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি। কুম্ভ : দানধ্যান করে মনে শান্তি পাবেন। উপযাচক হয়ে কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। মীন : স্ত্রীর শরীর নিয়ে চিন্তা দূর হবে। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সার্থক হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৫ ফাল্গুন, ৬ মার্চ, ২০২৫, ২১ ফাগুন, সংবৎ ৭ ফাল্গুন সুদি, ৫ রমজান। সূঃ উঃ ৬।০, অঃ ৫।৩৮। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী দিবা ৩।২৭। রোহিণীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।২৯। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ১২।৪৬। বণিজকরণ দিবা ৩।২৭ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।৩০ গতে ববকরণ। জন্মে-বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, শেষরাত্রি ৪।৪৯ গতে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।৫১ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, দিবা ২।৪৩ গতে যাত্রা নাই, সন্ধ্যা ৫।৩৮ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৪৯ গতে যাত্রা শুভ মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৩।২৭ গতে মতান্তরে দীক্ষা, দিবা ২।৪৩ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন নবান্ন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবাহ- শেষরাত্রি ৪।৪৯ গতে ৫।৫৯ মধ্যে কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং অষ্টমীর সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ১০।২৭ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৫১ গতে ৩।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শিকড়

স্থাপত্যে অনন্য জমিদারবাড়ি

সুকুমার বাড়ই

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : জমিদারি ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে প্রায় ৭৪ বছর আগে। কিন্তু সেসময়ের জমিদারবাড়ি আজও বাংলার ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জমিদারবাড়ির ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন কাহিনী।

কোনও জমিদারের উৎপত্তি, কোনও জমিদারের যুদ্ধের ইতিহাস, কোনও জমিদারের পরিবারের ইতিহাস ইত্যাদি। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরে শতাব্দীপ্রাচীন এমনই এক জমিদারবাড়ি ইতিহাসের বহু সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। সময়ের গর্ভে হারিয়ে গেছে অনেক কিছুই। কিন্তু কোনওরকমে টিকে রয়েছে জরাজীর্ণ এই দোতলা জমিদারবাড়িটি।

ইসলামপুরের পুরাতনপল্লি এলাকায় গেলে এখনও ইতিহাসপ্রেমী মানুষ এই চৌধুরী জমিদারবাড়ির খোঁজ করেন। চৌধুরী পরিবারের জমিদার এই বাড়ি তৈরি করেন। তবে এখন গোটা বাড়ির কারুকার্যে আগাছা আর অযত্নের ছোঁয়া চোখে পড়ে। ইট, বালি ও চুনের গাঁথুনি দেওয়া দেওয়ালগুলি বেশ চওড়া। ঘরের ছাদ চুন, সুরকি দিয়ে তৈরি। মাটি থেকে প্রায় ১৫ ফুট উচ্চতা ছাদের। ভেতরে বড় আকারের ৫টি ঘর, নীচে ও দোতলায় দুটি বড় আকারের বারান্দা আছে। দরজা ও জানলাগুলিও বেশ বড় আকারের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায় জানা গেল, এক সময় জমিদার হাতি চড়ে এই বাড়িতে ঢুকতেন। জমিদারি বিলুপ্তির পর ভবনটি ধীরেধীরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই জনপদের অতীতের সাক্ষ্য সংবলিত এই জমিদারবাড়ি। প্রাসাদের অলংকরণ আজও দর্শকদের মুগ্ধ করে দেয়। বড় একটি খিলান রয়েছে অন্য প্রান্তে। ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে ২০১১ সালের ৩০ মে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেরিটেজ কমিশন এই জমিদারবাড়িকে হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে। ইতিহাস অনুরাগী ও গবেষকদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী এই ভবনের সংস্কারের দাবি জোড়ালো হচ্ছে।

ক্লাস পাঁচটি, শিক্ষিকা মাত্র এক

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৫ মার্চ : বেলা ১১টা বাজতেই ঢংঢং করে স্কুলের ঘণ্টা বাজল। তখন আম বাগানে খেলা করছিল একদল খুদে পড়ুয়া। ঘণ্টার শব্দ শুনে ছুটে এসে যে যার ক্লাসের বেঞ্চে বসে পড়ল বইখাতা খুলে। ক্লাস ওয়ানের ঘরে এলেন এক বয়স্ক মহিলা শিক্ষক। এক এক করে তিনি পড়ুয়াদের নাম ডাকতে শুরু করলেন। ইয়েস ম্যাডাম, সাড়া দিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জানিয়ে দিল পড়ুয়ারা।

দিদিমণি বই খুলে পড়া দিয়ে ছুটলেন পাশের ঘরে। সেখানে বসে রয়েছে আরও একদল ছেলেমেয়ে। সেখানে ক্লাস ফোরের ছাত্রছাত্রীরা বসে রয়েছে। একইভাবে নাম ডেকে ওই দিদিমণি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন দোতলায়। সেখানে একই ঘরে ক্লাস নিতে শুরু করলেন দ্বিতীয় আর তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের। আসলে এই স্কুলে ১৭০ জন পড়ুয়া থাকলেও শিক্ষিকার সংখ্যা মাত্র একজন। আর তাই তাঁকে এঘর-ওঘর ঘুরে একই সঙ্গে সব ক্লাসে পড়াতে হয়।

না, এ কাহিনী কোনও গল্পের বইয়ের নয়। এমন বাস্তব চিত্র উঠে এল ইংরেজবাজার ব্লকের সাতঘড়িয়া শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের। এককথায় একজন শিক্ষিকাকেই স্কুলের ১৭০টি শিশুর পড়াশোনা সামাল দিতে হয়। স্কুলে সাকুল্যে ক্লাসরুম তিনটি আর আছে পাঁচটি শ্রেণির পড়ুয়া।

এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, বছর তিনেক ধরে একজন শিক্ষিকাই রয়েছেন ওই স্কুলে। পড়াশোনা হয় না ঠিকমতো। হবেই বা কীভাবে? বারবার দাবি জানিয়েও একজন শিক্ষকও জোটেনি স্কুলের কপালে। আর তাই পড়ুয়ারা স্কুলে আসে, মাঠে খেলাধুলো করে তারপর মিড-ডে মিলের ডিমভাত খেয়ে বাড়ি যায়। দিনের পর দিন এমন ঘটনায় ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন অভিভাবকরা।

ক্লাস নিচ্ছেন আয়েশা সিদ্দিকি। - সংবাদচিত্র

সাতঘড়িয়া ফিল্ডপাড়ার বাসিন্দা ফিরোজা খাতুনের মেয়ে প্রতিদিন স্কুলে আসে। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে শিখতে পারে না কিছুই। তাই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় ফিরোজা। তাঁর আশঙ্কা, 'পড়াশোনা ছাড়া এই সমাজে কোনও গতি নেই। মেয়ে স্কুলে আসলেও শিখতে পারে না কিছুই। একজন শিক্ষিকার পক্ষে এতজনকে পড়ানো অসম্ভব। আমরা চাই এই স্কুলে আরও তিনজন শিক্ষক। যাতে তাঁরাও ঠিকমতো পড়াতে পারেন।'

স্কুলের কিছুটা দূরে আম বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওই এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি মেঘু শেখ। তিনি জানালেন, এই স্কুলটি ১৯৯৫ সাল নাগাদ গড়ে তোলা হয়। স্কুলের পাকা, দোতলা ভবন রয়েছে। প্রথমদিকে তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা অবসর নেওয়ায় এখন মাত্র একজন শিক্ষিকা। ওই শিক্ষিকারও বয়স ৬০ পার হয়েছে। উনি চেষ্টা করেন, কিন্তু একজনের পক্ষে প্রায় দুশো ছেলেমেয়েকে পড়ানো অসম্ভব। মেঘু শেখের দাবি, 'আরও কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা না এলে ছেলেমেয়েরা কিছুই শিখতে পারবে না।'

যদিও স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে, একমাত্র শিক্ষিকার আন্তরিকতা নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই রাইহানা বিবি, ফিরোজা খাতুনদের। কিন্তু এভাবে কতদিন? প্রশ্নের জবাবে ৬০ বছর অতিক্রম করা আয়েশা সিদ্দিকার দাবি, 'সবাই জানেন, স্কুলে একজন শিক্ষিকা। নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা চেয়ে অনেকবার চিঠি দিয়েছি। পাইনি। তাই এখন আর কিছু বলি না। স্কুল খোলা থাকলে প্রতিদিনই স্কুলে আসি।'

তাই তো আয়েশা সিদ্দিকা সাতঘড়িয়া ফিল্ডপাড়ার মানুষের কাছে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা... আয়েশা দিদিমণিই ভরসা।

বৌ নয়, চুরি যাওয়া জিনিস ফেরতের আর্জি

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : কথায় বলে ঘর ভাঙা সম্পর্ক আর সুতো ছেঁড়া ঘুড়ি নতুন করে জোড়া যায় না। যখন তখন গিঁট খুলে ভো-কাট্টা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মানিক পাল। বালুরঘাট ব্লকের দৌল্লা গ্রামের মানিক তাঁর ঘর ছেড়ে যাওয়া স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে তাঁকে ফের সংসারে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই মহিলা সন্তান, টাকা, গয়না সব নিয়ে ফের চম্পট দিয়েছেন। মানিক যথারীতি থানায় গিয়ে স্ত্রীর নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেছেন, কিন্তু সেটা স্ত্রীকে ফেরাতে নয়, চুরি যাওয়া জিনিস ফেরত পেতে।

পেশায় সাইকেল মেকানিক মানিকের বছর ছয়েক আগে বিয়ে হয়। তাদের একটি সন্তানও রয়েছে। পরিবারে আয় বাড়াতে বছর দুয়েক আগে স্ত্রী-সন্তানকে বাড়িতে রেখে তিনি ভিনরাজ্যে কাজে চলে গিয়েছিলেন। এর কয়েক দিনের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য এক পুরুষের সঙ্গে পরিচয়, প্রেম সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্ত্রীর। শেষে তার সঙ্গেই ঘর ছাড়েন তিনি।

ঘটনার অবশ্য এখানেই সমাপ্তি হয় না। ভিনরাজ্যে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে মানিক সম্প্রতি বাড়ি ফিরে এসে একটা দোকান করেছেন। কাকতালীয়ভাবে তাঁর স্ত্রীও দ্বিতীয় সংসার ছেড়ে বাবার বাড়িতে এসে ওঠেন। তাঁর চলে যাওয়াটা ভুল হয়েছিল স্বীকার করার পাশাপাশি ক্ষমা চেয়ে শ্বশুর বাড়িতে বার্তা পাঠান। মানিকও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'সুখের সংসার' শুরু হয়। কিন্তু বিধি বাম। এক দুপুরে মানিক বাড়ি ফিরে দেখেন সব ভোঁ ভা। স্ত্রীর সঙ্গে গায়েব আলমারিতে রাখা গয়নাগাটি, তার জমানো টাকাপয়সা সব! ছেলেও নেই।

ঘর করার মোহ এবং স্ত্রীকে বিশ্বাস করে ঠকার ঘোর কাটার পর মানিক ছুটেছেন বালুরঘাট থানা। বলছেন, মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। ক্ষমা চাওয়ায় ভেবেছিলাম এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তার উপর ছেলেটো মাত্র তিন বছরের। মাকে ওর দরকার। সব মিলিয়ে অতিত ভুলে ফের সংসারটা শুরু করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে সুতো ছিঁড়ে গেছে, তা আর জোড়া লাগবার নয়। ও দুরভিসন্ধি নিয়েই ফিরে এসেছিল। আমি ছেলে আর টাকাপয়সা ফিরে পেতে চাই। বৌ ধরা পরলেই সেটা সম্বব, তাই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।'

ডালখোলায় ভুটভুটি চুরি করতে এসে ধৃত দুষ্কৃতী

ডালখোলা, ৫ মার্চ : ভুটভুটি চুরি করতে এসে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে পুলিশ হাজতে এক দুষ্কৃতী। ঘটনায় জড়িত আরও দুই দুষ্কৃতী পলাতক।

ধৃতের নাম আসরাফ আলি। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বাসুয়াখলসি এলাকায়। পলাতক দুই দুষ্কৃতীর খোঁজে তল্লাশির পাশাপাশি পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডালখোলা থানার পুলিশ।

ডালখোলা থানার শিকারপুর পঞ্চায়েত এলাকার পূর্ব মাটিয়ারির বাসিন্দা তথা ভুটভুটিচালক শাহিদ আনোয়ার। মঙ্গলবার রাতে প্রতিদিনের মতো বাড়ি ফিরে ভুটভুটিতে তালা দিয়ে রাখেন। গভীর রাতে শৌচকর্ম করতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান, দুই জন অজ্ঞাতপরিচয় তরুণ তাঁর ভুটভুটি ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। প্রথমে তিনি ভয় পেয়ে গেলেও পরে চিৎকার করতে শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

এর কিছুক্ষণ পর তাঁর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে এসে দুষ্কৃতীদের পিছু ধাওয়া করে একজনকে ধরে ফেলে। দ্বিতীয় দুষ্কৃতী পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে আরও একজন দুষ্কৃতী বাইক নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় দুষ্কৃতী সেখানে গেলে দুই দুষ্কৃতী বাইক নিয়ে চম্পট দেয়।

শাহিদ জানান, 'রাতে আমার ভুটভুটি চুরি করতে এসেছিল। একজনকে গ্রামবাসীরা ধরে ফেলেছে। আমরা ওই দুষ্কৃতীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।'

একলাখি বালুরঘাট রেললাইনের মেরামত। গাজোলে জামতলা এলাকায়। - পঙ্কজ ঘোষ

বিধায়কের গাড়িচালকের জেল হেপাজত

বুনিয়াদপুর, ৫ মার্চ : বিধায়কের গাড়িচালক বিপুল হাজরার জেল হেপাজত হল বুধবার। এদিন তাঁকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের জেরে আহত হলে মঙ্গলবার রাতে রশিদপুর হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন বিধায়কের গাড়ির চালক বিপুল হাজরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি হাসপাতালের কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসেন কর্তব্যরত দুই পুলিশকর্মী। তখনই গুরুতর আহত হন এএসআই বিজয় তামাং (৫৫) ও কনস্টেবল মাহিদুল মণ্ডল (৩৭)। রাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ওই তরুণকে বুধবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

নয়ানজুলিতে ট্র্যাক্টর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ মার্চ : একটি চালবোঝাই চলন্ত ট্র্যাক্টরের চাকা খুলে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল বুধবার দুপুরে। হরিশ্চন্দ্রপুর চাঁচলগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে পিপলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন চালক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর তিনটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুরের দিক থেকে ট্র্যাক্টরটি দ্রুত বেগে তুলসীহাটার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ ট্র্যাক্টরের একটি চাকা খুলে যায়। এরপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্র্যাক্টরটি পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চলার জন্য এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে পুলিশের উচিত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া।

মাটি 'পাচার'

করণদিঘি, ৫ মার্চ : কলকাতার এক ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল লাহুতারা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের খোয়াসপুর মৌজা থেকে মাটি কেটে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার। তবে রয়্যাল্টি যথারীতি কাটা হয়েছে। মঙ্গলবার ব্লক ভূমিকর্তা সুমিত ভট্টাচার্যকে অভিযোগ জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে দপ্তরের এক কর্মীকে পাঠিয়ে দেন। সুমিত ভট্টাচার্য বলছেন, 'সংস্থাটি আসলে মাটি কোন মৌজা থেকে কেটেছে।'

ওষুধের লাইনে দুই মহিলার চুলোচুলি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : ঘটনাস্থল রায়গঞ্জ মেডিকেলের আউটডোরের ফার্মাসি।

বুধবার সবাই ওষুধ নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আচমকা দুই মহিলার মধ্যে শুরু হয় কথাকাটাকাটি। তারপর চুলোচুলি, মারপিট। ওই দৃশ্য দেখে বাকিরা হতভম্ব। দুই মহিলার যখন একে অন্যকে মারতে ব্যস্ত, সেই সময় দুই মহিলার আত্মীয়রাও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। ফার্মাসির সামনে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। বাইরে গোলমালের জেরে অন্য বিভাগের চিকিৎসকরা রোগী দেখা বন্ধ করে দেন। হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। ফার্মাসির কর্মীরা ওষুধ বিলি বন্ধ করে দেয়।

খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় মেডিকেল কলেজ থানার পুলিশ কর্মীরা। তারা পৌঁছাতেই ওই দুই মহিলা ও তাঁদের পরিবারের লোকেরা সেখান থেকে পালিয়ে যান।

মেডিকেলের ফার্মাসিস্ট বীরেন রায় জানান, 'আজ আচমকাই এক মহিলা সামনের কয়েকজন মহিলাকে টপকে কাউন্টার থেকে ওষুধ নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাকে এক মহিলা বাধা দিলে শুরু হয় দুইজনের চুলোচুলি, মারপিট পরে তাঁদের আত্মীয়রাও মারপিটে জড়িয়ে পড়েন।'

মেডিকেলের সহকারী সুপার সৌনককুমার ঘোষ জানিয়েছেন, 'মেডিকেল কর্তৃপক্ষ ঘটনার কথা শুনেছেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

হতভম্ব প্রত্যক্ষদর্শীরা

মেডিকেল কলেজের নিয়ম মানতে হবে প্রত্যেককে এবং মেডিকেল চত্বর পরিষ্কার রাখতে হবে। যারা এই কাজ করেছেন ভালো করেননি।

সুবীর ধর
সদস্য, রোগী পরিষেবা কেন্দ্র

উষ্ণতা বাড়ার আশঙ্কা

পতিরাম, ৫ মার্চ : আগামী ৯ মার্চ পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় গরম বাড়তে পারে।

পাশাপাশি, ১ থেকে ১২ কিলোমিটার গতিবেগে দুটি জেলায় উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গরম হওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এমন আবহাওয়ায় মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে দিনের তাপমাত্রা থাকতে পারে সর্বোচ্চ ৩০ থেকে ৩১ ও সর্বনিম্ন ১৯-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। এই সময় বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ থাকতে পারে সর্বোচ্চ ৪৩ থেকে ৫৫ ও সর্বনিম্ন ২০ থেকে ২৮ শতাংশের মতো।

আগামী পাঁচদিন দুই জেলার আকাশ পরিষ্কার থাকলেও শুষ্ক ও রুক্ষ আবহাওয়া থাকবে। গায়ের ত্বক ফাটা, ঠোঁট ফাটা, ত্বক জ্বালা করার মতো সমস্যা হতে পারে।

দুর্ঘটনার নেপথ্যে পথ ও রথের বেয়াদপি

উন্নয়নের ধারা বইছে সবখানে। অথচ অব্যাহত পথদুর্ঘটনার ধারা। কোথাও বেপরোয়া ট্র্যাক্টরের গতির বলি হতে হচ্ছে আমজনতাকে, আবার কোথাও রাস্তার দুর্গতির জন্য উলটে যাচ্ছে টোটো। খেসারত দিতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। সেসব নিয়েই হরিশ্চন্দ্রপুর ও কুশমণ্ডির দুই ঘটনা।

তিন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আহত

কুশমণ্ডি, ৫ মার্চ : রাস্তা বেহাল। বারবার আবেদন জানিয়েও সেই রাস্তা সংস্কার হয়নি। বুধবার ওই রাস্তাতেই টোটো উলটে আহত হয় তিন জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে সম্রাট দাস নামে এক জনের আঘাত গুরুতর। মানিকোর হাইস্কুল থেকে কিছুটা আগে এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে কুশমণ্ডি হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দেয় ওই পরীক্ষার্থী। খবর পাওয়ার পর জেলার জয়েন্ট কনভেনার রেজাউল করিম সহ একাধিক আধিকারিক কুশমণ্ডি হাসপাতালে পৌঁছান।

সরলা থেকে শব্দলপুর পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার রাস্তা দশ বছর ধরে বেহাল। ওই রাস্তা দিয়ে আমিনপুরের ছাত্ররা মানিকোর হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। এর আগেও বেহাল রাস্তাতে দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হয়েছে একাধিক পরীক্ষার্থীকে। এবছর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ সহ ছাত্রছাত্রীরা। পরীক্ষা শেষে আহত সম্রাট দাস বলে, 'পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে আমি ছাড়াও অনিমেষ বর্মন ও বঙ্কিম রায় টোটো চেপে মানিকোর হাইস্কুলে যাচ্ছিলাম। স্কুলে ঢোকার কিছুটা আগেই বেহাল রাস্তার কারণে টোটো উলটে যায়। টোটোর নীচে চাপা পড়ে দুই পায়ে গুরুতরভাবে জখম হই আমি। দুর্ঘটনার খবর সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িতে পৌঁছানো হয়। পরীক্ষা শেষে হুইলচেয়ারে বসিয়ে বাবা-মা আমাকে বাড়ি নিয়ে যান।'

বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। মানিকোর গ্রামের অনিল সরকার বলেন, 'বেহাল রাস্তার কথা জানেন না এমন কেউ নেই। কিন্তু কারও সদিচ্ছা নেই যে রাস্তাটা ঠিক করা হোক।' উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জয়েন্ট কনভেনার রেজাউল করিম জানান, 'আমরা আহত পরীক্ষার্থীকে থেকে দেখতে এসেছিলাম। রাস্তার ব্যাপারে কোনও কথা বলতে পারব না।' বিধায়ক রেখা রায়ের কথায়, 'রাস্তাটি এমপি তহবিল থেকে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এমপি তহবিল আর আসেনি। তাই দেরি হল। তবে অচিরেই রাস্তা সংস্কার করা হবে।'

পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে আমি ছাড়াও অনিমেষ বর্মন ও বঙ্কিম রায় টোটো চেপে মানিকোর হাইস্কুলে যাচ্ছিলাম। স্কুলে ঢোকার কিছুটা আগেই বেহাল রাস্তার কারণে টোটো উলটে যায়। টোটোর নীচে চাপা পড়ে দুই পায়ে গুরুতরভাবে জখম হই আমি।

সম্রাট দাস, আহত

বেপরোয়া গতির বলি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ মার্চ : হরিশ্চন্দ্রপুরেই মঙ্গলবার এক বৃদ্ধাকে পিষে দিল ট্র্যাক্টর। মৃতের নাম সুমতি পাসমান (৬২)। বাড়ি ভালুকার দ্বারভাঙ্গাপাড়ায়। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভালুকা সদরে।

মঙ্গলবার দুপুরে সুমতি পাসমান র‍্যাশন আনতে যাবেন বলে বের হন। এমন সময় ইটভাটার একটি ট্র্যাক্টর দ্রুত বেগে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুমতি পাসমানকে ধাক্কা মারলে তিনি ট্র্যাক্টরের তলায় চলে যান।

স্থানীয়দের বক্তব্য, ট্র্যাক্টরটি তাঁর পেট এবং কোমরের ওপর দিয়ে চলে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা সুমতি পাসমানকে প্রথমে ভালুকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে মালদা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ।

ড্রেনে পড়ে মৃত প্রৌঢ়া

মালদা, ৫ মার্চ : রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে ড্রেনে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন প্রৌঢ়া। অবশেষে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল তাঁর। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃতার নাম পারুল রায় (৭৫)। বাড়ি মালদা শহরের কৃষ্ণপল্লি এলাকায়। পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, পারুলদেবী ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে বাড়ির পাশে ঘোরাঘুরি করছিলেন। হঠাৎ তিনি রাস্তার পাশে থাকা ড্রেনে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। গতকাল দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।

বিষপানে মৃত্যু তরুণের

মালদা, ৫ মার্চ : হিলি থানার অন্তর্গত ঢালপাড়ায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক তরুণের। বিষপান করে অর্জুন ঘোষ নামে ওই তরুণ আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবারের দাবি।

২৮ ফেব্রুয়ারি দুপুরে পরিবারের লোকের অজান্তে বিষপান করেন অর্জুন। বিষয়টি নজরে আসার পর পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল পরে মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার ভোরে মৃত্যু হয় অর্জুনের। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাইক হাপিস

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর এলাকায় বুধবার দুপুরে বাড়ির সামনে থেকে বাইক নিয়ে চম্পট দিল চোর। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। যেই বাড়ির সামনে থেকে বাইক চুরি করা হয়েছে সেই বাড়ি সিসিটিভিতে মোড়া। সিসিটিভিতে দেখা গেছে চোর মাথায় গামছা মুড়িয়ে বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। প্রতিদিনের মতো এদিনও সুরজিৎ দাস দোকান থেকে বাড়িতে আসেন এবং বাড়ির বাইরে বাইক রাখেন। তার কিছুক্ষণ পরেই বাইরে বেরিয়ে দেখেন বাইক নেই। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

দু'মাসে নালা সংস্কারের আশ্বাস

সাজাহান আলি

পতিরাম, ৫ মার্চ : মাস্টারপাড়ায় বেশ কয়েকটি হাইড্রেন আধাখেঁচড়া অবস্থায় রয়েছে। বহু নালায় আবর্জনা জমতে জমতে পাহাড়। জল সরে না। সেখানকার নোংরা পচা জল প্রায় ঘরে ঢোকার উপক্রম। পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। দিন-রাত মশামাছিদের উপদ্রব বাড়ছে। নালা পরিষ্কার না হওয়ায় বৃষ্টিতে আরও একবার নোংরা জলে প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মঙ্গলবার মাস্টারপাড়ার বাসিন্দারা এক হয়ে পতিরামের পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষের কাছে তাদের সমস্যা সমাধানের অনুরোধ করেন। আজ বুধবার প্রধান নিজে ওই এলাকা ঘুরে দেখেন। আশ্বাস দেন, আগামী দু'মাসের মধ্যে এলাকার সব নর্দমার সংস্কার হবে। মাস্টারপাড়াকে হাইড্রেনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। তাঁর এই সক্রিয় ভূমিকায় এলাকার বাসিন্দারা বেশ খুশি।

বেহাল নিকাশিনালা। বুধবার পতিরামে তোলা সংবাদচিত্র।

পতিরাম মাস্টারপাড়ার নর্দমা ও জল নিষ্কাশন সমস্যা আজকের নয়। এই অঞ্চলের মাঝামাঝি অংশ পড়ে রয়েছে একটি অর্ধসমাপ্ত হাইড্রেন। সংস্কারের অভাবে ময়লা আবর্জনা জমে সেখান পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর করে তুলেছে। জল নিষ্কাশনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একটু বৃষ্টি হলেই নোংরা জল উপচে রাস্তায় চলে আসে।

এই পাড়ার বাসিন্দা বাসুদেব সরকার জানালেন, 'দীর্ঘদিন নর্দমার সংস্কার না হওয়ায় বাড়িতে বাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। একদিকে নোংরা পচা জলের দুর্গন্ধ, অন্যদিকে মশামাছির উপদ্রব। দুই মিলিয়ে বিরাট সমস্যা তৈরি হয়েছে।'

এলাকার অন্যতম প্রবীণ বাসিন্দা শিক্ষক নিখিল মণ্ডল। তিনি বলেন, 'মাস্টারপাড়ার অর্ধসমাপ্ত হাইড্রেন সংস্কারের অভাবে প্রায় বন্ধ। এখন আর কোনও দিকেই জল যেতে পারে না। প্রতিনিয়ত দুর্গন্ধ ও মশামাছি, জীবাণুর উপদ্রব সহ্য করে আমরা খুব কষ্টে জীবনযাপন করছি। তাই পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে সমস্যা সমাধানের আর্জি জানাই। ভালো লাগল এটা দেখে, যে আমরা গতকাল গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমস্যার কথা জানাই। আজ উনি মাস্টারপাড়া পরিদর্শনে আসেন। আমরা খুব খুশি হয়েছি। আশা করি সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।'

পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'এখানকার জল নিষ্কাশন সমস্যা একটা বড় বিষয়। নতুন যে হাইড্রেন নির্মাণের পরিকল্পনা শুরু করেছি তার মধ্যে মাস্টারপাড়াকে সংযুক্ত করে নেওয়া হবে এবং এই পাড়ায় একটি হাইড্রেন তৈরি হবে। আগামী দু'মাসের মধ্যে মাস্টারপাড়ার জল নিষ্কাশন সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আমার আশা।'

গুরুতর জখম দম্পতি চিকিৎসাধীন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ মার্চ : বেপরোয়া বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক দম্পতি। দুর্ঘটনাটি ঘটে বুধবার তুলসীহাটা-কুশিদা রাজ্য সড়কে কাপাইচণ্ডীতে। জখম হয়েছেন দীপক রবিদাস (৫৫) ও বুলি রবিদাস (৪৭)। বাড়ি প্রেমা ভক্তিপুরে। দম্পতিকে প্রথমে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় কুশিদা গ্রামীণ হাসপাতালে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখানকার চিকিৎসকেরা চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। দুর্ঘটনায় দীপক রবিদাসের একটি হাত এবং পা ভেঙে গিয়েছে। স্ত্রী বুলি রবিদাস মাথায় চোট পেয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দীপক রবিদাসের শ্বশুরবাড়ি বিহারের রাতানিয়ায়। স্ত্রীকে মোটরবাইকে চাপিয়ে সেখানে যাচ্ছিলেন। বাড়ি ফেরার সময় গোচিয়া যাওয়ার রাস্তায় উলটোদিক থেকে আসা একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর তাদের মোটর সাইকেলটিকে ধাক্কা মারে। দম্পতি মোটর সাইকেল নিয়ে রাস্তার পাশের একটি গর্তে উলটে পড়েন। স্থানীয়রা বেপরোয়া ট্র্যাক্টরটিকে ঘিরে ফেলে। সেই সঙ্গে দম্পতিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় ইট, বালি, মাটিবোঝাই ট্র্যাক্টরের দাপট ক্রমে বেড়ে চলেছে। আর এর জেরে দুর্ঘটনাও বাড়ছে। অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসনের কড়া হওয়া দরকার।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা সলীল কান্তি দাস - কে 23.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74L 22375 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ এবং স্থিতিশীল করেছে এবং অল্প কিছু টাকা খরচ করে আমাকে কোটিপতিতে পরিণত করেছে। জীবনে এই স্তরের সৌভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করব, তা আমি কখনও কল্পনাও করিনি। আমাকে এই রকম একটি চমৎকার সুযোগ প্রদান করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

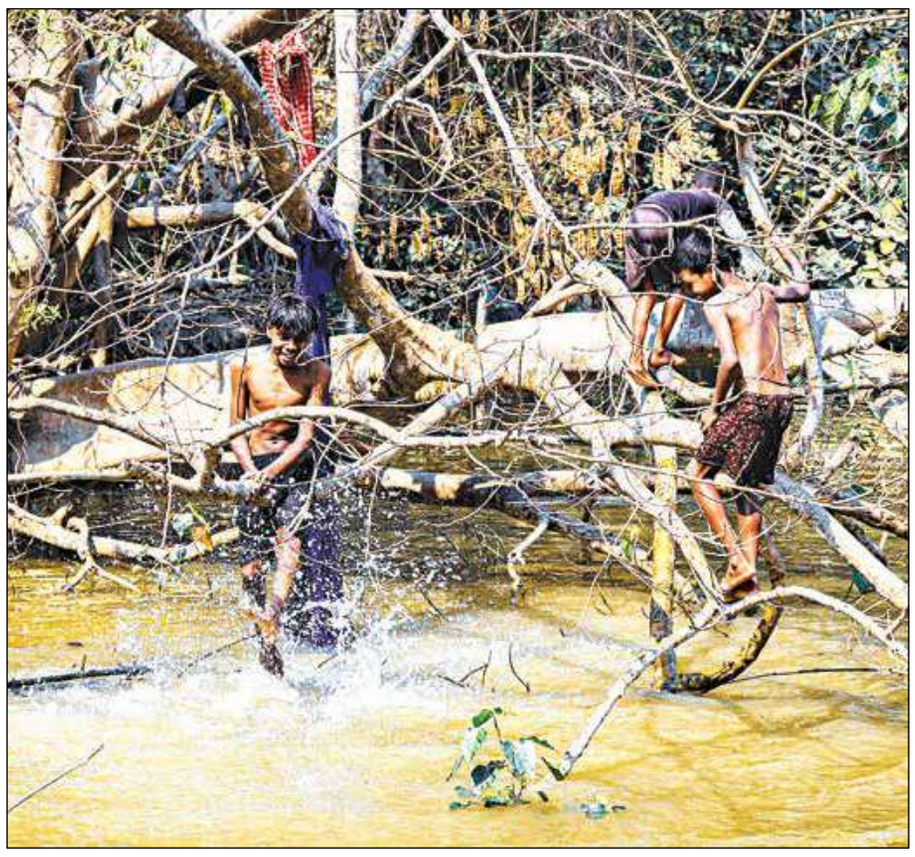

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দস্যিপনা।। দক্ষিণ দিনাজপুরের গোফানগরে ছবিটি তুলেছেন দীপাঞ্জয় ঘোষ।

দুই বেহাল রাস্তার কাহিনী কুশমণ্ডি ও হরিশ্চন্দ্রপুরে

নিম্নমানের কাজে বাধা গ্রামবাসীর

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৫ মার্চ : দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার অবস্থা বেহাল। চলাচলের অযোগ্য। বহু আবেদন নিবেদনের পর সেই রাস্তা মেরামতের জন্য বিধায়ক তহবিল থেকে টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু সেই কাজের মান খুব খারাপ। এমন অভিযোগ তুলে বুধবার কাজ বন্ধ করে দেন গ্রামবাসী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে উদয়পুর পঞ্চায়েতের চণ্ডীপুর গ্রামে। রাস্তার কাজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন খোদ স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান।

চণ্ডীপুর গ্রামেই বাস করেন ফিলিপ বাস্কে, জিয়াউর রহমান। ফিলিপ বাস্কের অভিযোগ,‘ বিধায়ক তহবিলের নয় লক্ষ টাকায় আড়াইশো মিটার ঢালাই রাস্তা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু কাজের মান খুব খারাপ। ইট সোলিংয়ের ওপর ঢালাই রাস্তা করার কথা।কিন্তু ঠিকাদারের লোকজন রাস্তায় নিম্নমানের ইট বসাচ্ছেন।’

জিয়াউর রহমানের দাবি,‘কাজের মানে আমরা মোটেও সন্তুষ্ট নই। তাই আমরা ইঞ্জিনিয়ারকে কাজ দেখতে আসতে বলেছি। তিনি না আসা পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকবে।’

এই প্রসঙ্গে উদয়পুর পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিত্রী হেমরম বলেন,‘গ্রামবাসীর অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্যি। কারণ যে ধরনের ইট রাস্তায় বিছানো হয়েছে, তা দেখে আমারও সন্দেহ হয়েছে। তাই ঠিকাদারের মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারকে আসতে বলা বলা হয়েছে।’

এই প্রসঙ্গে কুশমণ্ডির বিধায়ক রেখা রায় জানান,‘ গ্রামবাসী কেন রাস্তার কাজ বন্ধ করেছেন, তা জানি না। তবে বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে এনেছি।

মাটি সরে শূন্যে ঝুলে, ঝুঁকি নিয়ে চলাচল

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ মার্চ : সাতবছর আগের কথা। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের ইসলামপুর পঞ্চায়েতের চাঁদপুরে ঢাকঢোল পিটিয়ে কংক্রিটের রাস্তা তৈরি করা হয়। সেই রাস্তার এখন হতশ্রী দশা। মাটি সরে এখন শূন্যে ঝুলে রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে রাস্তা ভেঙে পড়তে পারে। সেটা জেনেও এলাকার বাসিন্দাদের ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। রাস্তার সমস্যা নিয়ে যথাস্থানে বলা হলেও কোনও কাজ হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা আশরাফুল হক বলেন, এই রাস্তা দিয়ে চাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর সাগর হাই মাদ্রাসা যাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার যাওয়ার অন্যতম রাস্তা

ঝুলন্ত রাস্তা। - সংবাদচিত্র

সেটা। সাত-আট বছর আগে ধস নামায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে। যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা।

এলাকার আরও এক বাসিন্দা মাসুদ আলম বলেন, ‘রাস্তার গা ঘেঁষে ফুলহর নদীর খাড়ি। রাতে ছোট বাচ্চারা যেকোনও সময় সেখানে পড়ে যেত পারে। বন্যার আগে ওই রাস্তা মেরামত না করলে চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।’

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য জেমিমা ইয়াসমিন বলেন, ‘রাস্তার ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমি পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছি।’ বিডিও তাপস পাল বলেন, ‘বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি। কারা রাস্তা তৈরি করেছিল, সে ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দ্রুত যাতে রাস্তা মেরামত করা যায় সে বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে।’

বিধবার গলায় ফাঁস

কালিয়াগঞ্জ, ৫ মার্চ : অস্বাভাবিক মৃত্যু হল চা বিক্রেতা এক মহিলার। বুধবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম আদরি রায় (৪৭)। কালিয়াগঞ্জের চান্দোইল এলাকায় তাঁর বাড়ি।

প্রতিদিনের মতো এদিনও চায়ের দোকান খোলা থাকলেও বিক্রেতা মহিলাকে দেখতে পাননি ক্রেতারা। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সন্দেহ হওয়ায় কয়েকজন ভিতরে গিয়ে দেখেন, তিনি মাটিতে বসে রয়েছেন। গলায় ফাঁস লাগানো রয়েছে। পরে পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

মৃত মহিলার ছেলের দাবি, ‘মাকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। বিষয়টি নিয়ে আমি পুলিশের দ্বারস্থ হব।’

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাচীর নির্মাণ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ মার্চ : অবশেষে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের ভালুকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ শুরু হল। হাসপাতালের সীমানা প্রাচীরের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি স্থানীয়রা।

ভালুকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সংলগ্ন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বেশ কয়েক দশক পুরোনো। কিন্তু সীমানা প্রাচীর না থাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগী তাঁদের পরিবার ও হাসপাতালে কর্মরত ও আবাসনে থাকা চিকিৎসক ও নার্সদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল বারবার। এনিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে একাধিকবার খবর প্রকাশিত হয়। হাসপাতালের প্রাচীরের দাবিতে আন্দোলনে নামেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপস মুখার্জির স্বস্তি, ‘খুব ভালো লাগছে প্রাচীরের কাজ শুরু হওয়ায়।’

৭২টি সোলার পথবাতি

হিলি, ৫ মার্চ : হিলি ব্লকে ৭২টি সোলার পথবাতি স্তম্ভের উদ্বোধন করলেন বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক কুমার লাহিড়ি। বুধবার হিলি ব্লকের পাঞ্জুলে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্লকের বিভিন্ন স্থানে লাগানো পথবাতির উদ্বোধন করেন বিধায়ক। বিধায়ক তহবিল অর্থ ব্যয় করে ব্লকের প্রয়োজনীয় স্থানে পথবাতি লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি পাঞ্জুলে একটি সোলার সাবমার্সিবল পাম্পেরও উদ্বোধন করেন বিধায়ক। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পথবাতিগুলির ফলে সন্ধ্যার অন্ধকারে পথ চলতে আর সমস্যা হবে না।

প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মালদায় সংসদ সভাপতি

নিউজ ব্যুরো

মালদা, ৫ মার্চ : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বুধবার সকালে মালদায় এলেন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। ইংরেজি পরীক্ষার দিন মালদা জেলার একাধিক স্কুল পরিদর্শন করেন তিনি। পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা নিয়ে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। আগামীকাল উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের কথা রয়েছে বোর্ড সভাপতির।

পরীক্ষা শুরুর আগেই মালদা শহরের বার্লো বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন তিনি। কথা বলেন অভিভাবকদের সঙ্গেও।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, ‘পরীক্ষা শুরুর আগে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে তল্লাশি করে কেন্দ্রে ঢোকানো হচ্ছে। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিকই আছে। পর্ষদের সমস্ত গাইডলাইন মেনে এখানে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এখনও কোনও সমস্যা নেই। মালদা দিয়েই উত্তরবঙ্গ সফর শুরু করলাম। ইচ্ছে আছে, আজ ৬-৭টি কেন্দ্র পরিদর্শন করব। আগামীকাল উত্তর দিনাজপুর যাব। আগে এই জেলায় পরীক্ষা নিয়ে একটু সমস্যা ছিল। তবে অনেকদিন ধরেই সেটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যদিও উচ্চমাধ্যমিক নিয়ে খুব একটা অভিযোগ থাকে না।’

পরীক্ষার আগে বার্লো স্কুলে সংসদ সভাপতি। বুধবার মালদায়। - অরিন্দম বাগ

পাশাপাশি পুরাতন মালদার দুটি স্কুল পরিদর্শন করলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি রঞ্জিত ভট্টাচার্য। এদিন তিনি দুপুরে সাহাপুর হাইস্কুল এবং ওসমানিয়া হাই মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। দুটি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সংসদ সভাপতি। ওই দুটি পরীক্ষাকেন্দ্রেই প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে সময় কাটান সভাপতি। পরীক্ষাকেন্দ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবকিছুই খতিয়ে দেখেন।

সংসদ সভাপতির সঙ্গে এদিন মালদা জেলার জয়েন্ট কনভেনার অমল ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। এবিষয়ে অমল ঘোষ জানান, ‘দুটি কেন্দ্রে পরিদর্শন করে কোনও অসঙ্গতি পাওয়া যায়নি। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে।’

সাহাপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কিশোর বণিক বলেন, ‘পরীক্ষা ব্যবস্থা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সংসদ সভাপতি। পরীক্ষাকেন্দ্রে আমাদের কোনও খামতি নেই। স্কুলের ভিতরে আমবাগান দেখে উনি আপ্লুত।’

বুধবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন ভেনু পরিদর্শন করেন সংসদের জেলা অ্যাডভাইজারি কমিটির একদল সদস্য(ডিএসি)। ওই পরিদর্শন দলে ছিলেন ডিএসি সদস্য মহম্মদ ওবাইদুল্লাহ, পৃথীশ কুণ্ডু, আনোয়ার সাদাত, নাজমুল হোদা প্রমুখ। তাঁরা এদিন রতুয়া হাইস্কুল, বিএসবি হাইস্কুল, সামসী এগ্রিল সহ একাধিক ভেনু পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন শেষে ডিএসি সদস্য পৃথীশ কুণ্ডু জানান, ‘এদিন ইংরেজি পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।’

কুশমণ্ডি থানায় মহিলা ব্যারাক

কুশমণ্ডি, ৫ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে কুশমণ্ডি থানায় মহিলা ব্যারাক ও সিভিক অফিসের উদ্বোধন হল বুধবার। দক্ষিণ দিনাজপুরের এসপি চিন্ময় মিত্তাল এই ঘরগুলি উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রেখা রায়,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ সরকার, এসডিপিও দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য, আইসি তরুণ সাহা প্রমুখ। নতুন ব্যারাক ও সিভিক অফিসের উদ্বোধনের সঙ্গে মৃতদেহ রাখার নির্দিষ্ট ঘরেরও উদ্বোধন করেন এসপি ও বিধায়ক।

এসপি চিন্ময় মিত্তাল জানান,‘ মহিলা ব্যারাক ও সিভিক অফিসের ফলে মহিলা পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি সিভিকদের উপকার হবে। এছাড়াও মৃতদেহ রাখার ঘর তৈরির ফলে থানায় মৃতদেহ এলে উন্মুক্ত জায়গায় পড়ে থাকবে না।’

দড়িতে মৃত্যু কিশোরীর

চাঁচল, ৫ মার্চ : অস্বাভাবিক মৃত্যু এক কিশোরীর। গলায় ফাঁস লাগিয়ে লাল বানু(১৬) নামে ওই কিশোরী আত্মহত্যা করে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার চাঞ্চল্য ছড়ায় চাঁচলের দেবীগঞ্জ এলাকায়। প্রেমঘটিত কারণে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে চাঁচল থানার পুলিশ।

প্রশিক্ষণ শিবির

হবিবপুর, ৪ মার্চ : বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গো পালন ও দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে এবং হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় ন্যাশনাল লাই ভস্টক মিশন প্রকল্পে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

হবিবপুর পঞ্চায়েতের মিটিং হলে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। মালদা জেলার হবিবপুর ব্লক ছাড়াও বামনগোলা, গাজোল, পুরাতন মালদা ও রতুয়া-২ নম্বর ব্লকের ১০ জন করে আগ্রহী গো পালককে নিয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সাইকেল বিলি

কুশমণ্ডি, ৫ মার্চ : করবুলা সাতাশগ্রাম হাই মাদ্রাসার ৫৬ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে বুধবার সবুজ সাথীর সাইকেল তুলে দিলেন কুশমণ্ডির বিধায়ক রেখা রায়। তিনি বলেন,‘ এটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম প্রকল্প। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি এই প্রকল্প নিয়েছেন।’

শ্মশানের পাশে পুকুর এলাকায় খননে ক্ষোভ

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : রায়গঞ্জ ব্লকের ১০ নম্বর মাড়াইকুড়া পঞ্চায়েতের ১৬বিঘা এলাকায় রয়েছে নীচু জমি। শ্মশান লাগোয়া সেই নীচু জমি থেকে যন্ত্রাংশ দিয়ে মাটি কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কিছু মাফিয়ার বিরুদ্ধে। রাতের অন্ধকারে নয়, প্রকাশ্য দিবালোকেই দিনের পর দিন এই ঘটনা ঘটছে। এমনকি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরাও বিষয়টি নিয়ে উদাসীন থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। উদ্বিগ্ন পরিবেশকর্মীরাও।

স্থানীয় বাসিন্দা দীপঙ্কর সরকারের অভিযোগ,‘আমি এই এলাকার বাসিন্দা। আমার জমির পাশের জমি থেকে মাটি কাটার বিষয়ে কিছুই জানতাম না। আজ সকাল থেকে মাটি কাটার পরেই আমরা অভিযোগ করি। এভাবে কাউকে না জানিয়ে পরিবেশের ক্ষতি করে মাটি কাটতে বারণ করা হয়েছে।’

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃষা প্রামাণিক রায় বলেন,‘আমাদের পঞ্চায়েতকে সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারে রেখে মাটি কাটা চলছে। এটা হতে পারে না। মাটি কেটে নিলে ওই শ্মশানটির ক্ষতি হবে। আমরা পরিবেশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরাও মাটি কাটার সঙ্গে পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা বলেছেন।’

পঞ্চায়েত প্রধান আরও বলেন,‘এই শ্মশানের জমিতেই যেহেতু গড়ে উঠবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, তাই মাটি কেটে পঞ্চায়েতের পরিকল্পনাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন অসচেতন জমির মালিক।’

যদিও স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য কল্পনা রায় বলেন,‘ মাটি কাটার অনুমতি চেয়েছিল। আমিও নো অবজেকশন দিয়ে ওই জমির মালিককে ব্লক ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকের দপ্তরকে লিখিত জানাতে বলি।’

এদিকে ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের আধিকারিকেরা বলেন,‘ওই জমি যাঁর, তিনি লিখিত অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়াও রাজস্ব দিয়েই মাটি কাটা হচ্ছে।’

থমকে রয়েছে জল প্রকল্পের কাজ। কুশমণ্ডিতে। - সৌরভ রায়

টোটোর ধাক্কায় আহত ২ বাইক আরোহী

বুনিয়াদপুর, ৫ মার্চ : টোটোর সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত দুই বাইক আরোহী। আহতরা হলেন শান্তি হাঁসদা (৬০)। বাড়ি গঙ্গারামপুর অনন্তপুরে। অপরজন সনজিৎ মুর্মু(৩৫)। বাড়ি গঙ্গারামপুর চন্ডিপুরে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শান্তি হাঁসদা আত্মীয় সনজিৎ মুর্মুর বাইকে করে মহিপালে মেয়ের বাড়ি থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। রাত্রি সাড়ে সাতটা নাগাদ মেধ্যাপাড়া রাজ্য সড়কে আসতেই উলটো দিক থেকে আসা একটি টোটো তাঁদের ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই বাইকে থাকা দুই জন ছিটকে পড়েন। তাদের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। বেগতিক দেখে টোটো নিয়ে চম্পট দেয় টোটোচালক। স্থানীয়দের সহযোগিতায় অন্য একটি টোটোতে আহতদের রশিদপুর হাসপাতালে আনা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের গঙ্গারামপুরে স্থানান্তর করা হয়েছে।

চওড়া হচ্ছে পথ

কালিয়াগঞ্জ, ৫ মার্চ : তিনটি অঞ্চলের মানুষের সুবিধার্থে চওড়া রাস্তা পেতে চলেছে কালিয়াগঞ্জ। মঙ্গলবার চান্দোইল থেকে কালিয়াগঞ্জ হাট অবধি নতুন ১৮ ফিট চওড়া রাস্তার কাজ শুরু হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিতাই বৈশ্য, জেলা পরিষদের সদস্য রামদেব সাহানি, কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরণ্ময় সরকার সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। নিতাই বৈশ্য বলেন, ‘প্রায় সাড়ে ৫ কিলোমিটার এই রাস্তা নির্মাণে ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৯ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা আগামী ৯ মাসের মধ্যে এই রাস্তার কাজ সমাপ্ত করবেন। এতে বোচাডাঙা, মোস্তাফানগর এবং বরুণার মানুষ উপকৃত হবেন।’

আগুনে ছাই শ্রমিকের বাড়ি

তপন, ৫ মার্চ : ভরদুপুরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল এক শ্রমিকের বাড়ি। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে তপন থানার গোফানগর পূর্ব মণিপুর গ্রামে।

তপন ব্লকের গোফানগর পঞ্চায়েতের পূর্ব মণিপুর গ্রামের বাসিন্দা মংলু ওরাওঁ। পেশায় তিনি শ্রমিক। বুধবার দুপুরে আচমকায় মংলুর বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। দমকা হওয়া থাকায় মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাড়িতে। বিষয়টি নজরে আসতেই গ্রামবাসী জলের পাম্প মেশিন চালিয়ে আগুন নেভায়। কিন্তু, ততক্ষণে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে মংলুর তিনটি ঘরে থাকা চাল, ডাল, জামাকাপড়, নগদ টাকা, গহনা সহ যাবতীয় আসবাব পত্র। সবকিছু হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে ঠাঁই হয়েছে আদিবাসী পরিবারের। মংলুর বাড়ির পাশাপাশি আগুন ছড়িয়ে পড়ে রবি ওরাওঁ-এর বাড়িতে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা পরিস্থিতি আয়ত্বে নিয়ে আসে। কিন্তু আগুন কীভাবে লাগল, তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন হাসনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমীরণ চৌধুরী। অসহায় পরিবারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তিনি।

রবি ওরাওঁ বলেন, ‘দুপুরে ভাত খেতে বসব। এমন সময় দেখতে পাই মংলুর বাড়িতে আগুনে লেগেছে। হাওয়া থাকায় আগুন ছড়িয়ে আমার বাড়িতে লেগে যায়। অল্পের জন্য আমার বাড়ি রক্ষা পেয়েছে।’

হাসনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমীরণ চৌধুরী জানান, ‘মংলুর তিনটি ঘরের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমরা যতটা পেরেছি তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।’ সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তপন ব্লকের বিডিও তীর্থঙ্কর ঘোষ।

> দিন আনি দিন খাই। বহু কষ্টে করে সংসারের জিনিসপত্র করেছিলাম। আজকে আগুনে পুড়ে সব শেষ হয়ে গেল। এমন অবস্থায় পরিবার নিয়ে কীভাবে দিন চলবে তা বুঝতে পারছি না। স্থানীয় পঞ্চায়েত ও সরকার থেকে কিছু সাহায্য পেলে ভালো হয়।
>
> **মংলু ওরাওঁ**
> **ক্ষতিগ্রস্ত গৃহকর্তা**

১০ গ্রামে বন্ধ জল জীবন মিশন প্রকল্প

কুশমণ্ডি, ৫ মার্চ : কুশমণ্ডি ব্লকের ৩ নম্বর উদয়পুর পঞ্চায়েতের ১৫টি গ্রামে বন্ধ জল জীবন মিশন প্রকল্প। সেখানে রীতিমতো পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা কাজ মাঝপথে বন্ধ করে চলে গিয়েছে। নলকূপ থেকেও নেই। গ্রামের মানুষকে জল আনার জন্য যেতে হয় এক কিলোমিটার দূরে। মানুষ যেমন ক্ষুব্ধ, সমান ক্ষুব্ধ পঞ্চায়েত প্রধান সাবিত্রী হেমরম।

উদয়পুর গ্রামের রবিন সরকার বলেন, ‘কাজ বন্ধ নিয়ে ঠিকাদারি সংস্থার লোকজনকে প্রশ্ন তাঁরা কোনও উত্তর দিতে পারে না।’ পঞ্চায়েত প্রধান সাবিত্রী হেমরম ক্ষোভের সঙ্গে জানান, ‘২০০৩ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। মাঝপথে কাজ বন্ধ করে চলে যায় ঠিকাদার। এরপর আর তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। উদয়পুর, চণ্ডীপুর, মৌলাই, বাসুদেবপুর চৌষা, ভেলাকুড়ি সহ ১৫টি গ্রামের মানুষ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি বলেন এদিকে খাবার জল না পেয়ে সমস্যায় পড়েছেন গ্রামের মানুষ। এতগুলো গ্রামে খাবার জল পৌঁছে দেওয়া পঞ্চায়েতের পক্ষে কষ্টকর।’

কুশমণ্ডির নয়না দে জানান, ‘জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা আগামী এক মাসের মধ্যে বিদ্যুতের সংযোগের ব্যবস্থা করে জল জীবন মিশন প্রকল্প চালু করবেন। এই সময়ের মধ্যে মানুষের যাতে পানীয় জল নিয়ে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য পুরোনো মার্ক টু নলকূপগুলোকে মেরামতির জন্য প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর থেকেও এই ধরনের বেশ কয়েকটি টিউবওয়েল বসানো হবে।’ সেটা কত দ্রুত হয়, সেদিকেই তাকিয়ে কয়েক হাজার মানুষ।

সুঁই নদীতে প্লাসটিকের হাঁসফাঁস

আমাদের ছোট নদী

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

ইটাহার, ৫ মার্চ : রায়গঞ্জ ও ইটাহার ব্লকের সীমান্তে সুঁই নদী। নদীটি বেশ কয়েকটি সমস্যায় জর্জরিত। এর মধ্যে প্রধান সমস্যা প্লাস্টিক বা বর্জ্য। এছাড়া নদীতে জমেছে পলি, ভাঙছে পাড়। সারাবছর জল থাকে না। গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে উঠেছে কৃষিজমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নদীর জলে মিশে জলকে চাষের অযোগ্য করে তুলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নদীর বাস্তুতন্ত্র।

পাড়াহরিপুর স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নলিনাক্ষ পাল বলেন, ‘জলের গতি কম থাকায় সারাবছর নদীতে পলি জমে। এর ফলে নদী তার স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়েছে। বর্ষায় আশেপাশের এলাকায় বন্যার প্রবণতা তৈরি হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা বিপুল সরকার বলেন, ‘মাত্রাতিরিক্ত ও নিবিড় পদ্ধতিতে উচ্চফলনশীল ধান চাষের জন্য মাটির অনেক গভীর থেকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে জল তোলা হয়। উচ্চমাত্রায় জল উত্তোলন আজ একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদী তীরের ইন্দ্রান, গুলন্দর, ঘেরা, মারনাই অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ ধান চাষ হয়। কৃষকরা সেচের জন্য প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করেন। ফলে, জলস্তর কমছে। এর ফলে ভবিষ্যতে ভয়াবহ সংকট তৈরি হতে পারে।’ ভূবিজ্ঞানীদের দাবি, কৃষিতে অতিরিক্ত

সুঁই কথা

নাগর নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে নাগর নদীতে শেষ দৈর্ঘ্যঃ কমবেশি ২২ কিমি শুখা মরশুমে নদীতে জল থাকে না।

নদীর দুই পাশে চাষাবাদ।

অস্তিত্বের সংকট

- নদীখাত ভরেছে পলিতে
- কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক মিশছে নদীতে
- নদীতে ফেলা হচ্ছে প্লাস্টিক, বর্জ্য। বিপন্ন হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র
- বর্ষায় আশেপাশের এলাকায় বন্যার প্রবণতা

সেচের ফলে মাটির লবণভাব বাড়তে পারে। চাষে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সমস্যাগুলোর সমাধান ও নদীর সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সুঁই নদীকে নিয়ে নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বর্তমান বিধায়ক মোশারফ হোসেন ওই সব পরিকল্পনাকে অত্যন্ত জরুরি মনে করে কাজ করছেন। যাতে সুঁই নদী ইটাহার অঞ্চলের কৃষি ও জীবিকানির্বাহের প্রধান ভিত্তি হতে পারে।

আট মাস ধরে বন্ধ বার্ধক্য ভাতা, বিপাকে দম্পতি

হেমতাবাদ, ৫ মার্চ : ছেলে আলাদা থাকে। সংসার চালাতে ভরসা স্ত্রীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও নিজের বৃদ্ধ ভাতা। অথচ প্রায় আট মাস হয়ে গেল বার্ধক্য ভাতা বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে দিন চলবে, তা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ৬৩ বছরের কাঠমিস্ত্রি নরেন বিশ্বাস।

হেমতাবাদের বাঙালবাড়ির নরেন বিশ্বাস। দু'বছর থেকে ঠিকঠাকই ভাতা পাচ্ছিলেন। ছন্দপতন হল হঠাৎ। গত বছর জুলাই মাস থেকে আচমকা তাঁর ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি ব্যাংকে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকেও সঠিক কোনও কারণ জানতে পারেননি। তারপর তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে যান। সেখান থেকেও ফিরতে হয় হতাশ হয়ে। অবশেষে তিনি হেমতাবাদ বিডিও অফিসের নোডাল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর নির্দেশমতো বুধবার ফের আবেদনপত্র জমা দেন।

নরেনের হতাশা, ‘আট মাস ধরে বার্ধক্য ভাতা বন্ধ। পরিবার নিয়ে ভীষণ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছি। কারণ, বয়স হয়ে যাওয়ায় এখন আর কাঠের কাজ করতে পারি না।’ তাঁর দাবি, ‘আমি সরাসরি কোনও দল করি না। তাও বন্ধ কেন বুঝতে পারছি না।’ বাঙালবাড়ির প্রধান লাইলা আরজুমান বানুর কথায়, ‘ব্যাংক স্টেটমেন্ট জমা না দেওয়ায় নাম কাটা গিয়েছে।’ হেমতাবাদের বিডিও সুদীপ পালের আশ্বাস, ‘কী কারণে বার্ধক্যভাতা মিলছে না, খোঁজ নিয়ে জানাব।’

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত হোটেলকর্মী

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বুধবার সকাল এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ রেলগেটে। মৃত ব্যক্তির নাম নিতাই ভৌমিক (৫৮)। সুভাষগঞ্জ দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি হোটেলে কাজ করতেন। এদিন রায়গঞ্জ মেডিকেলে তাঁর দেহ ময়নাতদন্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অক্সফোর্ডে দিদি

গত ডিসেম্বরেই লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করে ২১ মার্চ লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

হাইকোর্টে মা

পানাগড়ে ইভেন্ট ম্যানেজার সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তাঁর মা তনুশ্রী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় উপযুক্ত তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আসছে অ্যাপ

সরকারি বাসের অবস্থান জানতে অ্যাপ নিয়ে আসছে পরিবহণ দপ্তর। খুব শীঘ্রই অ্যাপটি চালু হয়ে যাবে। এর ফলে বিভিন্ন রুটের বাসের অবস্থান জানা যাবে।

টাকা লুট

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতার বড়বাজারে একটি বেসরকারি সংস্থার অফিসে ঢুকে ১৫ লক্ষ টাকা লুট করে দুষ্কৃতীরা। মালিকের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ওই টাকা নিয়ে চম্পট দেয় তারা।

মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডে অফিস খুলতে তৎপর শুভেন্দু

কলকাতা, ৫ মার্চ : '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরকে সরাসরি নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, সেই লক্ষ্যে এবার মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডে (৭৩ নং ওয়ার্ড) মণ্ডল অফিসের জন্য জমি খুঁজতে নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু। দক্ষিণ কলকাতা বিজেপির দাবি, জায়গা এখনও ঠিক হয়নি। এলাকায় মণ্ডল অফিসের জন্য বিরোধী দলনেতা সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও শুভেন্দু তথা বিজেপির এই উদ্যোগকে 'দেউলিয়া রাজনীতি' বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভোটার তালিকা সাফ করতে মাঠে নামার পর এলাকায় এলাকায় পালটা নজরদারি শুরু করেছে বিজেপি। ভবানীপুর সহ দক্ষিণ কলকাতা লোকসভার অধীন বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম, কলকাতা বন্দর, কসবা, রাসবিহারী ও বালিগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ভোটার তালিকা নিয়ে জেলা ও মণ্ডল নেতৃত্বের সঙ্গে কয়েকদফা বৈঠক করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য বলেন, মঙ্গলবার জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে মণ্ডল নেতৃত্ব ভবানীপুরে তাঁদের দপ্তর না থাকার বিষয়ে বিরোধী দলনেতাকে জানালে শুভেন্দু অধিকারী তাঁদের সহায়তা করার আশ্বাস দেন। তবে মণ্ডল অফিস করতে ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে জমির খোঁজ করার বিষয়টি মানতে চাননি তিনি। ২০১৪-র লোকসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী তথাগত রায়, তৃণমূলের সুব্রত বক্সীর কাছে পরাজিত হলেও, ভবানীপুরে জয়ী হন। ২০১৭ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপির দপ্তর ছিল ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৭৪ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। রাজনৈতিক চাপেই তা বন্ধ হয়ে যায় বলে জেলা বিজেপির দাবি। সর্বশেষ কলকাতা পুরসভা ভোটেও মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডে পিছিয়ে গিয়েছিল তৃণমূল। বিজেপির মতে, এই পরিস্থিতিতে বিজেপির মণ্ডল কার্যালয় খুলতে মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার্ডকে বেছে নিয়ে রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাইছেন শুভেন্দু।

তবে বিজেপি তথা শুভেন্দুর এই উদ্যোগকে পাত্তা দিতে চায় না তৃণমূল। তৃণমূলের দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি দেবাশিস কুমারের মতে, এটা শুভেন্দু ও বিজেপির দেউলিয়া রাজনীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, 'এসব করে আদপে কিছু হবে না। বৃথা চেষ্টা। ভবানীপুরে কেন দক্ষিণ কলকাতায় ওরা একটা নয়, একশোটা অফিস খুলতে পারে। কিন্তু, তাতে ভোটের ফলের কোনও তারতম্য হবে না।'

বন্যা প্রতিরোধে ১৫০ কোটি

কলকাতা, ৫ মার্চ : গতবছর নদীভাঙন ও বাঁধগুলি থেকে হঠাৎ করে বেশি পরিমাণে জল ছাড়ার জন্য রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মাসখানেক আগে ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার জন্য বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান ও হুগলির কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেই কারণে রাজ্যের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। এর জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। দুর্বল বাঁধ মেরামত, পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, বন্যা মোকাবিলার সরঞ্জাম কেনা, সেচ খালগুলির সংস্কার, পাম্পিং স্টেশনগুলি মেরামত করার জন্য এই টাকা ব্যবহার করা হবে। মার্চের মধ্যেই এই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে বলা হয়েছে।

যাদবপুরের বিশৃঙ্খলায় পুলিশকে ভর্ৎসনা বিচারপতির

কোর্টে উল্লেখ পড়শি দেশের

কলকাতা, ৫ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা দেখছে কলকাতা হাইকোর্ট। গোয়েন্দাদের এই ধরনের ভূমিকা থাকলে আগামী দিনে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে পর্যবেক্ষণ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। যাদবপুর কাণ্ডে পুলিশের কখনও অতিসক্রিয়তা, কখনও বা নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের হয়।

বুধবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কীভাবে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এত জমায়েত হল? গোয়েন্দারা ব্যর্থ হলে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত। ওই ভিড় সম্পর্কে কি পুলিশের গোয়েন্দারা জানতেন না? না, মন্ত্রী গোয়েন্দাদের তথ্য গুরুত্ব দেয়নি? ওই সময় নিরাপত্তার গাফিলতি ছিল। ভবিষ্যতে আদালত গোয়েন্দা রিপোর্টও চাইতে পারে।'

তিনি বলেন, 'সাদা পোশাকে মন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশ থাকল না। মন্ত্রীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা বিধি থাকা জরুরি।' তবে আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের বয়ান অনুযায়ী এফআইআর দায়ের না করায় রাজ্যকে তীব্র ভর্ৎসনাও করা হয়।

বিচারপতি উবাচ

- গোয়েন্দারা ব্যর্থ হলে প্রতিবেশী দেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত
- ওই সময় নিরাপত্তার গাফিলতি ছিল। ভবিষ্যতে আদালত গোয়েন্দা রিপোর্টও চাইতে পারে
- সাদা পোশাকে মন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশ থাকল না। মন্ত্রীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা বিধি থাকা জরুরি
- রাজ্যকে অভিভাবকের মতো আচরণ করতে হয়

আবেদনকারী পড়ুয়াদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় ছাত্রদের ওপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পড়ুয়াদের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। বরং শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে ছাত্ররা ইচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য হামলা চালিয়েছে, তা উল্লেখ করেছে পুলিশ। এই অভিযোগ সত্যি নয়।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্তের উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, আহত ছাত্রের বয়ানের ভিত্তিতে কেন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি? মন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিচারপতি বলেন, 'রাজ্যকে অভিভাবকের মতো আচরণ করতে হয়।'

এজি জানান, মন্ত্রীর নিরাপত্তার কারণে বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ছাড়া তাদের ভিতরে রাখা হয়নি। যে সমস্ত অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল তার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগকারীদের পরিচিতি জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু উত্তর না মেলায় এফআইআর রুজু করা হয়নি বলে জানান এজি। বিচারপতি জানিয়ে দেন, অবিলম্বে আহত ছাত্রের বয়ান অনুযায়ী রাজ্যকে এফআইআর রুজু করতে হবে। গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টও জমা দিতে হবে। ১২ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি।

যাদবপুরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা দ্রুত শুনানির জন্য এদিন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের এজলাসেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রধান বিচারপতি এদিনও জানিয়ে দেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে রাজ্যের। তাই এক্ষেত্রে এখনই আদালতের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইন আছে। আইনশৃঙ্খলাজনিত বিষয় হলে পুলিশ পদক্ষেপ করুক।

তবে আবেদনকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি জরুরিভিত্তিতে এই মামলার শুনানির আবেদন খারিজ করে দেন।

অরবিন্দ ভবনের সামনে বিক্ষোভে যাদবপুরের পড়ুয়ারা। - আবির চৌধুরী

হাসপাতালে উপাচার্য, মিছিলে ইন্দ্রানুজের বাবাও

কলকাতা, ৫ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির ধাক্কায় এক ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও উত্তপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। বুধবার বিকাল চারটের মধ্যে উপাচার্যকে আলোচনায় বসতে হবে বলে দাবি জানিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে বলে তাঁর স্ত্রী কেয়া গুপ্ত অভিযোগ করেন। এরপরই তাঁকে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আগেও একবার তাঁর স্ট্রোক হয়েছিল। তাই চিকিৎসকরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

এদিনও সকাল থেকে উত্তপ্ত ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। আন্দোলনরত পড়ুয়াদের দাবি, তাঁদের সঙ্গে উপাচার্য যেহেতু কথা বলেননি, তাই পরবর্তী রণকৌশল নিয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিনও আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জখম ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের বাবা অমিত রায়। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটের বাইরে ধর্নায় বসে ছাত্র পরিষদও।

হাসপাতালের রিপোর্ট অনুযায়ী ইন্দ্রানুজের চোখে ও পায়ের পাতায় আঘাত লেগেছে। কিন্তু মঙ্গলবারই তৃণমূল মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য দাবি করেছিলেন, 'এত বড় গাড়ি চলে গেলে শুধু চোখে আঘাত লাগবে কেন?' এই বিষয় নিয়ে এদিন মুখ খুলেছেন অমিতবাবু। তিনি বলেন, 'কেউ কেউ রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন। আমার অনুরোধ, এটা নিয়ে রাজনীতি করবেন না। আমাদের সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফেরানোর।' এরপরই তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'গাড়ির নীচে চাপা পড়ে আরও বড় ক্ষতি হলে তিনি কি খুশি হতেন?' মঙ্গলবারই ইন্দ্রানুজের বাবা অমিত রায়কে ফোন করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি এই ঘটনায় অনুতপ্ত ও কষ্ট পেয়েছেন।'

তবে উপাচার্য তাঁদের সঙ্গে কথা না বলায় ছাত্রছাত্রীরা যে ভয়ংকর ক্ষুব্ধ, তা এদিন তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা বলেন, 'এর আগেও দেখা গিয়েছে, সারদা, নারদ মামলায় কেউ গ্রেপ্তার হলেই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গিয়েছেন। উপাচার্যের অসুস্থতা কতটা, তা আমরা জানি না। তবে তিনি যে ধরনের ভূমিকা দেখিয়েছেন, তা অভিপ্রেত নয়।'

আজ তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক, থাকছে আইপ্যাক

কলকাতা, ৫ মার্চ : নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূতুড়ে ভোটার ধরতে ৩৫ জনের একটি কোর কমিটি গঠনও করে দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার ওই কোর কমিটি প্রথম বৈঠকে বসছে। সেখানে দলের জেলা সভাপতিরাও উপস্থিত থাকবেন। ওই দিন দুপুরে কলকাতার বাইপাসের ধারে মেট্রোপলিটানে তৃণমূলের কার্যালয়ে এই বৈঠক হবে। বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী সহ শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওই বৈঠকে থাকতে পারেন। কোন জেলায় কত ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তা নিয়ে কোর কমিটির সদস্য ও জেলার সভাপতিরা দলের রাজ্য সভাপতির কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন। ওই রিপোর্টের ভিত্তিতেই দলের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে দেওয়া হবে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত সীমান্তবর্তী এলাকাতেই বেশি ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধান মিলেছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তৃণমূল ভবনের ওই বৈঠকে অনেকদিন পর দলের পরামর্শদাতা আইপ্যাকের লোকেদের থাকার কথা। মাঝে আইপ্যাকের ওপর নেত্রী তেমন গুরুত্ব না দিলেও সদ্য নেতাজি ইন্ডোরে দলের সভায় তাদের কাজে লাগানোর নির্দেশ দেন। তাদের সমীক্ষা কাজে লাগানোর কথাও বলেন। তাদের বিরুদ্ধে দলের কেউ উলটোপালটা কথা যেন না বলেন, এমন হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। তাঁর নির্দেশেই বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের লোকেদের তৃণমূল ভবনে ডাকা হয়েছে। এতে স্বভাবতই খুশি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পছন্দেই মূলত আইপ্যাককে দলের কাজে রাখা হয়েছে। ইন্ডোরের সভায় অভিষেকের উপস্থিতিতে নেত্রীর এই সংক্রান্ত কথায় অভিষেক উৎসাহিত হয়েছেন বলেই তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর।

মার্চের শেষেই বঙ্গ সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

শা'র সফরে চর্চা রাজ্য সভাপতি নিয়ে

কলকাতা, ৫ মার্চ : বিজেপির রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণার মুখে রাজ্যে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সূত্রের খবর, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যে আসতে পারেন শা। এমাসেই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার কথা। স্বাভাবিকভাবেই শা-র এই সফর ঘিরে কৌতূহল তৈরি হয়েছে বিজেপিতে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি দলের সাংগঠনিক নির্বাচন ও রাজ্য সভাপতির নাম চূড়ান্ত করা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ডাকে দিল্লি গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

বিষয়টি সামনে আসে। যদিও শা-র সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি সাংগঠনিক বিষয় বলে তা নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন সুকান্ত। যদিও তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আমরা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন বিষয় জানাই। এটাও সেরকমই ছিল। দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় বাইরে বলার নয়।' এরপর তাঁকে শা'য়ের আসা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, 'এ মাসের শেষের দিকে আসতে পারেন।' এদিকে সুকান্তদের শা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘিরে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে।

অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠকে সুকান্ত মজুমদার ও অমিত মালব্য।

সূত্রের খবর, দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। তবে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠের মতে, অন্যান্য বারের মতো ওই দিল্লি সফর নিয়ে সেভাবে উচ্ছ্বাস দেখাননি বিরোধী দলনেতা।

মঙ্গলবার বিকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে দেখা করেছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। সেই সাক্ষাতের পরই রাজ্যে অমিত শা-র সফরের

বিজেপির একাংশ মনে করছে, রাজ্যে অমিত শা-র সফরের আগেই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হয়ে যাবে। নতুন রাজ্য সভাপতিকে দলের সামনে তুলে ধরতেই রাজ্যে আসছেন শা। দিল্লিতে সংসদের অধিবেশন চলবে ১০ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল। এরই মধ্যে ১৮ থেকে ২৩ মার্চ নাগপুরে আরএসএসের বৈঠক। একটি সূত্রের দাবি, ওই বৈঠকে যোগ দেবেন নবনির্বাচিত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। সেক্ষেত্রে ১৮ মার্চের আগে নাড্ডার উত্তরসূরি হিসেবে দলের সর্বভারতীয় সভাপতির নাম ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সর্বভারতীয় সভাপতির নাম ঘোষণার পরই বাংলায় রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করা হতে পারে বলে মনে করছে দলের একাংশ।

এই আবহে মঙ্গলবার সুকান্ত ও মালব্যের শা-র সঙ্গে বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তবে রাজ্য সভাপতির নাম নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। সভাপতির দৌড়ে থাকা পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলেরা কেউই এখনও নিশ্চিত নন। রাজ্য বিজেপির এক নেতার মতে, রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে যেভাবে আরএসএস এবং বিজেপির টানাপোড়েন চলেছে, তাতে শেষপর্যন্ত শ্যামও রাখি ও কুলও রাখি গোছের কোনও সিদ্ধান্ত নিতেও পারেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

সেক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত বহাল রাখা হতে পারে। বিশেষত মঙ্গলবার শা-র সঙ্গে সাক্ষাতের পর যথেষ্ট উজ্জীবিত সুকান্ত শিবির। যদিও দলের অন্য একটি অংশের মতে, সুকান্তর মেয়াদ বৃদ্ধি কার্যত অসম্ভব। সেক্ষেত্রে তাঁকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হবে।

তবে বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর নাম। তবে যাই হোক না কেন, রাজ্যের নতুন সভাপতির অভিষেককে উপলক্ষ্য করেই যে রাজ্য সফরের পরিকল্পনা করেছেন শা, সেই ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত রাজ্য বিজেপি।

আইনজীবী বদল মমতার

কলকাতা, ৫ মার্চ : বিধায়কদের শপথগ্রহণ ঘিরে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ চারজনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই মামলায় মমতার আইনজীবী হিসেবে ছিলেন সঞ্জয় বসু। বুধবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের এজলাসে ফক্স অ্যান্ড মণ্ডল নামের সলিসিটর সংস্থা জানায়, এবার থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে সওয়াল করবে তারা।

তৈরি হচ্ছে জমির মৌজা মানচিত্র

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ মার্চ : একশো বছর পর রাজ্যের জমির মৌজা মানচিত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। আগেই রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই মানচিত্র তৈরি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এরপরই বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা। তারপরই সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রধান সচিব পদমর্যাদার এক অফিসারের নেতৃত্বে এপ্রিল থেকেই এই মানচিত্র তৈরির কাজ শুরু হবে। তিনটি পর্যায়ে রাজ্যের প্রায় ৪২ হাজার ৩০২টি মৌজার মানচিত্র তৈরি হবে। এর আগে ১৯২৫ সালে এই মৌজা মানচিত্র তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশভাগ হয়েছে। এছাড়াও অনেক পঞ্চায়েত এলাকা পুরসভায় পরিণত হয়েছে। জলা, নীচু ও কৃষিজমি পরিণত হয়েছে বাস্তুজমিতে। ফলে পুরোনো মানচিত্রের সাহায্যে এখন জমি কেনাবেচা করতে অনেক সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া বহু পুরোনো রেকর্ডও ডিজিটাইজেশন করা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাজে স্বচ্ছতা ও সরলতা আনতে নতুন মৌজা মানচিত্র তৈরি করার কাজ শুরু হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সমীক্ষার কাজ হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদিয়া এবং বীরভূম জেলায় সমীক্ষা হবে। তৃতীয় ধাপে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় সমীক্ষা হবে। প্রাথমিকভাবে ৪২,৩০২টি মৌজা থাকলেও অনেক জলাভূমি রয়েছে। আবার অনেক এলাকার শ্রেণিবিন্যাস ঘটেছে। ফলে

এপ্রিলে শুরু হবে কাজ

নতুন করে ৬৮,৪৫৩টি মৌজা তৈরি হতে পারে। ফলে সেক্ষেত্রে এই সংখ্যক মানচিত্রই তৈরি করা হবে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মানচিত্র তৈরির জন্য উপগ্রহ চিত্রের সাহায্য নেওয়া হবে। এছাড়াও ড্রোনের মাধ্যমে ছবি তুলে জিও ট্যাগিং করা হবে। এলাকায় ঘুরে সমীক্ষাও একইসঙ্গে হবে। এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ এলাকার মানচিত্র তৈরি হতে অন্তত দেড় বছর সময় লাগতে পারে। যে সমস্ত জলাভূমি, কৃষি ও নীচু জমি বাস্তুজমিতে পরিণত হয়েছে, সেগুলিরও মানচিত্রে শ্রেণিবিন্যাস করে দেখানো হবে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় অনেক মৌজা রয়েছে, যার এক অংশ এরাজ্যে থাকলেও অন্য অংশ বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। দেশভাগের পর নতুন করে আর মানচিত্র তৈরি না হওয়ায় ওই মৌজার সঠিক তথ্যও ভূমি সংস্কার দপ্তরের হাতে নেই। ফলে জমির চরিত্র বদল ও মিউটেশন করতে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নতুন মানচিত্র তৈরি করা হলে এই সমস্যা আগামীদিনে হবে না।

মালদা টাউন থেকে হোলি স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন হোলি উৎসব উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, নিম্নলিখিত স্পেশাল ট্রেনগুলি নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবে ঃ

০৩৪৩৫/০৩৪৩৬ মালদা টাউন-আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - আনন্দ বিহার টার্মিনাল			(০৩৪৩৫) (০৩৪৩৬)	আনন্দ বিহার টার্মিনাল - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
১৭.০৩.২০২৫	–	০৯.৩০	↓ মালদা টাউন	২৩.৩০	–	১৯.০৩.২০২৫
	১২.৫১	১২.৫৬	ভাগলপুর	১৮.৪৫	১৮.৫০	
	১৪.০৮	১৪.১৩	জামালপুর	১৭.২৫	১৭.৩০	
১৮.০৩.২০২৫	১৩.৩০	–	আনন্দ বিহার (টি) ↑	–	১৫.৪৫	১৮.০৩.২০২৫

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বারহারওয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, পীরপৈন্তী, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল জংশন, মোকামা, বখতিয়ারপুর জংশন, পাটনা জংশন, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ ও গোবিন্দপুরী স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪৩৫ – ১৭.০৩.২০২৫ (সোমবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **আনন্দ বিহার (টি) থেকে** ০৩৪৩৬ – ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০২টি, এসি ৩-টিয়ার – ০৬টি, স্লিপার ক্লাস – ০৮টি, ২য় শ্রেণী (এলএস) – ০৪টি, এলএসএলআরডি – ০১টি ও পাওয়ার কার – ০১টি = ২২টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪২৫/০৩৪২৬ মালদা টাউন - পুনে - মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - পুনে			(০৩৪২৫) (০৩৪২৬)	পুনে - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
২১.০৩.২০২৫	–	১৭.৩০	↓ মালদা টাউন	১৬.৩০	–	২৫.০৩.২০২৫
	২২.৩০	২২.৪০	ভাগলপুর	১২.৩৫	১২.৪৫	
২২.০৩.২০২৫	০০.১৫	০০.২০	জামালপুর জংশন	১১.১৫	১১.২০	
	০৯.৪৫	০৯.৫০	প্রয়াগরাজ ছিওকী	২৩.০০	২৩.০৫	২৪.০৩.২০২৫
২৩.০৩.২০২৫	১১.৩৫	–	পুনে ↑	–	২২.০০	২৩.০৩.২০২৫

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বারহারওয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল জংশন, মোকামা, বখতিয়ারপুর জংশন, পাটনা জংশন, দানাপুর, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, মানিকপুর জংশন, সাতনা, কাটনি, জবলপুর, পিপারিয়া, ইটারসি জংশন, ভুসাবল জংশন, জলগাঁও জংশন, মনমাড় জংশন ও দৌন্ড কর্ড লাইন স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪২৫ – ২১.০৩.২০২৫ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **পুনে থেকে** ০৩৪২৬ – ২৩.০৩.২০২৫ (রবিবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০১টি, এসি ৩-টিয়ার – ০৪টি, স্লিপার ক্লাস – ০৯টি, ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০৩টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ১৯টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪৩০/০৩৪২৯ মালদা টাউন-চর্লাপল্লী-মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - চর্লাপল্লী			(০৩৪৩০) (০৩৪২৯)	চর্লাপল্লী - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
১৮.০৩.২০২৫	–	১৮.১০	↓ মালদা টাউন	০৫.১০	–	২২.০৩.২০২৫
	১৯.৫৭	২০.০২	রামপুরহাট	০০.৫৩	০০.৫৮	
	২১.৩৭	২১.৩৯	বর্ধমান	২২.৫০	২২.৫২	২১.০৩.২০২৫
১৯.০৩.২০২৫	২২.৩৮	২২.৪৩	ডানকুনি	২১.৫৫	২২.০০	
	০১.১৫	০১.২৫	খড়গপুর	১৮.৪৫	১৮.৫৫	
	০৬.২০	০৬.২৫	ভুবনেশ্বর	১২.২০	১২.২৫	
	২২.০০	২২.১০	বিজয়ওয়াড়া জংশন	২২.২৫	২২.৩৫	২০.০৩.২০২৫
২০.০৩.২০২৫	০৪.০০	–	চর্লাপল্লী ↑	–	১৬.৫০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বোলপুর শান্তিনিকেতন, আন্দুল, বালাসোর, ভদ্রক, কটক, খোরধা রোড, ব্রহ্মপুর, শ্রীকাকুলাম রোড, বিজয়নগরম জংশন, কোট্টাভালাসা, পেন্দুর্তি, উত্তর সিমহাচলম, দুব্বাডা, সামালকোট, রাজামুন্দ্রী, গুন্টুর, সত্তেনপল্লী, পিড়ুগুরাল্লা, নডীকুডী, মির্যালগুড়া, নলগোন্ডা ও পগিডিপল্লী স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪৩০ – ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ০১টি ট্রিপ এবং **চর্লাপল্লী থেকে** ০৩৪২৯ – ২০.০৩.২০২৫ (বৃহস্পতিবার) = ০১টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০১টি, এসি ৩-টিয়ার – ০২টি, স্লিপার ক্লাস – ১০টি, ২য় শ্রেণী (এলএস) – ০৫টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ২০টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪১৭/০৩৪১৮ মালদা টাউন - উধনা - মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - উধনা			(০৩৪১৭) (০৩৪১৮)	উধনা - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
১৬.০৩.২০২৫ ২২.০৩.২০২৫	–	১২.২০	↓ মালদা টাউন	০২.৫৫	–	২০.০৩.২০২৫ ২৬.০৩.২০২৫
	১৩.১৭	১৩.১৯	বারহারওয়া জংশন	০১.০৮	০১.১০	
	১৫.৩৫	১৫.৪৫	ভাগলপুর	২২.২৫	২২.৩৫	১৯.০৩.২০২৫ ২৫.০৩.২০২৫
১৭.০৩.২০২৫ ২৩.০৩.২০২৫	০৯.৫৫	১০.০৫	জবলপুর	০২.৩০	০২.৪০	
	১৮.৫৫	১৯.০০	ভুসাবল জংশন	১৮.৫০	১৮.৫৫	১৮.০৩.২০২৫ ২৪.০৩.২০২৫
১৮.০৩.২০২৫ ২৪.০৩.২০২৫	০০.৪৫	–	উধনা ↑	–	১২.৩০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর জংশন, অভয়পুর, কিউল জংশন, বখতিয়ারপুর জংশন, পাটনা জংশন, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ ছিওকী, মানিকপুর জংশন, সাতনা, কাটনি, পিপারিয়া, ইটারসি জংশন, অমলনের, দোন্ডাইচা, নন্দুরবার, নওয়াপুর, ভ্যারা ও চলথান স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪১৭ – ১৬.০৩.২০২৫ (রবিবার) ও ২২.০৩.২০২৫ (শনিবার) = ০২টি ট্রিপ এবং **উধনা থেকে** ০৩৪১৮ – ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) ও ২৪.০৩.২০২৫ (সোমবার) = ০২টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০১টি, এসি ৩-টিয়ার – ০৩টি, স্লিপার ক্লাস – ১০টি, ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০৬টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ২২টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৪১৩/০৩৪১৪ মালদা টাউন - দিল্লি - মালদা টাউন হোলি স্পেশাল ট্রেন

মালদা টাউন - দিল্লি			(০৩৪১৩) (০৩৪১৪)	দিল্লি - মালদা টাউন		
চলার তারিখ	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	চলার তারিখ
১৫.০৩.২০২৫ ১৮.০৩.২০২৫	–	০৭.০০	↓ মালদা টাউন	১৭.৩০	–	১৭.০৩.২০২৫ ২০.০৩.২০২৫
	১০.৫০	১১.০০	ভাগলপুর	১২.৪৫	১২.৫৫	
	১২.২০	১২.২৫	জামালপুর জংশন	১১.০০	১১.০৫	
১৬.০৩.২০২৫ ১৯.০৩.২০২৫	০২.০০	০২.০৫	কানপুর সেন্ট্রাল	১৯.৪০	১৯.৪৫	১৬.০৩.২০২৫ ১৯.০৩.২০২৫
	১০.৩৫	–	দিল্লি ↑	–	১৩.৩৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা জংশন, বারহারওয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, কাহালগাঁও, সুলতানগঞ্জ, বরিয়ারপুর, ধরহরা, অভয়পুর, কজরা, কিউল জংশন, লক্ষ্মীসরাই জংশন, বরহিয়া, হাথীদা জংশন, মোকামা, বাঢ়, বখতিয়ারপুর জংশন, খুসরোপুর, ফতুহা, পাটনা সাহিব, পাটনা জংশন, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন ও প্রয়াগরাজ স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের দিন ঃ মালদা টাউন থেকে** ০৩৪১৩ – ১৫.০৩.২০২৫ (শনিবার) ও ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ০২টি ট্রিপ এবং **দিল্লি থেকে** ০৩৪১৪ – ১৬.০৩.২০২৫ (রবিবার) ও ১৯.০৩.২০২৫ (বুধবার) = ০২টি ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার – ০১টি, এসি ৩-টিয়ার – ০৪টি, স্লিপার ক্লাস – ০৯টি, ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০৩টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ১৯টি কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৮৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২১ ফাল্গুন ১৪৩১

সিপিএমের চর্বিতচর্বণ

প্রকাশ কারাতের আবার সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে সীতারাম ইয়েচুরির প্রয়াণের পর থেকে তিনি যেভাবে দেশের বৃহত্তম বামপন্থী দলটির রাশ হাতে নিয়েছেন, তাতে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, কারাতই এখন সিপিএমের সর্বেসর্বা। দলের যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর হাতে চলে আসায় সিপিএম আবার কারাতের পুরোনো নীতি মেনে চলতে শুরু করেছে।

অন্তত দুটি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সেই প্রবণতা মারাত্মকভাবে ফুটে উঠেছে। প্রথমটি, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারকে নব্য ফ্যাসিবাদী বলে আখ্যা না দেওয়া ও দ্বিতীয়টি, কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট নিয়ে প্রবল আপত্তি তোলা। এপ্রিল মাসে সিপিএমের ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের আগে দলের রাজ্য কমিটিগুলিকে পাঠানো নোটে সিপিএম মন্তব্য করেছে, ১০ বছরের মোদি জমানায় নব্য ফ্যাসিবাদী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলেও তাকে পুরোপুরি ফ্যাসিবাদী বা নব্য ফ্যাসিবাদী বলা যায় না। দলের রাজনৈতিক প্রস্তাবে কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক জোট গঠনেও আপত্তি জানানো হয়েছে।

বিজেপির বিরোধিতায় কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম। পুরোপুরি ভেস্তে না গেলেও খাতায়-কলমে এখনও 'ইন্ডিয়া' জোটের অস্তিত্ব আছে। জোটে সিপিএমও রয়েছে। তারপরও কারাতের নেতৃত্বে এহেন ভোল বদল স্পষ্ট। ইয়েচুরি কংগ্রেসের শ্রেণিচরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুললেও বিজেপি বিরোধিতায় হাত শিবিরের পাশে ছিলেন। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় কেরলে সিপিএম-কংগ্রেসের আকচা-আকচি স্বাভাবিক। কিন্তু বিজেপি-আরএসএস এবং কংগ্রেস সম্পর্কে সিপিএমের নতুন মূল্যায়নে কেরলেই দলের পরিণতি যাই হোক, দেশের মানচিত্রে লাল রং আরও ফিকে হতে পারে।

প্রধান প্রতিপক্ষ নির্ধারণে এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে সিপিএমের প্রতি মানুষের আস্থা রাখা কঠিন। রাহুল গান্ধির মতে, দেশে বর্তমানে দুটি মতাদর্শের লড়াই চলছে। একটি বিজেপি-আরএসএসের, অন্যটি কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটের। রাহুলের এই সুর আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনদের গলায়ও আছে। কিন্তু কারাতরা কংগ্রেসের শ্রেণিচরিত্র নির্ধারণে বেশি সময় ব্যয় করছেন।

কারাত অতীতেও কংগ্রেস ও বিজেপির থেকে সমদূরত্বের নীতি নিয়েছিলেন। তাতে সিপিএমের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। তাঁর আমলেই ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করে ইউপিএ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছিল সিপিএম। তবে তারপরে ইয়েচুরি জমানায় সেই অবস্থান থেকে সরেছিল সিপিএম। ইয়েচুরির অবর্তমানে সেই কাজটি এবার বিনা বাধায় এগোচ্ছে।

ফ্যাসিবাদ প্রশ্নে সিপিএমের এই লাইন নিয়ে সিপিআই, সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের মতো বাম দলগুলিও সমালোচনা করেছে। আবার কংগ্রেসের হাত ধরতে তৃণমূল, আপ, সপা'র মতো সিপিএমও আপত্তি তুলেছে। তবে ওই তিনটি আঞ্চলিক দলের সঙ্গে সিপিএমের তুলনা হয় না। পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশে ওই দলগুলির মূল লড়াই বিজেপির সঙ্গে। হাত শিবির এখন নিজেদের শক্তি যাচাইয়ে দেশের সর্বত্র একক ক্ষমতায় লড়াই করতে চায়।

সিপিএমও নিশ্চয়ই একলা চলার রাস্তা বেছে নিতে পারে। যে কোনও দলের অবস্থান ঠিক করার অধিকার আছে। কিন্তু বাস্তবটা না বুঝলে আখেরে সেই দলের লোকসান। কেরল বাদে সিপিএমের গর্ব করার মতো শক্তি আর কোনও রাজ্যে নেই। কেরলে আবার সিপিএমের মূল প্রতিপক্ষ কংগ্রেস। ত্রিপুরায় বিজেপির বিরুদ্ধে লালঝান্ডাধারীরা দাঁতও ফোটাতে পারে না। ফলে বিজেপি-আরএসএস বিরোধী শক্তি হিসেবে সিপিএমের ক্ষমতা এবং দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ আছে।

এই অবস্থায় কারাত লাইনে সিপিএমের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, তামিলনাড়ু, বিহার এবং জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিপিএমের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক হওয়ায় সিপিএমের দ্বিচারিতা স্পষ্ট। এতে সিপিএমের চরিত্র নিয়ে জনমনে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। কিছু বস্তাপচা ধারণা আঁকড়ে সিপিএম নিজেদের বড় বিপ্লবী দল প্রমাণ করতে মরিয়া। কিন্তু দেশের রাজনীতির বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে জনতার দরবারে ঠাঁই পাওয়া মুশকিল।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছে। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

– শ্রীশ্রী রবি শংকর

বাংলার ভাষাবাজারে বাস্তবের ছবি

'দ্রাবিড়ীয়' ভাষা বলতে বাংলায় ৭টি ভাষার ব্যবহার হয়। কুরুখ, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কিসান, মাল্টো ও কন্নড়।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

ফেব্রুয়ারি মাসের বাংলা ভাষা বিষয়ক সমারোহগুলো প্রায় শেষ। 'হিংলিশ মিডিয়াম' পশ্চিমবঙ্গে এবার এই শৌখিন ভাষা-রোমান্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলা ভাষার ধ্রুপদি তকমা নিয়ে সেলিব্রেশন! এসব নিয়ে আমরা, নাগরিক বাঙালিরা গত প্রায় ছ'মাস বেশ আবেগতাড়িতই ছিলাম। এখন শীত শেষ, সেলিব্রেশনও প্রায় শেষ। এই সুযোগে বাংলার ভাষা-পরিস্থিতির বাস্তবতা নিয়ে কিছু কথা হোক! এটা প্রথমেই মনে রাখলে সুবিধে হবে যে, শুধু বাংলা ভাষাই পশ্চিমবাংলার ভাষা নয়, এই বাংলা, ভারতের একটি অন্যতম বহুভাষিক রাজ্য। জনগণনার সর্বশেষ সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, এ রাজ্যে ১১২টি ভাষার ব্যবহার আছে এবং এইসঙ্গে আছে আরও ২০১টি বুলি বা মাতৃভাষার ব্যবহার। এই বুলি বা মাতৃভাষারা সেই অর্থে সরকারি ফোকাস বা সমাজের মূল ভাষা-স্রোতের বাইরে দিয়ে চলে। ১০ হাজারের কম লোক কথা বলে এরকম বুলিকে সেন্সাসও আলাদা করে অধ্যয়ন করে না। ফলে মাঠে-ঘাটে-গ্রাম-বস্তিতে ছড়িয়ে থাকা এরকম অনেক বুলি বা মাতৃভাষার বিশদ খবর সেন্সাসও দিতে পারে না।

যাই হোক, জনগণনার সর্বশেষ তথ্যে ঠাসা বাংলার ভাষা-পরিস্থিতি নিয়ে সংকলিত ভারতীয় সেন্সাস সংগঠনের নতুন 'ভাষা-মানচিত্র : ২০১১' বা 'ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাটলাস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল : ২০১১' প্রকাশিত হয়েছে যা তার তথ্যভাণ্ডারের জন্য নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার, মানে পশ্চিমবাংলার ভাষা নিয়ে কিছু বলা ও লেখার আগে এই অ্যাটলাসে চোখ বুলিয়ে নেওয়া নানা কারণে জরুরি।

সেন্সাসের এই নতুন তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১১-র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ২২টি 'ভারতীয়-আর্য' বংশীয় ভাষার ব্যবহার আছে এবং এর মধ্যে বাংলাই প্রধান (৮৯.২১ শতাংশ)। বাংলার পরেই রয়েছে যথাক্রমে হিন্দি (৭.২০ শতাংশ), উর্দু (১.৮৯ শতাংশ) ও নেপালির (১.৩১ শতাংশ) স্থান। এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হল, দার্জিলিং ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারতীয়-আর্য ভাষার বাচক তুলনামূলকভাবে সবচাইতে কম। কেন কম? এই দুটি জেলায় ভারতীয়-আর্য ভাষা কল্কে পাচ্ছে না কেন? খবরগুলো জানার পর এসব প্রশ্ন উঠবে!

বাংলার 'দ্রাবিড়ীয়' ভাষা বলতে ৭টি ভাষার ব্যবহারের কথা জানা যাচ্ছে। সেগুলো হল, কুরুখ, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কিসান, মাল্টো ও কন্নড়। গোটা বাংলার নিরিখে এদের সম্মিলিত অনুপাত মাত্র ০.৩৪ শতাংশ- এটা যেমন জানা যাচ্ছে, আবার এসব ভাষাভাষীরা বাংলার কোন কোন অঞ্চলে থাকেন, তাদের দ্বিভাষীকতা বা ত্রিভাষীকতার হার কেমন, সেন্সাসের তথ্য থেকে সেগুলোরও খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে।

পশ্চিমবাংলায় 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক' ভাষাভাষীরা যে এখন মোট জনসংখ্যার ২.৮৪ শতাংশ সেটা এত স্পষ্ট করে এই রিপোর্টটি হাতে না পেলে জানা যেত না! এটা আবারও পরিষ্কার হল যে সাঁওতালরাই এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে নিরঙ্কুশ ও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। ৯৩.৭৮ শতাংশ। প্রসঙ্গত, সাঁওতাল, মুন্ডা, কোড়া, শবর, ভূমিজ, খারিয়া, হো, কোরওয়া- এইসব জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষা-পরিবারের সঙ্গে বাংলা ভাষার নিকট সম্পর্কের কথা সুবিদিত।

এবার বাংলায় 'ভোট-বর্মী' ভাষার কী পরিস্থিতি? জনগণনার তথ্য জানাচ্ছে, বাংলায়, ২০১১ সালের সেন্সাসের হিসেবে মোট ৬১টি ভোট-বর্মী বংশীয় ভাষার ব্যবহার আছে এবং তাদের সম্মিলিত বাচকসংখ্যা, ৯১,৭৯৩। রাজ্যের জনসংখ্যায় অনুপাতের হিসেব, মাত্র ০.১০ শতাংশ। ভোট-বর্মী মানে টিবেটো-বার্মিজ! মানে ওইসব ভোটিয়া, বোড়ো, গারো, লেপচা, লিম্বু, রাভা, রাই, শেরপা, তামাং ইত্যাদি। এরা সংখ্যায় খুব প্রভাবশালী না হলেও সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত রঙিন, বর্ণময়! বলাই বাহুল্য, এদের মধ্যে উত্তরবঙ্গের অতি প্রাচীন জনগোষ্ঠী, বোড়ো অন্যতম। জানা গেল এ রাজ্যের মোট বোড়োভাষীর সংখ্যা, ৪২,৪৯২।

আরেকটি মজার খবর সামনে এসেছে! সেটা হল, ২০১১-র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মোট বাংলাভাষীর সংখ্যা, ৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৫২ জন। সেটা ঠিক আছে। কিন্তু মজাটা হচ্ছে, এদের বেশিরভাগই দক্ষিণবঙ্গবাসী। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের মধ্যে সাকুল্যে ১৫.৪৭ শতাংশ হল উত্তরবঙ্গবাসী! এটা একেবারে তিনসত্যি! সম্ভবত এ কারণেই বাংলা ভাষার সমকালীন সাহিত্য, সংস্কৃতিতে এখনও কলকাতাই ভরকেন্দ্র! পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির ১৭ জন সদস্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন, একজনও উত্তরবঙ্গের লোক নেই!

আরেকদিকে, এটা জানাই ছিল যে দার্জিলিং ছাড়া উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বাংলা এক নম্বর ভাষা (দার্জিলিংয়ে নেপালি হল নম্বর ওয়ান)। নতুন গবেষণা, সেটা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এও জানিয়ে দিচ্ছে যে, উত্তরের ৩টি জেলায়, অর্থাৎ কোচবিহার, অবিভক্ত জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে হিন্দি দ্বিতীয় ভাষা হলেও, এখনও এদিককার দুটি জেলায়, অর্থাৎ দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় সাঁওতালি এবং শিলিগুড়ি মহকুমার কল্যাণে অবিভক্ত দার্জিলিং জেলায় বাংলাই দ্বিতীয় ভাষা। কোচবিহার ও অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলা ও হিন্দির পাশাপাশি নেপালি তৃতীয় স্থানে- এটা যেমন বাস্তব, তেমনি উত্তর দিনাজপুরে উর্দু এখন তৃতীয় ভাষা। এই খবরটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়! উত্তর দিনাজপুর জেলায় উর্দুভাষীদের জনসংখ্যা যে প্রায় ৩ লক্ষের কাছাকাছি (সংখ্যাটি তাও অন্তত এক যুগ আগের!) সেটা আমাদের অনেকেরই সম্ভবত জানা ছিল না! সেন্সাসের এই নতুন তথ্যভাণ্ডারে বাংলার ভাষা সংসারের অনেক মণিমুক্তা লুকিয়ে আছে। সেগুলো নিয়ে পৃথক পৃথক গল্পও হতে পারে! যেমন, যদি প্রশ্ন ওঠে, উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যায় বাংলাভাষীর অনুপাত কত? ২০১১-র সেন্সাস জানাচ্ছে, ৭৪.৯৮ শতাংশ। গোটা রাজ্যের ক্ষেত্রে? তাদের স্পষ্ট উত্তর, ৮৬.২২ শতাংশ। এই ব্যাপারটাতে অসম, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের দিকে তাকালে আমাদের কিঞ্চিৎ শ্লাঘা বোধ হতে পারে। কারণ অসমে ৪৮.৩৮ শতাংশ অসমিয়া, ওড়িশায় ৮২ শতাংশ ওড়িয়া, মহারাষ্ট্রে ৬৯.৯৩ শতাংশ মারাঠি ও কর্ণাটকে ৬৭ শতাংশ কন্নড় ভাষায় কথা বলে। মণিপুরেও মেইতেই ভাষার বাচকসংখ্যা ৮৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দিভাষী কত? উত্তর হল, জনসংখ্যার ৬.৯৬ শতাংশ। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে কি অনুপাতটি একইরকম? পরিষ্কার উত্তর, না। উত্তরবঙ্গে হিন্দিভাষীর অনুপাত রাজ্যের অনুপাতের চাইতে বেশি। ১০.৯২ শতাংশ। গোটা রাজ্যে নেপালিভাষী কত শতাংশ? সরকারি তথ্য থেকেই আমরা জানতে পাচ্ছি, ১.২৭ শতাংশ। হিমালয়সানুর উত্তরবঙ্গে? হ্যাঁ, অবশ্যই একটু বেশি! ৬.৫১ শতাংশ। এক যুগ পুরোনো হলেও এসব তথ্য নিয়েই আমাদের চলতে হবে কারণ, ২০১১-র পরে ভারতে এখনও পর্যন্ত কোনও নতুন সেন্সাস হয়নি। আরেকটি তফশিল-স্বীকৃত ভাষা, সাঁওতালি। এ ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের ২.৬৬ শতাংশ মানুষ কথা বলে। অথচ, সেন্সাসের তথ্য অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে সাঁওতালি ভাষায় কথা বলেন এদিককার জনসংখ্যার ২.৮৯ শতাংশ। খুব স্বাভাবিকভাবেই দুই দিনাজপুর ও মালদার বিরাট সাঁওতাল জনসংখ্যাই এর মূলে বলে মনে হয়! উত্তরবঙ্গে উর্দুভাষী কত? সেন্সাসের উত্তর, ১.৭৯ শতাংশ। এই অনুপাত গোটা রাজ্যের চাইতে সামান্য কম। গোটা পশ্চিমবঙ্গের উর্দুভাষীর অনুপাত হল, ১.৮২ শতাংশ।

এবার সরকারি তথ্য ঘেঁটে ঘেঁটে বাংলার জনজাতীয় ভাষাগুলোর যে বাস্তব চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তার খানিকটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই খবরে আনন্দ আছে বিষাদও আছে! প্রথম খবর, উত্তরবঙ্গে 'কিসান' জনজাতির ৮৯.৩২ শতাংশ মানুষ নিজেদের মাতৃভাষায় আর কথা বলে না! তেমনি আরেকটি ছোটনাগপুরীয় সম্প্রদায় 'কোড়া'-দের ৫৫.৮৯ শতাংশ কোড়া ভাষা পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছে! বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট জনজাতিগোষ্ঠী, ওরাওঁদেরও ভেতরে ভেতরে সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটছে। সেন্সাসের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, তাদের মধ্যে ৭১.৩১ শতাংশ বিভিন্ন কারণে এখন আর তাদের মাতৃভাষা, 'কুরুখ' বলে না, অর্থাৎ বলা ভালো, কুরুখ পছন্দ করে না! কেন করে না, কোন পরিস্থিতিতে তারা অন্য ভাষামুখী হচ্ছেন, সেগুলোর সুলুকসন্ধান করাটা আশা করি এবার জরুরি হয়ে উঠবে। সেন্সাসের তথ্য পর্যালোচনা করে এই প্রথম জানা গেল পাহাড়ি সম্প্রদায়গুলোর ভাষা-পরিস্থিতির কার্যত টালমাটাল অবস্থা! জেনে আশ্চর্য হতে হয় যে, পাহাড়ের অন্যতম বর্ণময় জাতি লেপচাদের মধ্যে মাত্র ২৫.৪৪ শতাংশ এখন তাদের মাতৃভাষা, লেপচা ব্যবহার করে। বাকি সিংহভাগ লেপচার মনন ও চিন্তন এখন অন্য এক বা একাধিক ভুবনায়িত ভাষার দিকে। ৯৩.৭৯ শতাংশ ভোটিয়া, ৯৮.০১ শতাংশ লিম্বু ও ৯৭.৩৯ শতাংশ তামাং জনজাতির মানুষ তাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করেছে বলে খবর! এই খবর এই প্রতিবেদকের নয়, সরকারি সেন্সাস সংগঠনের! উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতি নিয়ে বাংলার বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও লোকসংস্কৃতিমনস্করা প্রায়শই উৎসাহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে তলে তলে যে তাদেরও ৪৫ শতাংশ মানুষ 'কোচা-ক্রৌ' বা রাভা ভাষা ত্যাগ করে বসে আছে, ২০১১-র সেন্সাসের তথ্য সামনে না এলে সেটা জানাই যেত না! হ্যাঁ, এরই মধ্যে যাঁরা নিজেদের ভাষা বজায় রেখে ভুবনায়িত পৃথিবীর সঙ্গে ছন্দ-তাল মিলিয়ে বুক চিতিয়ে লড়ে যাচ্ছেন। তাঁরা হলেন, অস্ট্রো-এশিয়াটিক সাঁওতাল ও ভূমিজ আর ভোট-বর্মী বোড়ো ও গারো সম্প্রদায়! এঁদের একশো শতাংশ মানুষ নিজেদের মাতৃভাষাকে ধরে রেখেছেন, এটাই সরকারি সূত্রের খবর! এই ভাষাবাজারে এই ভাষা-পরাক্রম! মাতৃভাষা রক্ষার এই জনজাতীয় শক্তি! এ বিষয়টাও নিশ্চয়ই কেউ কেউ ভাববেন!

লেখাটি শেষ করতে হচ্ছে বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকারের একটি সাম্প্রতিক কথা দিয়ে। বাংলার ভাষা-পরিস্থিতি সম্পর্কে গত ৭ সেপ্টেম্বর পবিত্রবাবু এই লেখককে বলেছিলেন, 'গবেষণা বা উদযাপনের মাধ্যমে ভাষাকে বাঁচানো যায় না। ভাষাকে সর্বদা জ্যান্ত রাখতে হয়। তাহলে ভাষা বাঁচে!'

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

আজ

১৫০৮

মোগল সম্রাট হুমায়ুনের জন্ম আজকের দিনে।

১৮১২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

আলোচিত

ভারত আমাদের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। এই ব্যবস্থা আমেরিকার প্রতি ন্যায্য নয়, কখনোই ছিল না। এবার আমাদের পালা। ২ এপ্রিল থেকে আমরা পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করব। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চিন, ব্রাজিল যত শুল্ক আরোপ করবে, আমরা তত করব।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

চিনে যন্ত্রমানবদের কদর বাড়ছে। কখনও তারা মানুষের সঙ্গে নাচছে, কখনও রেস্তোরাঁয় খাবার পরিবেশন করছে। এবার গুয়াংডংয়ে রোবটকে পুলিশের পোশাকে রাস্তায় টহল দিতে দেখা গিয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে সে কথাও বলছে। ভাইরাল রোবট পুলিশ।

ভাইরাল/২

রাজস্থানের রাজসমন্দের একটি হোটেলে খাওয়াদাওয়ার বিল মেটাতে ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে এক তরুণ হঠাৎ মাটিতে পড়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ভিডিওটি ভাইরাল।

জনমন

জনমত

আলুয়াবাড়ি নামে আপত্তি

২৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'উত্তরের খোঁজে' কলামে রূপায়ণ ভট্টাচার্যের লেখা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। রূপায়ণবাবু ইসলামপুর শহরের বাসিন্দা নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শহরের বিশেষ একটি সমস্যার উপর এমনভাবে আলোকপাত করেছেন, যেন তিনি এ শহরেরই নাগরিক। তাঁর প্রতিবেদন যেন সজোরে ইসলামপুরবাসীকে সজোরে কষাঘাত করল।

আমরা অতীতে প্রতিবাদ করেছি, এখন আর করি না। আমরা রেল দপ্তরকে অনেকবার ক্ষোভ জানিয়েছি। এখন আর জানাই না। এমন একটা নিস্পৃহতার বাতাবরণ গোটা শহরজুড়েই রয়েছে। 'আমার কী প্রয়োজন' ভেবে আমার কর্তব্য ঠিকমতো করি না, উলটে সমালোচনা করি। আর এটাই আমাদের রেওয়াজ।

কয়েকদিন আগে আলুয়াবাড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ একটি দূরপাল্লার ট্রেনের দরজায় দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে অন্য এক সহযাত্রী ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ট্রেনটা কোন স্টেশনে দাঁড়াল'। আলুয়াবাড়ি নাম শুনেই তিনি মুখটা ব্যাজার করে বললেন, 'এটা একটা নাম হল?' আমরাও কলকাতা থেকে আসার সময় কোনও সহযাত্রীকে বলি না আলুয়াবাড়িতে নামব। বলি এনজেপির আগের স্টেশনে নামব। এই নামটা নিয়ে লজ্জাবোধ করি শুধু নয়, শহরের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নাম বছরের পর বছর আমাদের বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামপুর টাউন স্টেশন নামকরণের জন্য ইতিমধ্যে নাগরিক মঞ্চ ও অন্যান্য সংস্থা থেকে রেলবোর্ডকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। এর পেছনে রেল কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী আমাদের উদাসীনতা।

সঞ্জীব বাগচী, ইসলামপুর।

সব ভাষাকেই সম্মান জানানো উচিত

সম্প্রতি দক্ষিণবঙ্গের নদিয়ার চাপড়ায় একটি বাংলা মিডিয়াম স্কুলে কামতাপুরি ভাষার সহজপাঠ বইটি নিয়ে বেশ বিতর্ক হয়েছে। এই বই বিতর্ক নিয়ে সেখানকার একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে আমাদের কামতাপুরি ভাষাকে ভুলভাল ভাষা বলে বাইট দিয়েছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। ভাষা সবার নিজ নিজ আত্মসম্মানের, সেটা যে জনজাতিরই হোক না কেন। এভাবে কোনও ভাষাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য মনে করা যায় কি? আমাদের ভাষা কামতাপুরি বলে কি ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, নেপালিকে ভুলভাল ভাষা বলা যাবে কি? নিজের মায়ের ভাষা সবার কাছে দুগ্ধসমান। নিজের ভাষার পাশাপাশি সবার ভাষাকেই সম্মান জানানো উচিত।

যদুসূদন রায়, সাতভেন্ডি, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গৃহবন্দি লক্ষ্মীরা সরস্বতীর কৃপায় বহির্মুখী

সামনেই নারী দিবস। বৈদিক যুগে শিক্ষাদীক্ষায় নারী-পুরুষের সম অধিকার ছিল। বৌদ্ধযুগে নারীদের স্থান ছিল গৌরবের।

কল্যাণী চক্রবর্তী

বিশ্ব চরাচরের অমোঘ নিয়মে সৃষ্টি-সভ্যতার মূলে রয়েছে নর ও নারী। দৈবযুগে সকল কার্য সাধিত হয়েছে হরপার্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণের সম্মিলিত প্রয়াসে। বৈদিক যুগে শিক্ষাদীক্ষা শাস্ত্রপাঠে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। বৌদ্ধযুগে নারীদের স্থান ছিল গৌরবের। ঘোর অমানিশায় নারীর জীবন অতিবাহিত হয় মধ্যযুগে। নারীর অবয়ব, লজ্জা, নম্রস্বভাব, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতিকে হাতিয়ার করে প্রতাপশালী পুরুষসমাজ নারীকে গৃহবন্দি করে স্বাধীনতা ও প্রগতি স্তব্ধ করে দিলেন। নারীর জন্য কতগুলো অমানবিক প্রথাও নির্ণীত হল--- বাল্যবিবাহ, পণ, কৌলীন্য, বহুবিবাহ (এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী বর্তমান), নির্মম সতীদাহ ইত্যাদি। উসকানিদাতা ব্রাহ্মণসমাজ নারীর কোমল হৃদয় বিগলিত করতে শাস্ত্র ও বিধিলিখনের দোহাই দিয়ে প্রথাগুলোকে নির্দয়ভাবে কার্যকর করত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পণপ্রথা তীব্র আকার ধারণ করে। দাবিমতো পণ না পেলে পতিগৃহে বালিকা বধূদের অসহ্য নির্যাতন সহ্য করতে হত, আত্মহনন বা খুনের মতো ঘটনাও ঘটত। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকের লেখায় তার করুণচিত্র হৃদয় বিচলিত করে। উগ্রসমাজ বিধানকারী পুরুষদের মতে, নারী শুধু গর্ভধারণের যন্ত্র, উৎকৃষ্ট পুরুষ সন্তান জন্ম দেওয়াই তার প্রধান কাজ। কন্যাসন্তানের জননীদের ভাগ্যে জুটত অধিক নির্যাতন। পরবর্তীকালে কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো জঘন্য পাপ প্রথাও চালু হল। একবিংশ শতাব্দীতেও ওই প্রথাগুলো কখনো-কখনো সক্রিয় হয়ে ওঠে। বরং সাম্প্রতিককালে রমরমিয়ে বাড়ছে পৈশাচিকভাবে ধর্ষণ ও খুন। শিশুকন্যা থেকে বৃদ্ধা আজ নিরাপত্তাহীন।

'নারী বুদ্ধিহীন, তাকে লেখাপড়া শেখানো পণ্ডশ্রম মাত্র' রাজা রামমোহন রায় এমন ধারণার শুধু প্রতিবাদই করেননি বীরবিক্রমে 'সতীদাহ প্রথা' রদ করেছিলেন। অসাধারণ পৌরুষসম্পন্ন নির্ভীক বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বিপুল অর্থব্যয় করেছিলেন। বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন, বিধবাবিবাহ প্রথা চালু করেছিলেন। ধনতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে নারীরাও সরব হয়েছে নিজেদের অধিকার রক্ষায়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'মেয়েদের স্বাধীনতায় উন্নতি, দাসত্বে অবনতি'। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বীর নেতাজি নারী-পুরুষ উভয়েরই সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছিলেন।

একথা অনস্বীকার্য যে সমাজসংস্কারের সমস্যা সমাধানে এবং সকল শুভকাজে নারী সর্বদাই পুরুষের সাহচর্য পেয়েছে। সেদিনের আরজি কর কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবিতে চিকিৎসক সহ অজস্র নরনারী একসঙ্গে পথে নেমেছিলেন। গৃহবন্দি মা-লক্ষ্মীরা আজ মা-সরস্বতীর কৃপায় বহির্মুখী হয়েছেন, শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ক্রীড়া, শিল্প-কলা-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন সকল ক্ষেত্রেই পুরুষদের সঙ্গে নারীরা সমান মেধার পরিচয় দিচ্ছেন।

তাই নারী দিবসে আমাদের প্রার্থনা হোক, নারী আত্মশক্তিতে জেগে উঠুক মা দুর্গা বা মা কালীর মতো। রানি রাসমণি, মাস্টারদা, ভগিনী নিবেদিতা, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, মাদার টেরেজার মতো চিৎশক্তিসম্পন্ন নারীদের মহিমায়--- 'জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা, প্রয়োজনে বৃহন্নলারূপে জাগো' সর্বাঙ্গীণ সাফল্য আনতে হিংসা-ঈর্ষা ভুলে নারীদের একতাবদ্ধ হতে হবে, এমন মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে যাতে সকল পুরুষ এগিয়ে আসে দেশের দশের মঙ্গলে ও নারীদের যথার্থ সম্মান রক্ষায়। পুরুষেরাও উপলব্ধি করুক কবি সৈয়দের লাইনে--- 'তাহারে উঠাই যদি ধূলি পঙ্ক হতে, আপনি উঠিব মোরা, জয়ধ্বনি উঠিবে জগতে।'

নারীর শুভ ভাবনার আলোকে পৃথিবীতে বারবার আবির্ভূত হোক মানবদরদি, পৌরুষদৃপ্ত, তেজস্বী পুরুষেরা।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮২

পাশাপাশি : ১। লাল বা সাদা সাপলা, শালুক ৩। বারকোশের ঢাকনা ৪। গন্ডার, নদবিশেষ ৫। জটিল, ব্যাখ্যাতীত ৭। কান, শোনা, সঙ্গতের সূক্ষ্ম স্বরবিশেষ ১০। কোন জিনিসের উঁচু ধার, মাংস ১২। ফুটো যে কড়ি, খুব তুচ্ছ পরিমাণ ১৪। বাঁশ, খড় ইত্যাদি দিয়ে কাঁচাঘর বানায় যে ১৫। প্রবল গর্জন সহ উত্তাল জলোচ্ছ্বাস ১৬। ভৃত্য, পরিচারক

উপর-নীচ : ১। মায়াকান্না, কান্নার ছলনা ২। বড়ো ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র যা যুদ্ধের সময় বাজানো হয় ৩। বারবার কাশির শব্দ ৬। ভ্রমর, মৌমাছি ৮। শাস্ত্রীয় নৃত্যের অঙ্গবিশেষ ৯। তাড়াতাড়ি, তৎক্ষণাৎ ১১। ভুঁড়িওয়ালা, গণেশ ১৩। নারী শ্রমিক, দাসী।

সমাধান ■ ৪০৮১

পাশাপাশি : ২। দাঙ্গাবাজি ৫। সফর ৬। দলমাদল ৮। মড়ি ৯। শাল ১১। মণিমাণিক্য ১৩। ভাদর ১৪। দলবল।

উপর-নীচ : ১। মসনদ ২। দার ৩। বাদল ৪। দখল ৬। দড়ি ৭। মাদল ৮। মহিমা ৯। শাক্য ১০। কলরব ১১। মন্দির ১২। নিতল ১৩। ভাল।

বিন্দুবিসর্গ

ভারত, চিনের সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধ ‘এপ্রিল ফুল’ নয়

ওয়াশিংটন, ৫ মার্চ : আমেরিকা, বাইডেন, অর্থনীতি, ইউক্রেন থেকে ভারত, চিন, পারস্পরিক শুল্ক... বুধবার মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বক্তৃতায় একের পর এক বিষয় ছুঁয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুঝিয়ে দিলেন শুধু পূর্বতন ডেমোক্র্যাট আমলের বিদেশ, অর্থ, অভ্যন্তরীণ নীতিই নয়, অতীতের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টদের গৃহীত নীতিগুলি থেকেও সরছেন তিনি। এজন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোণঠাসা হওয়ার ঝুঁকি নিতেও তৈরি তাঁর সরকার।

নানা বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করলেও ট্রাম্পের বক্তব্যের বড় অংশ জুড়ে ছিল আমদানি পণ্যে শুল্ক কাঠামোয় বদল। প্রেসিডেন্টের সাফ কথা, যেসব দেশ মার্কিন সংস্থাগুলির পণ্য থেকে চড়া হারে শুল্ক আদায় করবে, সেই সব দেশের জিনিসপত্রের ওপরে বাড়তি শুল্ক চাপাবে তাঁর সরকার। এই তালিকায় শুধু চিন নয়, ভারত ও কানাডার মতো দেশও থাকবে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ট্রাম্পের এদিনের বক্তব্য আক্ষরিক অর্থে শুল্ক-যুদ্ধের নামান্তর। আমেরিকা বাড়তি শুল্ক চাপালে অনেক দেশই যে তার জবাব দেবে, ইতিমধ্যে সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। চিন, কানাডা ও মেক্সিকো মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা শুল্ক আদায়ের কথা জানিয়ে দিয়েছে।

ভারত ও চিনা পণ্যে নতুন হারে শুল্ক আদায়ের দিনও ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘ভারত আমাদের দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ হারে কর আদায় করে। এটা আমাদের প্রাপ্য নয়। তাই আমরা ২ এপ্রিল থেকে পারস্পরিক শুল্কে আরোপের পথে হাঁটব।’ তিনি আরও বলেন, ‘অনেক দেশ বহু বছর ধরে আমাদের ওপর চড়া হারে কর চাপাচ্ছে। এবার আমাদের জবাব দেওয়ার পালা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চিন, ব্রাজিল আমাদের ওপর যে হারে শুল্ক চাপাবে, আমরাও ওদের ওপর সমান হারে শুল্ক বসাব। ওরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোনও রকম চাপ তৈরির চেষ্টা করে, আমরাও সেটা করব। আমাদের বাজারে ওদের ঢুকতে দেব না।’

এপ্রিলের শুরু থেকে পারস্পরিক শুল্ক নীতি কার্যকর না করে মাসের দ্বিতীয় দিন থেকে তা চালু করছেন কেন? ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রথমে ১ এপ্রিল থেকে ভারত, চিনের ওপর বাড়তি শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছেন সমালোচকরা তাঁর পদক্ষেপকে এপ্রিল ফুল বলে ব্যাখ্যা করতে পারেন। তাঁদের সেই সুযোগ না দিতে ২ তারিখ থেকে নতুন শুল্ক নীতি কার্যকর করতে চলেছে তাঁর সরকার।

ট্রাম্প শুল্ক -যুদ্ধের ঘোষণা দিতেই জবাব দিয়েছে চিন। তবে সেদেশের বিদেশ বা অর্থমন্ত্রক নয়, জবাব এসেছে আমেরিকার চিনা দূতাবাসের তরফে। তাদের এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘আমেরিকা যদি যুদ্ধ চায়, তা সে শুল্ক নিয়ে হোক বা বাণিজ্য ইস্যুতে, অথবা অন্য কোনও ক্ষেত্রে, আমরা সর্বত্র লড়াইয়ের জন্য তৈরি। তবে লড়াই হবে শেষপর্যন্ত।’ চিন পালটা লড়াইয়ের বার্তা দিলেও ট্রাম্পের ঘোষণা নিয়ে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নীরব কেন্দ্র। সূত্রের খবর, সুর না চড়িয়ে ‘ব্যাক ডোর’ আলোচনার মাধ্যমে আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা চলছে। সোমবার আমেরিকা সফরে গিয়ে সেদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। সেখানে দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

ঘোষণা ট্রাম্পের ■ জবাব চিনের

“ভারত আমাদের দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ হারে শুল্ক আদায় করে। এটা আমাদের প্রাপ্য নয়। তাই আমরা ২ এপ্রিল থেকে পারস্পরিক শুল্ক আরোপের পথে হাঁটব

ডোনাল্ড ট্রাম্প, *মার্কিন প্রেসিডেন্ট*

“আমেরিকা যদি যুদ্ধ চায়, তা সে শুল্ক নিয়ে হোক বা বাণিজ্য ইস্যুতে, অথবা অন্য কোনও ক্ষেত্রে, আমরা সর্বত্র লড়াইয়ের জন্য তৈরি। তবে লড়াই হবে শেষপর্যন্ত

আমেরিকার চিনা দূতাবাস

কুলিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাহুল

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : কুম্ভযাত্রীদের ভিড়ের চাপে ১৫ ফেব্রুয়ারি পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যুর সাক্ষী হয়েছিল নয়াদিল্লি রেলস্টেশন। সেই সময় আহতদের উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্টেশনের মালবাহকরা (কুলি)। তাঁরা সক্রিয় না হলে সেদিন হতাহতের ঘটনা বাড়ত বলে অনেকের ধারণা। এবার পদপিষ্টের ঘটনার দিন কুলিদের ভূমিকার প্রশংসা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। ইউটিউবে কুলিদের সঙ্গে কথোপকথনের একটি ভিডিও পোস্ট করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সেখানে তিনি বলেছেন, ‘কয়েকদিন আগে আমি নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে গিয়েছিলাম। সেখানে কুলি ভাইদের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁরা আমাকে বলেছিলেন পদপিষ্ট হওয়ার দিন কীভাবে সবাই একসঙ্গে মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।’

রাহুল আরও বলেন, ‘জনতার ভিড় সামাল দেওয়া চেষ্টা হোক বা আহতদের অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা, অথবা মৃতদেহ বের করে আনা, সব ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিলেন স্টেশনের কুলিরা। তাঁরা যাত্রীদের সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছেন।’ কুলিদের অধিকারের জন্য লড়াই করার আশ্বাস দিয়েছেন রাহুল। কংগ্রেস নেতাকে কাছে পেয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন কুলিরাও। তাঁদের সরকারি ডি গ্রুপ পদে নিয়োগের দাবি করেছেন। এদিকে পদপিষ্টের ঘটনার জেরে অনেক যাত্রী ট্রেন ধরতে পারেননি বলে অভিযোগ। তাঁদের টিকিটের টাকা ফেরত চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের ব্যক্তিগতভাবে মামলা দায়ের করার পরামর্শ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার বেঞ্চ।

১৪ কেজি সোনা সহ ধৃত অভিনেত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : বিদেশ থেকে সোনা পাচারের অভিযোগে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে আটক করা হল অভিনেত্রী রান্যা রাওকে। দুই সঙ্গীকে নিয়ে সোমবার দুবাই থেকে দেশে ফিরেছিলেন এক আইপিএস আধিকারিকের মেয়ে রান্যা। বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার ঠিক আগে তাঁদের আটকায় ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সের (ডিআরআই) আধিকারিকরা। তল্লাশিতে রান্যার সঙ্গীদের কাছ থেকে ১৪ কেজির বেশি সোনার বার উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারদর প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা। বিমানবন্দরে সোনা উদ্ধারের পর বেঙ্গালুরুর লাভেল রোডে অবস্থিত অভিনেত্রীর ফ্ল্যাটেও তল্লাশি চালায় ডিআরআইয়ের দল। সেখান থেকে ২.০৬ কোটি টাকা দামের সোনার গয়না এবং ২.৬৭ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘তল্লাশির পর ১৪.২ কেজি ওজনের সোনার বার অদ্ভুতভাবে লুকোনো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ১৯৬২-এর শুল্ক আইন অনুসারে ১২.৫৬ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।’ মামলায় মোট বাজেয়াপ্ত করা সম্পদের মূল্য ১৭.২৯ কোটি টাকা। এই গ্রেপ্তারি ও সম্পদ বাজেয়াপ্তের ঘটনা সোনা পাচার চক্রের কাছে বড় ধাক্কা বলে ডিআরআই জানিয়েছে।

তুষার ধসে গোবিন্দঘাট-হেমকুন্দ শাহিব সংযোগের ব্রিজ ভেঙে পড়ে। বুধবার চামোলিতে।

আয়কর নজরে ই-মেল, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট!

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : দিনকয়েক আগে সংসদে নতুন আয়কর বিল পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কেন্দ্রের দাবি, বিলটি আইনে পরিণত হলে আয়কর কাঠামোর সরলীকরণ হবে। তবে সেই বিলেই আয়কর আধিকারিকদের যেভাবে করদাতাদের ‘ভার্চুয়াল-ডিজিটাল-সোশ্যাল স্পেস’-এর তথ্য-তল্লাশির অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিলের ২৪৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী, ২০২৬-এর ১ এপ্রিল থেকে আয়কর দপ্তর তদন্তের প্রয়োজনে আয়করদাতাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম, ই-মেল, অনলাইন বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য যাচাই করতে পারবে। এজন্য তদন্তকারীদের আয়করদাতার পাসওয়ার্ড বা অ্যাক্সেস কোর্ডের প্রয়োজন হবে না। তদন্তের স্বার্থে আয়কর দপ্তর সামাজিক ও ডিজিটাল অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ভেঙে ঢুকে পড়তে পারবে।

এই ধরনের ক্ষমতা মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। অন্যদিকে সরকারি সূত্রের যুক্তি, যাঁরা কর ফাঁকি দিচ্ছেন বা আয়কর সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের তথ্য যাচাইয়ের জন্য আয়কর আধিকারিকদের বাড়তি ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। বর্তমান আয়কর আইন, ১৯৬১-র ১৩২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, যদি আয়কর আধিকারিকদের সন্দেহ হয়, কোনও করদাতা তাঁর সম্পদের একাংশ অপ্রকাশিত বা গোপন রেখেছেন, তাহলে তাঁরা ওই ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট বাড়ি ও দপ্তরে তল্লাশি চালাতে পারেন। লকারের চাবি পাওয়া না গেলে সেগুলি ভাঙতেও পারে আয়কর দপ্তর। নতুন বিলে সেই ক্ষমতাকে আরও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। সংসদে পেশ হওয়া আয়কর বিলটি বর্তমানে লোকসভার সিলেক্ট কমিটির কাছে রয়েছে। খবর, সেখানেই আয়কর তদন্তের নামে মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে পড়ার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পরিকল্পনা করেছেন বিরোধী সদস্যরা। বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পান্ডার নেতৃত্বাধীন কমিটি ইতিমধ্যে বিল নিয়ে অর্থমন্ত্রকের পর্যবেক্ষণ শুনেছে। এরপর ধাপে ধাপে সাধারণ করদাতা, বণিক সংগঠন, সিএ ফার্ম, আর্থিক পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের মতামত নেবে সিলেক্ট কমিটি।

ডিলিমিটেশন নিয়ে হইচই সর্বদলে

চেন্নাই, ৫ মার্চ : ত্রিভাষা নীতি এবং পুনর্বিন্যাস বিতর্কে বুধবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের ডাকা সর্বদল বৈঠকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একযোগে সুর চড়াল রাজ্যের দলগুলি। মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাবটি এদিন পেশ করেছিলেন, তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আর্জি জানিয়ে বলা হয়েছে, ‘১৯৭১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে রাজ্যে পুনর্বিন্যাস করা উচিত। অন্যান্য রাজ্য যাতে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহবোধ করে, সেইজন্য ওই সালের জন্মহারের হিসেব রেখে দেওয়া উচিত।’ ডিএমকের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সমস্ত রাজ্যকে পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহ দিতে ২০০০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী আশ্বাস দিয়েছিলেন, ‘১৯৭১ সালের জনগণনার হিসেবকে আধার করেই পুনর্বিন্যাসের খসড়া হবে। ২০২৬ থেকে আগামী ৩০ বছর যাতে ওই খসড়াটি মেনে চলা হয়, সেই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও উচিত আশ্বাস দেওয়া।’ দ্রাবিড়ভূমের শাসকদলের সাফ কথা, ‘তামিলনাড়ু পুনর্বিন্যাসের বিরোধী নয়। এই বৈঠক থেকে কেন্দ্রকে এই অনুরোধ করা হচ্ছে, যে সমস্ত রাজ্য বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণ করেছে, তাদের কাছে আসন পুনর্বিন্যাস যেন শাস্তি হিসেবে নেমে না আসে।’ তামিলনাড়ু এবং দক্ষিণ ভারতের অন্য রাজ্যগুলির সাংসদদের নিয়ে একটি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি গঠনের কথাও বলা হয়েছে ওই প্রস্তাবে।

‘হিন্ডিয়া’ তোপ কমলের

এদিনের বৈঠকে ডিএমকে ছাড়াও প্রধান বিরোধী দল এআইএডিএমকে শামিল হয়েছিল। যোগ দিয়েছিল কমল হাসানের এমএনএম এবং থালাপাতি বিজয়ের টিভিকেও। তবে বিজেপি এবং তামিল মানিলা কংগ্রেস (এম) সর্বদল বয়কট করে। স্ট্যালিনের দলের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার যে পুনর্বিন্যাস করতে চাইছে তাতে সংসদে তামিলনাড়ুর আসনসংখ্যা কমে যাবে। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ওই অভিযোগ মানতে চাননি। ত্রিভাষা নীতি চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি চাপিয়ে দিতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেছে রাজ্য সরকার। এদিনের বৈঠকে ডিএমকের সুরে সুর মিলিয়ে কমল হাসান বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে সমস্ত রাজ্য যেন হিন্দিতে কথা বলে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়। আমাদের স্বপ্ন হল ইন্ডিয়া। ওঁদেরটা হল হিন্ডিয়া।’ এর আগে ২০১৯ সালে হিন্দি দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘হিন্দি ভাষা আন্তর্জাতিকভাবে ভারতকে পরিচিত করেছে।’ জবাবে স্ট্যালিন বলেন, ‘এটা ইন্ডিয়া। হিন্ডিয়া নয়।’

ফের সিবিআই নিশানায় বফর্স

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : ফিরে এল বফর্স। বফর্স হাউইৎজার কামান কেনার চুক্তি করতে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি সহ কয়েকজন আমলা নাকি মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়েছিলেন সুইডেনের সংশ্লিষ্ট নির্মাতা সংস্থার কাছ থেকে।

৬৪ কোটি টাকার বফর্স কেলেঙ্কারির সেই তদন্ত ফের খুঁচিয়ে তুলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে সিবিআই। দিল্লির একটি বিশেষ আদালতের নির্দেশে সিবিআই একটি ‘লেটার রগেটরি’ (আদালতের অনুরোধপত্র) পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের উদ্দেশে। গত অক্টোবরে দিল্লির আদালতে সিবিআই জানিয়েছিল যে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই সংক্রান্ত তথ্য জানতে চায়। হার্শম্যান ভারতীয় তদন্ত সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হওয়ার পরই এই পদক্ষেপ করা হয়। পুনর্তদন্তের ব্যাপারে সিবিআইকে সবুজসংকেত দেয় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকও। বফর্স নিয়ে বরাবরই নেহরু-গান্ধি পরিবারকে নিশানা করে বিজেপি। এবার সিবিআইয়ের পদক্ষেপে সেই সুর আরও চড়বে।

এআই উদ্বেগ বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নিয়ে সংসদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিরোধী সাংসদরা। তাঁদের মতে, প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এআই ব্যবহৃত হলেও, তা যেন সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোনও বিরূপ প্রভাব না ফেলে, সেদিকে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প ও অভিযানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিরোধীরা। তাঁদের আশঙ্কা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক প্রয়োগ দেশের যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়ে দিতে পারে। সরকারকে এই বিষয়ে সংবেদনশীল হতে হবে এবং যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে দেশের তরুণ প্রজন্ম কর্মহীনতার সম্মুখীন না হয়। কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে অবশ্য দাবি করেছেন, ‘ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হয়ে উঠতে পারবে। আগামী ৭-৮ বছরের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফলে আমাদের অর্থনীতি ১ ট্রিলিয়নের বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং ৫০-৬০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।’

সাসপেন্ড আবু আজমি

মুম্বই, ৫ মার্চ : মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে মন্তব্যের জন্য চারবারের সপা বিধায়ক আবু আজমিকে বুধবার সাসপেন্ড করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র বিধানসভার চলতি অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য তিনি সাসপেন্ড থাকবেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনেন সংসদ বিষয়কমন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাতিল। সেটি পাশও হয়ে যায়। ২৬ মার্চ মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধিবেশন শেষ হচ্ছে। তাঁকে সাসপেন্ড করার ঘটনায় আবু আজমি বলেছেন, ‘আমার সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে।’ সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ভিকি কৌশল অভিনীত সিনেমা ‘ছাওয়া’য় ইতিহাস বিকৃত করার অভিযোগ তুলেছিলেন আবু আজমি। তিনি বলেছিলেন, ছাওয়াতে ভুল ইতিহাস দেখানো হয়েছে। ঔরঙ্গজেব একাধিক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আমি ওঁকে নিষ্ঠুর প্রশাসক বলে মনে করি না। ওঁর সময়েই ভারতের ব্যাপক আর্থিক উন্নতি হয়েছিল।’ এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক শুরু হতেই নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন চারবারের সপা সাংসদ। কিন্তু তাতেও সাসপেন্ড হওয়া আটকাতে পারলেন না তিনি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের তোপ, ‘শিবাজির মতো মহাত্মাকে যাঁরা অপমান করেন, তাঁদের ধিক্কার। ওঁকে উত্তরপ্রদেশে পাঠিয়ে দিলে ওঁর চিকিৎসা করে দেব।’

কাল মস্কো সফরে বিদেশ সচিব

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পাশে পেতে চিঠি দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে শান্তি আলোচনায় বসতে সম্মতি জানিয়েছেন। তাতে খুশি ট্রাম্প। এই আবহে শুক্রবার রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে প্রথম থেকেই নিরপেক্ষ ভূমিকায় ভারত।

রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি আলোচনায় না বসলে ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা হবে, হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাঁর কথা কথার কথা নয়, সামরিক সহায়তা বন্ধ করে তা বুঝিয়েও দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেটা হতেই বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে চিঠি দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টায় নেমে পড়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। চিঠিতে জানিয়েছেন, স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে ইউক্রেন তাড়াতাড়ি আলোচনার টেবিলে বসতে চায়। বিরল খনিজ নিয়েও আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করতে চায়। ইউক্রেনীয়দের চেয়ে বেশি কেউ শান্তি চায় না।

চিঠি পড়ে জেলেনস্কির ‘প্রশংসা’ করে ট্রাম্প জানিয়েছেন, জেলেনস্কির সুমতি হয়েছে। ট্রাম্পের কথায়, ‘অর্থহীন যুদ্ধ বন্ধ করার সময় এসেছে। যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলে শান্তি আলোচনায় বসতেই হবে।’ ইউক্রেনের সঙ্গে কবে কোথায় শান্তি আলোচনা হবে, তা নিয়ে ইঙ্গিত দেননি ট্রাম্প।

ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প বাড়িয়েছেন রুশপ্রীতি। বিষয়টির দিকে নয়াদিল্লিও নজর রেখেছে। সাউথ ব্লকের খবর, নয়াদিল্লি মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে চাইছে। ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে রাশিয়ায় ভারতীয় পণ্য রপ্তানিতে জোর দিতে চাইছে মোদি সরকার। সেই লক্ষ্যেই বিক্রমের মস্কো সফর। দু’দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ৬৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের। ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে অপরিশোধিত তেল কেনে। সেদিক থেকে লাভ বেশি রাশিয়ার। বাণিজ্যকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে রাশিয়ার বাজারে আরও বেশি করে ঢুকতে চাইছে ভারত। মোদির রাশিয়া সফরের সময় ঠিক হয়, ২০৩০ সালের মধ্যে দু-দেশের বাণিজ্য ১০০ মিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার। বিক্রম মিস্রির রাশিয়া সফর তাই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার

মুম্বই, ৫ মার্চ : টানা পতনের রেশ কাটিয়ে অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বুধবার সেনসেক্স ৭৪০.৩ পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ৭৩৭৩০.২৩ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি ২৫৪.৬৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২২৩৩৭.৩০ পয়েন্টে।

বুধবারের আগে টানা দশটি লেনদেনের দিনে পতন হয়েছিল নিফটির। অন্যদিকে সেনসেক্স বিগত দশ দিনের মধ্যে নয়দিনই নেমেছিল। এমন আবহে আজকের এই প্রত্যাবর্তন লগ্নিকারীদের স্বস্তি দিয়েছে।

স্টারমার-জয়শংকর বৈঠক লন্ডনে

লন্ডন, ৫ মার্চ : ইউক্রেন সংকট, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সহ নানা জরুরি বিষয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। মঙ্গলবার রাতে লন্ডনের ওই বৈঠকে স্টারমার ইউক্রেন সংকট নিয়ে ব্রিটেনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

বৈঠকের পর জয়শংকর এক্স-এ লেখেন, ‘প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা পৌঁছে দিয়েছি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে। আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও জনসংযোগ বাড়ানোর বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। ইউক্রেন সংকট নিয়ে ব্রিটেনের অবস্থানও ব্যাখ্যা করেছেন স্টারমার।’ মঙ্গলবারের বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন সে দেশের বিদেশসচিব ডেভিড ল্যামি এবং অন্যান্য প্রবীণ নেতা।

সম্প্রতি ইউরোপীয় নেতাদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করেন স্টারমার। সেই বৈঠকে ইউক্রেন ও প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কিকে সমর্থনের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। তার আগে ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে জেলেনস্কির প্রকাশ্য বিতর্ক হয়। ওই বৈঠক থেকে চলে আসার পর জেলেনস্কিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন স্টারমার। ইউক্রেনের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি। এরপর ওই বিষয়ে নিজের বক্তব্যও জানান স্টারমার। তিনি বলেন, ইউক্রেন, ফ্রান্স ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ মিলে ‘ইচ্ছুকদের জোট’ গঠন করে যৌথভাবে একটি শান্তি পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হবে মার্কিন প্রশাসনের কাছে।

বিজুকে নিয়ে টানাপোড়েন

ভুবনেশ্বর, ৫ মার্চ : ওডিশার পঞ্চায়েতিরাজ দিবস এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়েকের জন্মদিবস একই দিনে। ৫ মার্চ। এতদিন একসঙ্গেই এই দিনদুটি পালিত হয়েছে। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ওডিশার কিংবদন্তি নেতার নাম পঞ্চায়েতিরাজ দিবস থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মোহন মাঝির সরকারের এই সিদ্ধান্তে শুধু বিজেডি নয়, কংগ্রেসও ক্ষুব্ধ। তবে শুধু পঞ্চায়েতিরাজ দিবস নয়, রাজ্যের অন্তত ৪০টি প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার। ওই প্রকল্পগুলির বেশিরভাগই বিজু পট্টনায়েকের নামাঙ্কিত। মোহন মাঝির সরকারের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেডি সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়েক বলেন, ‘রাজ্য সরকার সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে অপরিণত রাজনীতি করছে।’ বিজু পট্টনায়েককে অপমান করা হয়েছে বলেও তোপ দেগেছে বিজেডি। অপরদিকে কংগ্রেস বলেছে, কিংবদন্তি নেতার পরম্পরাকে আড়াল করতেই এই চেষ্টা করা হয়েছে।

এবার ভাইও মায়ার কোপে

লখনউ, ৫ মার্চ : ভাইপো আকাশ আনন্দকে দল থেকে আগেই বহিষ্কার করেছেন। এবার দায়িত্বে বসানোর চারদিনের মধ্যেই নিজের ভাই আনন্দ কুমারের দায়িত্বও ছাঁটলেন বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী। বুধবার উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এক্সে জানিয়েছেন, আনন্দ কুমার বসপার কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব নেবেন না। তিনি শুধুমাত্র দলের সহ সভাপতি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করবেন। এবার থেকে রণধীর বেণীওয়াল এবং রাজ্যসভার সাংসদ রামজি গৌতম দলের কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব সামলাবেন।

‘স্ত্রী রক্ত চুষে নিচ্ছে, রাতে ঘুমোতে পারছি না’

লখনউ, ৫ মার্চ : স্ত্রী যেন ভ্যাম্পায়ার ড্রাকুলা। বুকের ওপর বসে রক্ত চুষে খাচ্ছে স্বামীর। স্বপ্নে এ দৃশ্য প্রতি রাতে দেখতে হলে কার না মাথা খারাপ হয়! ঠিক সেটাই হয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর এক জওয়ানের।

উত্তরপ্রদেশের আধাসামরিক বাহিনী ‘প্রাদেশিক আর্মড কনস্ট্যাবুলারি’ (প্যাক)-এর এক কনস্টেবল সম্প্রতি নিজের অফিসে দেরিতে আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা লিখেছেন, তা পড়ে হতবাক বিভাগীয় কর্তারা। ওই কনস্টেবলের দাবি, স্ত্রী স্বপ্নে এসে তাঁর বুকের ওপর বসে রক্ত চুষে নিচ্ছেন। ফলে তিনি রাতে ঘুমোতে পারছেন না!

ঘটনার নায়ক প্যাকের ৪৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের জি-স্কোয়াডের কমান্ডার মধুসূদন শর্মা। কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। জবাবে কনস্টেবল যা লিখেছেন, তা ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

দেরিতে আসার অদ্ভুত ব্যাখ্যা কনস্টেবলের

মধুসূদনকে প্রেরিত শোকজের চিঠিতে বলা হয়, ১৬ ফেব্রুয়ারির সকালে ৯টার ব্রিফিংয়ে তিনি কেন দেরি করে এলেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। একই সঙ্গে তাঁর শারীরিক পারিপাট্য নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। জানতে চাওয়া হয়, কেন তিনি দাড়ি না কেটে অপরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম পরে এসেছিলেন? শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর একজন কর্মী হিসেবে এটি গুরুতর অবহেলা ও উদাসীনতা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চিঠির জবাব না দিলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চাকরি খোয়াতে পারেন এই ভয়ে মধুসূদন তড়িঘড়ি জবাব দেন শোকজ নোটিশের। তিনি লেখেন, ‘আমার ও স্ত্রীর মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া চলছে। তিনি প্রতি রাতে আমার স্বপ্নে এসে বুকের ওপর বসে রক্ত চুষে নিচ্ছেন! এতে আমি রাতে ঘুমোতে পারছি না, ফলে সকালে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে বিছানা ছাড়তে।’ উদ্বেগ কমাতে তাঁকে অনেক ওষুধও খেতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মধুসূদন।

প্রশ্নোত্তরে উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস

চন্দ্রাণী সরকার, *শিক্ষিকা*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

পঞ্চম অধ্যায়

১. কাদের মধ্যে পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : গান্ধিজি এবং ডঃ বিআর আম্বেদকরের মধ্যে।

২. স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবক্তা কে?

উত্তর : লর্ড ডালহৌসি।

৩. ভারতের দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক কাকে বলা হয়?

উত্তর : স্যর সৈয়দ আহমেদকে।

৪. কবে, কে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : ১৯০৬ সালে, ঢাকায়, সলিমউল্লাহ মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা কী?

উত্তর : ভারতে বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ৩৩ জন বামপন্থী নেতাকে আটক করে তাঁদের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করে, সেটিই মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

৬. কবে কার আমলে পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়?

উত্তর : ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসির আমলে।

৭. কে কবে রাওলাট সত্যাগ্রহের সূচনা করেন?

উত্তর : মহাত্মা গান্ধি, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে।

৮. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দুজন বিদেশি অভিযুক্তের নাম লেখো।

উত্তর : বেঞ্জামিন ব্র্যাডলি ও ফিলিপ স্প্র্যাট।

৯. কার নেতৃত্বে বারদৌলি সত্যাগ্রহ হয়?

উত্তর : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে।

১০. মর্লে মিন্টো সংস্কার আইন কবে পাশ হয়?

উত্তর : ১৯০৯ সালে।

১১. কবে ও কাদের মধ্যে লখনউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

উত্তর : ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে লখনউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১২. সিমলা দৌত্য কী?

উত্তর : ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর আগা খাঁর নেতৃত্বে একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল বড়লাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সিমলায় সাক্ষাৎ করেন, একেই সিমলা সাক্ষাৎকার বলে।

১৩. মাহাদ মার্চ কী?

উত্তর : দলিতরা যাতে উচ্চবর্ণের মানুষের জলাশয় থেকে জল নিতে পারে তার জন্য ভীমরাও আম্বেদকর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ বোম্বাইয়ের কোবালায় এক জলাশয় থেকে জল তুলে প্রতিবাদ জানান। একেই মাহাদ মার্চ বলা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. সিআর ফর্মুলা কী?

উত্তর : ভারতের অখণ্ডতা বজায় রেখে লিগের দাবি মেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের কংগ্রেস নেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে যে সমাধান সূত্র প্রকাশ করেন তা সিআর ফর্মুলা নামে পরিচিত।

২. কবে কার নেতৃত্বে ক্রিপস মিশন গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সভাপতিত্বে ক্রিপস মিশন গঠিত হয়।

৩. কাকে গান্ধিবুড়ি বলা হয়?

উত্তর : মাতঙ্গিনী হাজরাকে গান্ধিবুড়ি বলা হয়।

৪. 'দেশপ্রাণ' উপাধিতে কে ভূষিত হন?

উত্তর : বীরেন্দ্রনাথ শাসমল 'দেশপ্রাণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

৫. কে, কবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : রাসবিহারী বসু ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করেন।

৬. নেতাজি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুটির কী নামকরণ করেন?

উত্তর : নেতাজি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুটির নামকরণ করেন 'শহিদ' ও 'স্বরাজ'।

৭. কবে, কোথায় কোন জাহাজে নৌ বিদ্রোহের সূচনা হয়?

উত্তর : ১৯৪৬ সালে বোম্বাইয়ের তলোয়ার নামক জাহাজে নৌ বিদ্রোহের সূচনা হয়।

৮. লাহোর প্রস্তাব কী?

উত্তর : বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করেন। একেই বলে লাহোর প্রস্তাব।

৯. মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কী?

উত্তর : ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬ অগাস্ট মুসলিম লিগ জাতীয় কংগ্রেস তথা অন্তর্বর্তী সরকারের বিরোধিতা করে যে আন্দোলন শুরু করে তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

১০. মুসলিম লিগের কোন অধিবেশনে পাকিস্তানের দাবি করা হয়?

উত্তর : মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে) পাকিস্তানের দাবি করা হয়।

১১. 'এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য' স্লোগানটি কোন দেশের?

উত্তর: 'এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য' স্লোগানটি জাপানের।

১২. ভিয়েত কং কী?

উত্তর : দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী কমিউনিস্টদের মার্কিনিরা বলত ভিয়েত কং।

১৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

উত্তর : জেনারেল তোজো।

১৪. ক্যাবিনেট মিশনের তিনজন সদস্যের নাম লেখো।

উত্তর : ক্যাবিনেট মিশনের তিনজন সদস্য হলেন স্যর পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং এভি আলেকজান্ডার।

১৫. আগস্ট প্রস্তাব কবে ঘোষিত হয়?

উত্তর : ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে।

১৬. স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন'

উত্তর : ডঃ মোহম্মদ হাত্তা।

সপ্তম অধ্যায়

১. ফুলটন বক্তৃতা কী?

উত্তর : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ১৯৪৬ সালে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আগ্রাসন বন্ধ করতে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। এটিই ফুলটন বক্তৃতা নামে পরিচিত।

২. ঠান্ডা লড়াই বলতে কী বোঝো?

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত 'মুক্ত দুনিয়া' ও সোভিয়েত রাশিয়া পরিচালিত 'সাম্যবাদী দুনিয়া'-র মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য, বিদ্বেষ, সন্দেহ এবং কূটনৈতিক বিরোধজনিত কারণে যে স্নায়ুযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাকে ঠান্ডা লড়াই বলে।

৩. কবে কাদের মধ্যে ইয়াল্টা সম্মেলন বসে?

উত্তর : ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (রুজভেল্ট), ব্রিটেন (চার্চিল) এবং সোভিয়েত রাশিয়া (স্ট্যালিন)-র মধ্যে ইয়াল্টা সম্মেলন বসে।

৪. বেষ্টনী নীতি কী?

উত্তর : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে মার্কিন কূটনীতিবিদ জর্জ এফ কেন্নান রাশিয়ার আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে একটি নীতি ঘোষণা করেন, যেটি বেষ্টনী নীতি নামে পরিচিত। এতে বলা হয়, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে মার্কিনিদের উচিত রাশিয়াকে সেসব অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখা, যে অঞ্চলগুলিতে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

৫. PLO কী?

উত্তর: PLO বলতে বোঝায় প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন। এটি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইয়াসের আরাফাত গঠন করেছিলেন।

৬. মার্শাল পরিকল্পনা কী?

উত্তর : যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং পরোক্ষভাবে সেখানে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যে পরিকল্পনাটি ঘোষণা করে সেটি মার্শাল পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এটির রূপকার ছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ সি মার্শাল।

৭. কমিনফর্ম কী?

উত্তর : পূর্ব ইউরোপে মার্কিন প্রভাব বিনষ্ট করে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া কমিনফর্ম গঠন করে।

৮. বার্লিন অবরোধ বলতে কী বোঝো?

উত্তর : বার্লিন ছিল রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত পূর্ব জার্মানির অংশবিশেষ। অন্যদিকে, পশ্চিম জার্মানি থেকে বার্লিনে আসতে গেলে রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত জার্মান ভূখণ্ডের উপর দিয়েই আসতে হত। তাই বার্লিনে আসা বন্ধ করতে রাশিয়া ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। এই ঘটনা ইতিহাসে বার্লিন অবরোধ নামে পরিচিত।

৯. বার্লিন এয়ারলিফট কী?

উত্তর : ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই সোভিয়েত রাশিয়া বার্লিনে পশ্চিমী জোটের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য সড়কপথে বার্লিন অবরোধ করে, যা চলেছিল ২৯৩ দিন। এই অবস্থায় পশ্চিমী জোট আকাশপথে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ চালু করে। এই ঘটনা ইতিহাসে বার্লিন এয়ারলিফট নামে পরিচিত।

১০. দাঁতাত কী ?

উত্তর : দাঁতাত একটি ফরাসি শব্দ যার অর্থ উত্তেজনা প্রশমন। ১৯৬০-এর দশক থেকে মার্কিন ও সোভিয়েত সম্পর্কের পূর্বতন মতাদর্শগত লড়াইয়ের অবসান ঘটতে থাকে এবং এক পারস্পরিক সহাবস্থান নীতি গৃহীত হয়। এটিই দাঁতাত নামে পরিচিত।

১১. গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোকা কী?

উত্তর : 'গ্লাসনস্ত'-র অর্থ হল মুক্তমন এবং 'পেরেস্ত্রোকা'-র অর্থ হল আর্থিক পুনর্গঠন। এর প্রবর্তক ছিলেন রুশ রাষ্ট্রনায়ক মিখাইল গর্বাচভ।

১২. লং মার্চ কী?

উত্তর : ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাও-সে-তুং ও তাঁর নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা ১৬ অক্টোবর চিনের সেনসি প্রদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দীর্ঘ ৬ হাজার মাইল হেঁটে তাঁরা তাঁদের গন্তব্যস্থান সেনসি প্রদেশে পৌঁছান। এই দীর্ঘ অভিযানকে 'লং মার্চ' বলে।

১৩. দিয়েন-বিয়েন-ফু ঘটনাটি কী?

উত্তর : ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সেনাপতি নেভারে ভিয়েতনামে 'দিয়েন-বিয়েন-ফু'-তে যে দুর্গ নির্মাণ করেন তা ভিয়েতমিন বাহিনী দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ফরাসি সেনাপতি আত্মসমর্পণ করেন।

১৪. হো চি মিন কে ছিলেন?

উত্তর : হো চি মিন ছিলেন ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের প্রাণপুরুষ ও পথপ্রদর্শক।

১৫. ফিদেল কাস্ত্রো কে ছিলেন?

উত্তর : ফিদেল কাস্ত্রো ছিলেন কিউবার প্রথম কমিউনিস্ট শাসক।

১৬. তৃতীয় বিশ্ব কী?

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন জোটভুক্ত দেশগুলি বাদে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও অনুন্নত দেশগুলিকে তৃতীয় বিশ্ব বলা হত।

১৭. 'ন্যাটো'-র পুরো কথাটি কী? কবে এটি গঠিত হয়?

উত্তর : 'ন্যাটো'-র (NATO-র)পুরো কথাটি হল 'North Atlantic Treaty Organisation'। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়।

১৮. কোন বছর ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়?

উত্তর : ভিয়েতনাম ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হয়।

১৯. পঞ্চশীল নীতি কী?

উত্তর : ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ভিত্তিতে চৌ-এন-লাই ও জওহরলাল নেহরুর মধ্যে পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে পাঁচটি নীতি স্থির হয় তাকে পঞ্চশীল নীতি বলে।

২০. ঠান্ডা লড়াই কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?

উত্তর : মার্কিন কূটনীতিবিদ বার্নাড বারুচ।

অষ্টম অধ্যায়

১. অব উপনিবেশীকরণ কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?

উত্তর : জার্মান পণ্ডিত মরিৎস জুলিয়াস বন।

২. বেন বেল্লা কে ছিলেন?

উত্তর : আলজিরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি।

৩. ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির জনক বলা হয় কাকে?

উত্তর : ডঃ বিক্রম সারাভাইকে।

৪. ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

উত্তর : ডঃ সুকর্ন।

৫. সার্কের দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করো।

উত্তর : (১) সদস্য রাষ্ট্রগুলির আর্থিক মানোন্নয়ন। (২) সদস্য রাষ্ট্রগুলির জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

৬. ভারতের পরিকল্পনা কমিশন কবে গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়।

৭. মিশ্র অর্থনীতি কী?

উত্তর : মিশ্র অর্থনীতি হল এমন একটি অর্থনীতি যা রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

৮. ভারতীয় সংবিধানের জনক কাকে বলা হয়?

উত্তর : ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরকে।

৯. দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম অশ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপ্রধান কে ছিলেন?

উত্তর : নেলসন ম্যান্ডেলা।

১০. ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভার সভাপতিত্ব কে করেন ?

উত্তর : লোকসভায় স্পিকার ও রাজ্যসভায় উপরাষ্ট্রপতি।

১১. কোন দিনটি স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলাদেশিরা জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করে?

উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা, আগামী ১৩ মার্চ তোমাদের ইতিহাস পরীক্ষা। শেষ মুহূর্তে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর একবার চোখ বুলিয়ে নাও। গত সংখ্যায় ইতিহাসের প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা হয়েছে। আজ থাকছে অন্যান্য অধ্যায়ের প্রশ্ন ও উত্তর।

সমস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা

হীরেন্দ্রনাথ সূত্রধর, *শিক্ষক*
ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয়
ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার

প্রশ্ন ১. সমস্থিতি কাকে বলে?

সমস্থিতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Isostasy গ্রিক শব্দ 'Iso' যার অর্থ সমান এবং 'Stasios' যার অর্থ অবস্থা থেকে এসেছে। অর্থাৎ Isostasy শব্দটির অর্থ হল 'সমভাবে অবস্থান'। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন উচ্চতায় ভারসাম্য বজায় রেখে অবস্থান করছে। একেই সমস্থিতি বলা হয়। বিশিষ্ট ভূবিজ্ঞানী দাঁতন সর্বপ্রথম Isostasy শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

প্রশ্ন ২. সমস্থিতি প্রসঙ্গে এইরির মতবাদটি ব্যাখ্যা করো। প্রশ্নমান ৫

সমস্থিতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা যে মতবাদ দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হলেন ব্রিটেনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিবি এইরি। ১৮৫৫ সালে তিনি তাঁর এই মতবাদটি দিয়েছিলেন Royal Society of London থেকে প্রকাশিত Philosophical Transactions শীর্ষক জার্নালে।

তত্ত্বের মূল কথা :- বিজ্ঞানী এইরির মতে, ভূপৃষ্ঠের পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি ঘনত্ব ও উচ্চতার পার্থক্য অনুসারে অ্যাসথেনোস্ফিয়ার স্তরের ওপর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে এবং যেটি ভূপৃষ্ঠে যত উঁচুতে অবস্থান করছে সেটি ভূঅভ্যন্তরে ঠিক ততটাই গভীরে রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের এই অংশগুলি যে অঞ্চল বরাবর অভ্যন্তরে অবস্থান করছে সে অংশটিকে তিনি Root বলেছেন। তাই তাঁর এই তত্ত্বকে Root hypothesis of Isostasy বলা হয়ে থাকে ।

এইরির মতে একই ঘনত্বযুক্ত বিভিন্ন আয়তনের বস্তুকে জলে ভাসিয়ে দিলে সেগুলি যেমন বিভিন্ন উচ্চতায় ভাসতে থাকে ঠিক একইরকমভাবে পর্বত, মালভূমি, সমভূমি প্রভৃতিও ভূ-অভ্যন্তরের অ্যাসথেনোস্ফিয়ার স্তরের ওপর বিভিন্ন উচ্চতায় ভাসমান অবস্থায় রয়েছে।

এইরির পরীক্ষা:- এইরি তাঁর এই মতবাদটি প্রমাণ করার জন্য একটি পরীক্ষা করেন। তিনি একটি জলের পাত্রে বিভিন্ন আয়তনের কাঠের টুকরো ভাসিয়ে দেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে কাঠের টুকরোর আয়তন যত বেশি সেটি তত জলের গভীরে থেকে ভাসছে এবং যার আয়তন কম সেটি কম উচ্চতায় ভেসে রয়েছে। এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, ভূত্বকের বিভিন্ন একক যথা পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদির ঘনত্ব এক হলেও আয়তনের পার্থক্যের জন্য ভূ-অভ্যন্তরের বিভিন্ন গভীরতায় ভেসে অবস্থান করছে।

সমালোচনা:- এইরির এই তত্ত্বটি নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। যেমন-

১। এইরি বলেছেন ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন এককগুলির ঘনত্ব একই প্রকার কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

২। গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই সাধারণ বিষয়টিকে এইরি উপেক্ষা করেছেন।

৩। ভূ-অভ্যন্তরে অধিক গভীরতায় কোনও কিছু শক্ত থাকা সম্ভব নয় কেননা অত্যাধিক গভীরতায় সবকিছু গলে যাবে।

যাইহোক কিছু ভুলত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই তত্ত্বটি আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৩. সমস্থিতি প্রসঙ্গে প্র্যাটের তত্ত্বটি আলোচনা করো। প্রশ্নমান ৫

১৮৫৫ সালে এইরি সমস্থিতি মতবাদ দেওয়ার ঠিক চার বছর পর 1859 সালে বিজ্ঞানী প্র্যাট হিমালয় অঞ্চল জরিপ করার সময় তাঁর এই তত্ত্বটি প্রদান করেছিলেন।

প্রাথমিক অনুমানসমূহ:- প্র্যাট তাঁর এই তত্ত্বটি দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু অনুমানের সাহায্য নিয়েছিলেন। যেমন-

১। ভূপৃষ্ঠের পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন এককের ঘনত্ব আলাদা আলাদা।

২। যার ঘনত্ব কম তার উচ্চতা বেশি এবং যার ঘনত্ব বেশি তার উচ্চতা কম হবে।

৩। ভূত্বকের বিভিন্ন এককগুলি অ্যাসথেনোস্ফিয়ার স্তরের নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

তত্ত্বের মূল কথা :- ওপরের অনুমানের ভিত্তিতে প্র্যাট বলেন যে, যেহেতু ভূত্বকের বিভিন্ন এককগুলি বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা তৈরি তাই তাদের ঘনত্ব বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। ঘনত্ব আলাদা আলাদা হলেও তাদের ওজন একই প্রকার হওয়ার কারণে এগুলি ভূ-অভ্যন্তরের একটি নির্দিষ্ট গভীরতা বা তলে অবস্থান করছে। এই তলটিকে তিনি প্রতিবিধান তল বলেছেন।

পরীক্ষা :- প্র্যাট তাঁর এই তত্ত্বটি প্রমাণ করার জন্য একটি পরীক্ষার করেছিলেন। তিনি একটি পাত্রে পারদ নিয়ে একই ওজনের কিন্তু বিভিন্ন ঘনত্বের ধাতব ব্লক বসিয়ে দেন। তিনি লক্ষ করেন বিভিন্ন ধাতুর ব্লকগুলির ঘনত্ব আলাদা হলেও ওজন একই হওয়ার কারণে এগুলি একটি নির্দিষ্ট তল পর্যন্ত অবস্থান করে ভেসে রয়েছে। এর দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ভূত্বকের এককগুলির ঘনত্ব আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও ওজন একই হওয়ার কারণে ভূ-অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত অবস্থান করছে।

সমালোচনা :- প্র্যাট তাঁর তত্ত্বে প্রতিবিধান তল সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তা পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর ঘনত্ব সম্পর্কিত ধারণাটিও বেশ ত্রুটিপূর্ণ।

প্রশ্ন ৪. প্রতিপূরণ তল বা প্রতিবিধান তল বলতে কী বোঝো? প্রশ্নমান ২

বিজ্ঞানী প্র্যাট বলেন, যে ভূত্বকের বিভিন্ন এককগুলি বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা তৈরি তাই তাদের ঘনত্ব বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে কিন্তু তাদের ওজন একই প্রকার হওয়ার কারণে এগুলি ভূ-অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট গভীরতায় বা তলে অবস্থান করছে। এটিকে প্র্যাট প্রতিপূরণ বা প্রতিবিধান তল বলেছেন।

একাদশ শ্রেণি
ভূগোল

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

সুদীপ্ত ঘোষ, *শিক্ষক*
মণিভিটা উচ্চবিদ্যালয়
উত্তর দিনাজপুর

উচ্চমাধ্যমিক ২০২৫

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক প্রচলিত সিলেবাস অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে তিন ধরনের প্রশ্ন আসবে। ২৪ নম্বরের বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন, ১৬ নম্বরের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং ৪০ নম্বরের রচনাভিত্তিক প্রশ্ন অর্থাৎ মোট ৮০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে পাঁচটি যার প্রত্যেকটির মান ৮ নম্বর করে। অর্থাৎ মোট ৪০ নম্বরের রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর ছাত্রছাত্রীদের লিখতে হবে। আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে যে পাঁচটি রচনাধর্মী প্রশ্ন আসতে পারে তা নীচে আলোচনা করা হল।

প্রথম অধ্যায় : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : এই অধ্যায় থেকে একটি মাত্র রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। এবারে যে প্রশ্নটি আসার সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

১. ক্ষমতা কাকে বলে? ক্ষমতার উপাদানগুলি আলোচনা করো। অথবা বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝ? বিশ্বায়নের প্রকৃতি আলোচনা করো।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, তৃতীয় অধ্যায় : বৈদেশিক নীতি, চতুর্থ অধ্যায় : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, এই তিনটি অধ্যায় থেকে কেবলমাত্র MCQ ও SA ধরনের প্রশ্ন আসবে কোন রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে না ।

পঞ্চম অধ্যায় : কয়েকটি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক মতাদর্শ : এই অধ্যায় থেকেও একটি মাত্র রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। এবার যে প্রশ্নটি আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

২. কার্ল মার্কসের রাষ্ট্র সম্পর্কিত তথ্যটি আলোচনা করো। অথবা গান্ধিজির চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

ষষ্ঠ অধ্যায় : সরকারের বিভাগসমূহ : এই অধ্যায় থেকে ছয়টি MCQ ও দুটি SA ধরনের প্রশ্ন আসবে অথবা একটিমাত্র রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। বিগত কয়েকবছরের উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন দেখলে বোঝা যায় এই অধ্যায় থেকে অনেকদিন ধরেই কোনও রচনাধর্মী প্রশ্ন আসছে না কেবলমাত্র MCQ ও SA ধরনের প্রশ্ন আসছে। তবুও এবছর ছাত্রছাত্রীদের রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে রাখা দরকার।

৩. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও। অথবা আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কীভাবে রক্ষা করবে?

সপ্তম অধ্যায় : ভারতের শাসন বিভাগ : এই অধ্যায় থেকে দুটি MCQ, দুটি SA ধরনের প্রশ্নের পাশাপাশি একটি রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। এ বছর যে প্রশ্নটি আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

৪. ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কাজ আলোচনা করো। অথবা ভারতের যেকোনও অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা করো।

অষ্টম অধ্যায় : ভারতের আইন বিভাগ : এই অধ্যায় থেকে দুটি MCQ ও একটি রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। এবছর যে প্রশ্নটি আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

৫. ভারতের পার্লামেন্টের গঠন ও কাজ আলোচনা করো। অথবা ভারতের পার্লামেন্টে আইন পাশের পদ্ধতি আলোচনা করো।

নবম অধ্যায় : ভারতের বিচার ব্যবস্থা : এই অধ্যায় থেকে ছয়টি MCQ ও দুইটি SA ধরনের প্রশ্ন আসবে অথবা একটিমাত্র রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে। বিগত কয়েকবছরের উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন দেখলে বোঝা যায় এই অধ্যায় থেকে কেবলমাত্র একটি রচনাধর্মী প্রশ্ন আসছে। এ বছর যে প্রশ্নটি আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তা হল :

৬. ভারতের সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও কাজ আলোচনা করো। অথবা লোক আদালত সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।

দশম অধ্যায় : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন : এই অধ্যায় থেকে চারটি MCQ ও দুটি SA ধরনের প্রশ্ন আসবে কোনও রচনাধর্মী প্রশ্ন আসবে না।

পরিশেষে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলব তোমাদের ৮০ নম্বর পরীক্ষার জন্য তোমরা ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময় পাচ্ছো। কাজেই হাতে তোমাদের যথেষ্ট সময় থাকবে নির্ভুলভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। চেষ্টা করবে MCQ ও SA ধরনের প্রশ্ন যার মান ৪০ নম্বরের সেটা যেন তোমরা প্রত্যেকেই নির্ভুলভাবে করতে পারো। আর রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে যা প্রশ্ন চাইবে ঠিক তার উত্তর দেবে, অযথা বেশি কিছু লিখতে যাবে না। বেশি লিখলে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে এই ধারণা ভুলে যাও। যা চাইবে ঠিক তাই লেখার চেষ্টা করবে। রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় অবশ্যই পয়েন্ট দেবে এবং পয়েন্ট যদি ভিন্ন রংয়ের কালিতে উল্লেখ করতে পারো তাহলে ভালো হয়। আশা করি তোমাদের প্রত্যেকের পরীক্ষা খুব ভালো হবে।

একসঙ্গে পাতে পনির, ডিম পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা

মিড-ডে মিল রান্নার প্রতিযোগিতা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রথম মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের নিয়ে প্রতিযোগিতা হল বালুরঘাটে। সারা বছর স্কুলে পড়ুয়াদের জন্য রান্না করেন তাঁরা। এবার স্কুলের সেই রাঁধুনিদের উৎসাহিত করতেই এই রন্ধন প্রতিযোগিতা করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মিড- ডে মিল দপ্তর। বুধবার বালুরঘাট পুরসভার ব্যবস্থাপনায় সাহেবকাছারি উৎসব ভবনে এই প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। যেখানে শহরের পাঁচটি স্কুলের রাঁধুনিরা অংশ নিয়েছিলেন। অন্য পাঁচটি স্কুলের পড়ুয়ারা টেস্টার হিসেবে ছিল সেখানে।

বালুরঘাটের বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ এফপি স্কুল, মণিমেলা পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়, খাদিমপুর গার্লস প্রাইমারি স্কুল ও বালুরঘাট জেএলপি বিদ্যাচক্র ও নালন্দা বিদ্যাপীঠ স্কুল থেকে দু'জন করে রাঁধুনি এদিনের প্রতিযোগিতায় নামেন। তার সঙ্গে বালুরঘাট খাদিমপুর হাইস্কুল, খাদিমপুর গার্লস, কবিতীর্থ বিদ্যানিকেতন, নামাবঙ্গি ও বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে পাঁচজন করে পড়ুয়া বিভিন্ন খাবারের স্বাদ নিতে অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিল। যেখানে তারা রাঁধুনিদের হাতে তৈরি ডিমের ঝোল, ডাল, পনিরের তরকারি খেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়েছে। রাঁধুনিদের জন্য স্কুলগুলোতে দেড় হাজার টাকা ও স্কুলগুলোর টেস্টারদের যাতায়াতের জন্য ৫০০ টাকা বরাদ্দ করেছিল পুরসভা।

রান্নার প্রতিযোগিতায় মিড-ডে মিল কর্মীরা। - মাজিদুর সরদার

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের ওসি পিএম পোষণ ও শিক্ষক অরুণ সরদার, চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, জেলা শিক্ষা আধিকারিক বিমলকৃষ্ণ গায়েন ও এমসিআইসি বিপুলকান্তি ঘোষ প্রমুখ।

রাঁধুনি ভগবতী চক্রবর্তী বলেন, 'এমন প্রতিযোগিতার ফলে আমরা অনেক উপকৃত হলাম। সকলকেই সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়েছে।' অরুণ সরদার জানান, 'খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকের উপস্থিতিতে মিড-ডে মিলের রাঁধুনিরা কতটা নিয়ম মেনে ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে রান্না করে তা আমরা দেখতে চেয়েছি। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়দের পুরস্কৃত করা হয়েছে। তাদের আরও যত্নশীল করতেই এই উদ্যোগ। একঘেয়েমি রান্না থেকে বেরিয়ে নতুন রান্নার স্বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

অশোক মিত্রের আশ্বাস, 'জেলায় প্রথম এমন উদ্যোগ। রাঁধুনিদের মধ্যে গঠনমূলক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাঁরা আরও উন্নত হবে।'

বিয়েবাড়ির শব্দে নাকাল পরীক্ষার্থীরা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৫ মার্চ : বিয়েবাড়ির শব্দদানবের তাণ্ডবে সমস্যায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ অমান্য করে কালিয়াগঞ্জ শহর জুড়ে শব্দদানবের বাড়বাড়ন্তের পরেও নজরদারি নেই প্রশাসনের।

উচ্চমাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষার আগের দিন রাতে কালিয়াগঞ্জের বহু এলাকায় শুরু হয়ে যায় শব্দদানবের উৎপাত। শহরের রাজ্য সড়কের উপর উচ্চস্বরে ডিজের আওয়াজে কানপাতা দায় হল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহ সাধারণ মানুষের। সঙ্গে চলল নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানো।

যদিও এই নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের জিজ্ঞেস করতেই দেখছি, দেখব বলে কার্যত দায়সারাভাবে বিষয়টি এড়িয়ে চলছেন। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, আগে শব্দ দূষণের অত্যাচার বাড়লেই কড়া পদক্ষেপ নিতেন প্রশাসনিক কর্তারা। কিন্তু এ বছর ঠিক যেন তার উলটো ছবি ধরা পড়ছে কালিয়াগঞ্জে। অভিযোগ, শব্দবাজির ধরপাকড় চলে শুধু দীপাবলিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সারাবছর মহেন্দ্রগঞ্জ বাজারে বিক্রি হচ্ছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি।

এ প্রসঙ্গে কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, 'অভিযোগ এলেই সাউন্ড বক্স বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।'

> কালিয়াগঞ্জের প্রতিটি পাড়ায় কমবেশি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে। সেখানে বিয়েবাড়ির মাইক উচ্চগ্রামে বাজছে। পরীক্ষার্থীদের শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি একদম লাটে উঠছে।
>
> **সঞ্জীবকুমার দত্ত**
> ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, কালিয়াগঞ্জ সরলা সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়

আর এখানেই কালিয়াগঞ্জের সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, তবে কি শব্দ দূষণের অভিযোগ আসার আগে নাকে সর্ষের তেল ঢেলে জেগে ঘুমোচ্ছেন খাকি উর্দিধারী সহ স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তারা? নাকি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রতি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কোনও দায়বদ্ধতা বা সহমর্মিতা নেই?

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অঙ্কিত ঘোষের মা মৌসুমি ঘোষের বক্তব্য, 'ছেলের পরীক্ষার মাঝে পাড়ায় বিয়েবাড়ি অনুষ্ঠানে মাইকের তাণ্ডব হলেও চুপ থাকতে হচ্ছে। আখেরে নিজের পাড়া তো। নীলকণ্ঠ হওয়া ছাড়া উপায় কি ? পুলিশ প্রশাসনের দেখা উচিত বিষয়টি।'

আরেক অভিভাবক স্বপন রায়ের অভিযোগ, 'ছেলের রাত জেগে পড়াশোনা করার অভ্যাস। ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে টেনশনে আছে। খাওয়া ও ঘুম উবে গিয়েছে। তারমধ্যে তীব্র ডিজে আর শব্দবাজির আওয়াজে কানপাতা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাত বাড়লেই শব্দদানবের তাণ্ডব শুরু হয়। তখন হয়তো কালিয়াগঞ্জের প্রশাসনিক কর্তারা শীত ঘুম দেন।'

কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান রামনিবাস সাহার কথায়, 'সাধারণ মানুষের বিবেক উধাও হয়ে গিয়েছে। একজন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর জন্য বিয়ের আনন্দ মাটি করতে কেউ রাজি নয়। এভাবেই দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে। কালিয়াগঞ্জের পুলিশ প্রশাসনকে আমি আগেও মাইকের তাণ্ডব বন্ধ করা নিয়ে বলেছি। দরকার পড়লে আবারও বলতে রাজি আছি।'

আগাছায় ঢাকা বিশিষ্টদের নেমপ্লেট

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী, নাট্য ব্যক্তিত্ব সহ একাধিক বিশিষ্টজনদের শ্রদ্ধা জানাতে বালুরঘাটের বিভিন্ন রাস্তা তাঁদের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে শহরের বিভিন্ন সরণির নাম ক্রমশ নজরের আড়ালে চলে যাচ্ছে। কার্যত অন্ধকারে ঢাকছে বিশিষ্টজনদের নাম। যা নিয়ে ইতিমধ্যে সরব হয়েছেন সমাজকর্মীরা। দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস জানিয়েছে পুরসভা।

বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পোল সহ একাধিক জায়গায় রাস্তার নামকরণের উদ্যোগ নিয়েছিল পুরসভা। সেক্ষেত্রে নেমপ্লেট তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়েছিল। মূলত, বিখ্যাত মানুষদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানাতেই এই উদ্যোগ। কিন্তু বর্তমানে কিছু নেমপ্লেটের সামনে আগাছায় ভরে উঠেছে, কোনও নেমপ্লেট ঝুলে পড়েছে, কতগুলো আবার দোকানের আচ্ছাদনে ঢাকা পড়েছে।

বালুরঘাটের সাহিত্যিক দেবাশিস অধিকারীর আক্ষেপ, 'সরণির নামের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেটি মুখ থুবড়ে পড়ছে। নেমপ্লেটগুলোর দুর্দশা যথেষ্ট লজ্জাজনক। দেখে মনে হচ্ছে শুধু নেমপ্লেট বসাতে হবে সেই জন্যই দেওয়া। দায়সারাভাবে সেগুলো অবহেলায় পড়ে রয়েছে। দ্রুত উদ্যোগ নিক পুরসভা।'

নাট্যকর্মী অপূর্ব চক্রবর্তীর মতে, 'নতুন প্রজন্মকে শহরের স্বাধীনতা সংগ্রামী সহ বিশিষ্টজনদের সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করতে নামাঙ্কিত সরণির পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন।'

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্রের আশ্বাস, 'শহরের বিভিন্ন ইলেক্ট্রিক পোলগুলোর নতুনভাবে চিহ্নিতকরণ নম্বর করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজে কিছু নেমপ্লেটও নতুনভাবে লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরুর জন্য বিভিন্ন টেকনিকাল প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। খুব শীঘ্রই সেই কাজে পুরোদমে হাত লাগানো হবে।'

রাস্তায় স্পিডব্রেকার

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : বালুরঘাট শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনা কমাতে লাগানো হচ্ছে স্পিডব্রেকার। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় এই স্পিডব্রেকার লাগানো হচ্ছে। শুধুমাত্র শহরের রাস্তায় নয় বালুরঘাট সংলগ্ন জাতীয় ও রাজ্য সড়ক সংযোগকারী গ্রামীণ রাস্তাগুলোর মুখে স্পিডব্রেকার লাগানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, জোর গতিতে ওই এলাকায় কোনও গাড়ি চলাচল না করে। পথ দুর্ঘটনা কমাতে আরও এমন প্লাস্টিকের স্পিডব্রেকার লাগানো হবে বলেই বালুরঘাট সদর ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

ধিক্কার মিছিল

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : যাদবপুর কাণ্ডে শিক্ষামন্ত্রীকে ধিক্কার জানিয়ে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল ডিওয়াইএফআই। ডিওয়াইএফআই, এসএফআই ও মহিলা সংগঠনের তরফে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

ইংলিশে জাস্ট নাইনটি টু, অল টুগেদার ফাইন...

পরীক্ষা শেষে মুখে হাসি ছাত্রীদের । বুধবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

আইন মানাতে পথে পুলিশ

বুনিয়াদপুর, ৫ মার্চ : আইন কার্যকর করতে দিনভর বুনিয়াদপুর শহরে ট্রাফিক পুলিশ বিশেষ অভিযান চালাল। বুধবার আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়। এদিন বুনিয়াদপুর তিনমাথা মোড়ে বাইকচালকদের হেলমেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, বৈধ কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়া ফোর হুইলার চালকদের হেডফোনে গান শোনা, সিগন্যাল ভঙ্গ করা চালকদেরও ফাইন করা হয়েছে।

ট্রাফিক ওসি জয়োৎপল বিশ্বাস জানান, 'আজ ট্রাফিক আইন বলবৎ করতে বিশেষ অভিযান চালানো হল। এই অভিযান চলবে।'

বিবকহীন কলে জলের অপচয়

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ৫ মার্চ : শীত বিদায় নিয়েছে ঠিকই। কিন্তু গা জ্বালা ধরানো গরম এখনও পড়েনি। এর মধ্যে গঙ্গারামপুরে নামতে শুরু করেছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর। এই পরিস্থিতিতে করুণ দৃশ্য দেখা গেল পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাদিঘাটে। সেখানে অধিকাংশ ট্যাপকলে বিবকক না থাকায় জল পড়েই চলেছে। এভাবে জলের অপচয় হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শহরবাসী সহ বিশিষ্টজন।

শহরের বাসিন্দা রতন সূত্রধর বলেন, 'এলাকায় অধিকাংশ ট্যাপকলের বিবকক নষ্ট। ফলে জল নষ্ট হচ্ছে। বিবকক অবিলম্বে না লাগালে জলের অপচয় রোধ করা অসম্ভব।'

এভাবে জল নষ্ট হওয়ায় আক্ষেপ শোনা গেল পুর নাগরিক অনিরুদ্ধ গুহের গলায়। তিনি বলেন, 'শহরের বিভিন্ন প্রান্তের ট্যাপকলের বিবকক নষ্ট হয়ে রয়েছে। ফলে প্রতিদিন পানীয় জলের অপচয় হয়ে চলেছে। এসব রোধ করা ভীষণ প্রয়োজন। তবে বিবকক নষ্ট হওয়ায় ও জল অপচয়ের জন্য বেশি দায়ী মানুষজন। শহরবাসীর একটা বড় অংশের এসব জিনিস যত্ন করার বদলে নষ্টের দিকেই তাঁদের ঝোক বেশি। জনসচেতনতা প্রায় নেই। সবার আগে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার।'

বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন অধ্যাপক রাজীব সাহা।তিনি বলেন, 'যত দিন যাচ্ছে, তত ভূগর্ভস্থ পানীয় জলস্তর নামছে।

নামছে জলস্তর

ফলে, আগামীদিনে জলসংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠবে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে জল নষ্ট করা মানে নিজেদের চরম সর্বনাশ ডেকে আনা। পানীয় জলের অপচয় রুখতে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। তার থেকেও যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে।'

পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র জানিয়েছেন, 'এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি মানুষকেও সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা হবে।'

ছাত্র-যুবদের সঙ্গে পুলিশের ধুন্ধুমার

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৫ মার্চ : যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ছবি পোড়াতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ইংরেজবাজার থানায়। সিপিএমের ছাত্র-যুব সংগঠনের ওপর পুলিশ চড়াও হয় বলে অভিযোগ। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

সিপিএম নেতা কৌশিক মিশ্র বলেন, 'ছাত্র-যুবদের আন্দোলন করার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে রাজ্য সরকার। মেরুদণ্ডহীন পুলিশ আন্দোলন ভেস্তে দিতে আমাদের উপর চড়াও হচ্ছে। এভাবে বামেদের দমানো যাবে না।'

যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালন করে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। এই ধর্মঘটকে সামনে রেখে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে এসএফআইয়ের সদস্যদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিপিএমের ইংরেজবাজার শহর লোকাল কমিটি ইংরেজবাজার থানা ঘেরাওয়ের ডাক দেয়। সিপিএম জেলা কার্যালয় মিহিরদাস ভবন থেকে বামেদের তরফ থেকে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি মালদা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ইংরেজবাজার থানার মূল গেটের সামনে এসে জড়ো হয়। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআইয়ের উপর টিএমসিপির হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বাম কর্মী-সমর্থকেরা। এই সময় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ছবি পোড়াতে গেলে পুলিশ থানা থেকে বেড়িয়ে এসে বাধা দেয়। এনিয়ে পুলিশের সঙ্গে বামেদের ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যায়।

বিক্ষোভের মুখে এসএফআই-এর সদস্যরা।

পরিযায়ী হাঁসের দেখা নেই নদীতে

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরে ঝাঁকে ঝাঁকে সরাল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : এবারে শীতের মরশুমে রায়গঞ্জে জলজ পরিযায়ী পাখিদের তেমনভাবে দেখা মেলেনি। কুলিক নদীতে দেখা মিলছে না শীতকালীন জলজ পরিযায়ী পাখিদের। যেটুকু এসেছে তার দেখা মিলছে রায়গঞ্জের নিহালি বিল, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিকের পুকুর সহ পানিশালার দ্বীপরাজার পুকুরে।

কুলিক নদী সহ বিভিন্ন জলাশয়গুলিতে পাখিপ্রেমীরা ভিড় করলেও শুধুমাত্র বালিহাঁস দেখেই ফিরতে হচ্ছে। শহরের কলেজপাড়ার হ্যাচারি পুকুর, বীরনগর, অশোকপল্লি ও টেনহরির একটি পুকুরে সারল ও বালিহাঁস এসেছে।

যদিও কয়েক বছর আগে জলাশয়গুলোতে প্রচুর শীতকালীন জলজ পরিযায়ী পাখিদের ভিড় দেখা যেত।

পাখিপ্রেমীদের দাবি, প্রায় এক দশক ধরে শহরের জলাশয়গুলি বেআইনিভাবে এবং চুপিসারে বুজিয়ে ফেলায় উধাও শীতকালীন বিদেশি পাখিদের দল। স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য হারাচ্ছে। স্বাভাবিক ছন্দ হারাচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের।

বস্তুত, বর্ষায় রায়গঞ্জ কুলিক বনাঞ্চল পরিযায়ী পাখিদের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠে।সাধারণত নভেম্বরের শীত নামতেই রায়গঞ্জ কুলিক বনাঞ্চল থেকে ওপেনবিলস্টোর্ক, নাইট হেরন এবং করমোরেন্ট পরিযায়ী পাখিরা ফিরে যেত। পাখিপ্রেমী শুভ্রশংকর নাগের দাবি, 'জলাশয় হারিয়ে যাওয়ায় শীতকালীন জলজ পাখিদের আর দেখা যাচ্ছে না। কুলিক সহ রায়গঞ্জ শহরের পুরোনো জলাশয়গুলিতে জলজ পরিযায়ী পাখিরা ভিড় করত। তবে শহরের কলেজপাড়ায় হ্যাচারি পুকুরে এবারে শুধু বালিহাঁস দেখা মিলছে।'

শিক্ষক মাধবচন্দ্র দাস জানিয়েছেন, 'এবারে নিহালি বিলে জলজ পাখি বলতে হাতেগোনা বালিহাঁস রয়েছে।'

পশু ও পাখিপ্রেমী সংস্থার কর্ণধার গৌতম তান্তিয়া বলেন, 'এবারে জলজ পরিযায়ী পাখি সংখ্যা খুবই কম। পুরোনো জলাশয় ও নদীতে জলজ পাখি আসেনি। তবে কয়েকটি নতুন পুকুরে এসেছে। বেশি সরাল এসেছে।'

আর্ট ফেস্টে সাজোসাজো রব বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : বালুরঘাটের আতশ শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে বালুরঘাটে শুরু হল আর্ট ফেস্ট। যার নাম দেওয়া হয়েছে ফ্লো ২০২৫। বিগত প্রায় এক দশক ধরে এই ছবির উৎসবের আয়োজন করে আসছেন উদ্যোক্তারা। বুধবার সকাল থেকে বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবনের গলির সামনের মাঠে সাজোসাজো রব শুরু হয়েছে। এদিন সমস্ত শিল্পকর্মের ইনস্টলেশনের কাজ হয়েছে। এখানে জেলা ও জেলার বাইরের ছবি, ভাস্কর্য স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি, পুরো গলিতে ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে। সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব উপায়ে এই উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। এবছর এই আর্ট ফেস্টের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে পাশে পেয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উদ্যোক্তা নেপাল দাস।

এদিন শুরু হওয়া আর্ট ফেস্টের ইনস্টলেশন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে। যেখানে সন্ধ্যায় দর্শকরা এসে ইনস্টলেশনের কাজ উপভোগ করতে পারবেন। আগামী শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ছবি উৎসবের মূল প্রদর্শনী শুরু হবে। যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার চিত্রশিল্পীরা থাকবেন। এমনকি লাইভ ভাস্কর্য ও ছবি আঁকার অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে উদ্যোক্তারা প্রতি বছরই ব্যানার, ফেস্টুন তৈরি না করে মূলত দেওয়াল অঙ্কনের মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে আসছেন। কিছুদিন আগে উদ্যোক্তাদের তরফে আলপনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। যেখান থেকে সেরা প্রতিযোগীদের বাছাই করা শিল্পকর্ম স্থান পাবে এই উৎসবে। আলপনা অঙ্কনও যে শিল্পের একটি অঙ্গ তা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন উদ্যোক্তারা।

আতশের কর্ণধার নেপাল দাস বলেন, 'প্রতি বছরই আর্ট ফেস্টে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া পাই। আশা করছি এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। এবছর উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে পেয়ে আমরা আপ্লুত। দুদিন ইনস্টলেশন পর্ব চলার পর বিশিষ্টজনদের দিয়ে আর্ট ফেস্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। শিল্পীরা দর্শকদের সামনেই লাইভ ছবি আঁকবেন ও ভাস্কর্য তৈরি করবেন। যা উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ।'

বালুরঘাটে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে ফেস্টের তোরণ। -মাজিদুর সরদার

পাড়ায় পাড়ায় — রায়গঞ্জ

আবর্জনায় ভর্তি নদী হারিয়েছে স্বচ্ছতা। - সংবাদচিত্র

দূষণে হারাচ্ছে ছন্দ কুলিক

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : আবর্জনার ধাক্কায় কুলিক হারিয়ে ফেলছে তার সৌন্দর্য। জলে ছড়াচ্ছে দূষণ। বিভিন্ন এলাকা থেকে মরা পশুপাখি, বাড়ির বর্জ্য, পোলট্রি ফার্মের আবর্জনা ফেলা হয় নদীগর্ভে। সুভাষগঞ্জ সেতু থেকে শ্মশানঘাট পর্যন্ত কুলিকের জল এখন আর দেখা যায় না। কাঞ্চনপল্লির বাঁধের ওপর উঠলে দেখা যাবে নদীর সকরুণ চেহারা। দিনের পর দিন এভাবে নদীর ওপর অত্যাচার হয়ে চললেও সবাই চুপ।

কাঞ্চনপল্লির বাসিন্দা গোপাল সাহা বলেন, 'নদীতে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা এবং মরা পশুপাখি। জল দূষিত হওয়ায় অনেকে চর্মরোগ, সর্দিকাশি সহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। স্নান করা যাচ্ছে না।'

নদীর এই পরিণতি দেখে আক্ষেপ করছেন গৃহবধূ কাকলি পাল। বলেন, 'পূজা-পার্বণ, বিয়েবাড়ির কোনও অনুষ্ঠানের জন্য জলের প্রয়োজন হলে সবাই কুলিক নদী থেকে জল নিয়ে যেতেন। নদীর এখনকার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় কেউ আর জল নিতে আসে না।'

পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর তথা ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার বলেন, 'বেশ কিছু মানুষের অসচেতনতার জন্য কুলিক নদীর আজ এই পরিণতি। নদীকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। না হলে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।'

চলন্ত ট্রেনে তরুণীর ভিডিও তুলে প্রহৃত

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : নবদ্বীপ এক্সপ্রেস চলেছে নির্দিষ্ট গন্তব্য বালুরঘাটে। ওই ট্রেনে বালুরঘাট ফিরছিলেন গাজোলের গৌড়বঙ্গ ইউনিভার্সিটির এক পড়ুয়া তরুণী। একই ট্রেনে বালুরঘাট ফিরছিলেন এক ব্যক্তি। তরুণী এবং ওই যাত্রী একে অপরের উলটোদিকে বসেছিলেন। অভিযোগ, তাঁর হাতে থাকা মোবাইল নিয়ে তিনি ওই তরুণীর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ভিডিও করছিলেন। তরুণী সেটা অনেকক্ষণ বাদে বুঝতে পেরে প্রতিবাদ করেন। ওই যাত্রীর হাতে থাকা মোবাইল কেড়ে নেন। দেখেন, আধ ঘণ্টা ধরে তাঁর সহযাত্রী ভিডিও করেছেন। ভিডিও ডিলিট করে তাঁকে চড়-থাপ্পড় মারে। গোটা ঘটনা ট্রেনের বাকি যাত্রীরা ক্যামেরাবন্দি করে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দেয়। সেটা দেখে সাধারণ মানুষ তরুণীর পাশে দাঁড়িয়ে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ওই ট্রেনেই ফিরছিলেন রাহুল মণ্ডল। তিনি বলেন, 'আমার এক বন্ধু ওই ট্রেনে করে বালুরঘাটে আসছিল। ওর মুখেই প্রথম ঘটনার কথা শুনি। সত্যিই লজ্জাজনক ঘটনা।'

ঘটনাপ্রসঙ্গে সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এমন ঘটনা তখনই ঘটে যখন রাজ্যে ধর্ষণ শ্লীলতাহানির মত জঘন্য অপরাধ করেও দোষীরা কোনও সাজা পায় না। আমি রেল যাত্রী থেকে প্রত্যেক মহিলাকে বলব, এমন ঘটনা ঘটলে তারা যেন প্রতিবাদ জানায়। অপরাধীকে বেঁধে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

বালুরঘাটে প্যাঁচা উদ্ধার

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : কাকের তাড়া খেয়ে অসুস্থ একটি প্যাঁচাকে উদ্ধার করল স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার বিকেলের ঘটনা বালুরঘাট শহরের সত্যজিৎমঞ্চের। বিষয়টি জানাজানি হতে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। কাকের ধাওয়া খেয়ে মরো-মরো অবস্থা হয়েছিল প্যাঁচাটির।

পাখিটিকে বালুরঘাট শহরের সিপিডব্লিউডি অফিসের একটি ঘরে রাখা হয়েছিল। সন্ধ্যা হলে পাখিটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছে, ওই প্যাঁচাটিকে কাক মেরেই ফেলত। উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে খাওয়ারও দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি বন দপ্তরকে জানানো হয়েছে।

জনসংযোগে জনপ্রতিনিধি

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনে আর দেরি নেই। তার আগে বালুরঘাট শহরে জনসংযোগ বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করল সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ও বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি। বুধবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট থানা মোড়ে চায়ে পে চর্চা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এক সঙ্গে জনসংযোগ করেন তাঁরা।

চা খেতে খেতেই কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে। কারও কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, তাও তাঁরা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। শুধু অভিযোগ শোনাই নয়, সেই সব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী ও বিধায়ক।

ফাইনালে রোহিতদের

প্রথম পাতার পর

করেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা (৫৬) ও রাসি ভ্যান ডার ডুসেন (৬৯)। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা ১০৫ রান জোড়েন। কিন্তু বাভুমা ও রাসিকে ফিরিয়ে প্রোটিয়া শিবিরকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন স্যান্টনার। বিধ্বংসী রূপ নেওয়ার আগেই হেনরিচ ক্লাসেনকেও (৩) সাজঘরের রাস্তা দেখান তিনি। ১৬৭/৪ হয়ে যাওয়ার পর একা লড়েন ডেভিড মিলার (৬৭ বলে অপরাজিত ১০০)। কিন্তু তাঁর শতরানেও লাভ হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকা আটকে যায় ৩১২/৯ স্কোরে।

২৫ বছর আগে নাইরোবিতে সৌরভের ১১৭ রানের ইনিংসও জয় এনে দিতে পারেনি ভারতকে। ২০২১ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও কিউয়িদের কাছে হারতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। জোড়া প্রতিশোধের সঙ্গে ট্রফি জয়- এক ঢিলে দুই পাখি মারার লক্ষ্যে রবিবার রোহিত-বিরাটদের দিকেই তাকিয়ে আসমুদ্রহিমাচল।

রাজ্যে প্রথম স্বশাসিত বিএড কলেজের তকমা

রূপক সরকার

ইউজিসির সিলমোহর, করা যাবে পিএইচডি

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি বিএড কলেজগুলির মধ্যে এই প্রথম বালুরঘাট বিএড কলেজ স্বশাসিত মর্যাদা পেল। দেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের আওতাভুক্ত ইউনিভার্সিটি গ্যান্টস কমিশনের তরফে এই স্বীকৃতি মিলেছে। যার ফলে আগামী পাঁচ বছরের জন্য এই স্বীকৃতি থাকবে বালুরঘাট বিএডকলেজের কাছে। বুধবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে বালুরঘাট বিএড কলেজের তরফ থেকে ওই ঘোষণা করা হল।

শিক্ষামহলের আশা, এর ফলে আগামীদিনে বিএড কলেজে পঠনপাঠন সহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটবে। পাশাপাশি পড়ুয়ারা আগামীদিনে গবেষণার কাজ করতে পারবেন। আরও নতুন, নতুন কোর্সের পঠন প্রক্রিয়া চালু করা সম্ভব হবে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট বিএড কলেজের সভাপতি নবকুমার দাস, বালুরঘাট বিধানসভার বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রণব ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

জানা গিয়েছে, চলতি বছরে দেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের আওতাভুক্ত ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের কাছে বালুরঘাট বিএড কলেজ আবেদন জানিয়েছিল। অবশেষে সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছে ইউজিসি। গত ২৮ তারিখ ইউজিসি-র তরফ থেকে রাজ্যপাল, উচ্চশিক্ষা দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহ বিভিন্ন আধিকারিকদের বিষয়টি জানানো হয়। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০২৯-৩০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত বালুরঘাট বিএড কলেজকে ইউজিসি স্বশাসিত কলেজ হিসেবে ঘোষণা করেছে। গত বছর ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল বা ন্যাকের ফলাফলে 'বি প্লাস' গ্রেড স্বীকৃতি পেয়েছিল ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যা রাজ্যের সরকারি-বেসরকারি বিএড কলেজগুলির মধ্যে প্রথম বলেই দাবি কলেজ কর্তৃপক্ষের। এবার

বালুরঘাট বিএড কলেজের মুকুটে আরও এক শিরোপা জুড়ল।

এবিষয়ে বালুরঘাটের বিধায়ক তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোককুমার লাহিড়ি বলেন, 'স্বশাসিত বিএড কলেজ হওয়ার ফলে আগামীদিনে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে সুবিধা হবে কলেজ কর্তৃপক্ষের।' আর বালুরঘাট বিএড কলেজের প্রিন্সিপাল ববি মহন্তের বক্তব্য, 'এর ফলে পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়বে। আরও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে। যার ফলে শিক্ষাদানে সুবিধা হবে শিক্ষক- শিক্ষিকাদের।'

তিনি জানান, ন্যাকের নির্ধারিত নিয়ম মানা হয়েছে। নতুন নতুন কোর্স পড়ানো হচ্ছে, অবশেষে এই সাফল্য। শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় এটা সম্ভব হয়েছে।

অন্যদিকে, এবিষয়ে বালুরঘাট বিএড কলেজের সভাপতি নবকুমার দাসের অভিমত, 'দীর্ঘদিন ধরে বালুরঘাট বিএড কলেজ সসম্মানে কাজ করছে। পাঁচ বছরের জন্য এই স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি। এই স্বীকৃতি আগামীদিনে আমাদের কাজ করতে আরও অনুপ্রেরণা দেবে।'

রমজানে রোজায় প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। বুধবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

প্রসবযন্ত্রণায় পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ আনিশা

নিউজ ব্যুরো

৫ মার্চ : পরীক্ষা দিতে দিতে উঠল প্রসবযন্ত্রণা। গঙ্গারামপুর ব্লকের চালুন হাইস্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী আনিশা বেগম। তাঁর পরীক্ষার সিট পড়েছে ফুলবাড়ি হাইস্কুলে। বুধবার ছিল ইংরেজি পরীক্ষা। সেই সঙ্গে এদিনই চিকিৎসক প্রসবের তারিখ দিয়েছিলেন আনিশাকে। সেইমতো, সকালে আনিশাকে ভর্তি করা হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটিতে। বিষয়টি জানতে পারেন গঙ্গারামপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা সেন্টার সেক্রেটারি রাহুল দেববর্মন। তাঁর তৎপরতায় হাসপাতালেই আনিশার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমদিকে পরীক্ষা ঠিকঠাক দিচ্ছিল সে। হঠাৎই পরীক্ষার মাঝপথে প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয় তাঁর। স্বাস্থ্যকর্মীরা তড়িঘড়ি আনিশাকে নিয়ে যায় লেবার রুমে। স্বাভাবিকভাবেই, এই ঘটনায় বন্ধ হয়ে যায় পরীক্ষা।

রাহুল দেববর্মন বলেন, 'প্রসবের যাবতীয় প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় সে বাকি সময়টুকু পরীক্ষা দিতে পারেনি। তবে আমরা পরীক্ষার্থীর ওপরে নজর রেখেছি।'

এদিকে, করণদিঘির দ্বোয়ারিন হাইস্কুলের দোতলায় সিট পড়েছিল রসাখোয়া হাইস্কুলের ছাত্রী সাকিলা খাতুনের। পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টা দুয়েক হতেই শুরু হয় প্রসবযন্ত্রণা। বিষয়টি বুঝতে পেরেই তড়িঘড়ি তাঁকে নীচের ঘরে নামিয়ে আনা হয়। সেই সময় সেন্টারে উপস্থিত ছিলেন করণদিঘি হাইস্কুলের সেন্টার ইনচার্জ দুলালচন্দ্র দাস। তিনি গাড়িতে করে নিয়ে যান করণদিঘি হাসপাতালে। খবর পেয়ে করণদিঘি সেন্টার সেক্রেটারি নভোনীল দে ও ডিএসি সদস্য প্রেমকুমার গোস্বামী করণদিঘি হাসপাতালে পৌঁছে বেডের ব্যবস্থা করেন। সেখানে প্রসবযন্ত্রণা নিয়েই পরীক্ষা দিয়েছে ওই ছাত্রী।

দ্বোয়ারিন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা ভেনু সেক্রেটারি মনোদেব সিনহার কথায়, 'পরীক্ষা দেওয়ার সময় হঠাৎ ও অসুস্থ বোধ করতে থাকে। প্রসবযন্ত্রণায় কাহিল হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই ওকে নিয়ে হাসপাতালে রওনা হয়।'

পাশাপাশি সাবধান হাইস্কুলের অপর এক ছাত্রী তাহেরা খাতুনের পরীক্ষার সেন্টার পরেছিল রসাখোয়া হাইস্কুলে। পরীক্ষা চলাকালীন সে অসুস্থ হয়ে পড়লে সেন্টার সেক্রেটারি অনুপকুমার সাহা তড়িঘড়ি তাঁকে রসাখোয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। হাসপাতালের বেডে বসেই সে পরীক্ষা দেয় বলে জানালেন ভেনু ইনচার্জ দুলালচন্দ্র দাস।

অন্যদিকে, অসুস্থ ছাত্রী রতুয়া হাসপাতালে সিক বেডে পরীক্ষা দিল। ওই ছাত্রীর নাম নাসরিন খাতুন (১৯)। তার বাড়ি রাধানগর গ্রামে। খানপুর হাই মাদ্রাসার ওই ছাত্রীর উচ্চমাধ্যমিকের সেন্টার পড়েছে দেবীপুর আরএল সাহা হাইস্কুলে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের জেলা অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য (মেডিকেল) আনোয়ার সাদাত খবরটি জানিয়ে বলেন, 'নাসরিন খাতুন নামের ওই ছাত্রী বুধবার সকালে জ্বর, সর্দিকাশি, মাথাব্যথা নিয়ে ভর্তি হন রতুয়া ব্লক হাসপাতালে। হাসপাতাল বেডে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রতুয়া-১ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করেন ছাত্রীর বাবা কাবাতুল্লাহ। হাসপাতালের তরফে ওই ছাত্রীর আবেদনপত্রের বিষয়টি দেবীপুর আরএল সাহা হাইস্কুলের ভেনু সুপারভাইজার ও রতুয়া ব্লক-১ সেন্টার সেক্রেটারিকে জানানো হয়।

জয়ী তৃণমূল

কুমারগঞ্জ, ৫ মার্চ : বিরোধী কোনও প্রার্থী না থাকায় ফকিরগঞ্জ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন তৃণমূল সমর্থিত ছয় প্রার্থী। এরা হলেন জাহির হোসেন মণ্ডল, মোজাহার মোল্লা, লক্ষ্মী মার্ডি, ভৃকুরাম দাস, জহরুল সরকার ও পারুল বেওয়া।

বিপণন হাট

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : আগামী ২৩ ও ২৪ মার্চ রায়গঞ্জ শহরের ক্যারিটাসে বসতে চলেছে জৈবকৃষি বিপণন হাট। এতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের জৈব কৃষিকাজে যুক্ত কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি, বেচাকেনাও হবে বলে জানা গিয়েছে।

রাস্তার কাজে বহু গাছ কাটার আশঙ্কা রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : আবদুলঘাটায় অবস্থিত রায়গঞ্জ সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবন থেকে কর্ণজোড়া পর্যন্ত বাঁধ রোডের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ৫ কিমির বেশি। এজন্য রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এই কাজের জন্য মোট ৩১৪.২৬৮ লক্ষ টাকার বরাত পেয়েছে এক ঠিকাদার সংস্থা। তবে সম্প্রসারণের কাজে প্রচুর গাছ কেটে নেওয়ার আশঙ্কা করছেন পরিবেশ কর্মীরা।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সভাপতি অনিরুদ্ধ সিনহা বলেন, 'রায়গঞ্জের উপকণ্ঠে আবদুলঘাটা থেকে শিয়ালমণি উপবনের ধার ঘেঁষে পিরোজপুর হয়ে কর্ণজোড়া পর্যন্ত ৫.১ কিমি রাস্তায় পিচঢালা শুরু হয়েছে। এই রাস্তা তৈরির জন্য প্রচুর সংখ্যায় গাছ কেটে নেওয়া হবে সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমরা গাছ কাটার সম্পূর্ণভাবে বিরোধী। বনদপ্তরের আধিকারিকদের কাছে বিষয়টি নিয়ে যাচ্ছি।'

বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্য তাপস জোয়ারদার বলেন, 'গাছগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা গাছের গায়ে এলোমেলো নাম্বারিং করা হয়েছে। আমরা বন দপ্তরের সাহায্য চাইছি। এভাবে একধার দিয়ে গাছ কাটলে বিপর্যয়ের মুখে পড়বে পরিবেশ ।

রায়গঞ্জের বিভাগীয় বন আধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা বলেন, 'আমাদের বিট অফিসার ও রেঞ্জার এলাকাটির পরিদর্শন করে এসেছেন। আমরা গাছ কাটার বিষয়ে কিছু জানি না।'

জমি থেকে বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার

হবিবপুর, ৫ মার্চ : চাষের জমি থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় বুধবার চাঞ্চল্য ছড়াল হবিবপুর ব্লকের মনোহরপুর গ্রামে। এদিন সকালে গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে চাষের জমির মধ্যে বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার হয় দেহটি। প্রথমে স্থানীয়রা দেহটি চিহ্নিত করতে পারেননি। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ মৃতের নাম-পরিচয় জানতে পারে। মৃত ব্যক্তির নাম সোনু রায় (৫০)। বাড়ি মনোহরপুর গ্রামে। পরিবারে স্ত্রী সহ সন্তান রয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। তারপর রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। এদিন দুপুর নাগাদ পরিবারের লোকজন তাঁর মৃত্যুর খবর পান। তবে কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল, তা এখনও জানা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তদন্ত কমিটির মুখোমুখি শিক্ষাকর্মী

রায়গঞ্জ, ৫ মার্চ : অবশেষে সাত মাস পর তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হলেন সাসপেন্ডেড শিক্ষাকর্মী তথা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট সভাপতি তপন নাগ। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে গত অগাস্টে তপন নাগকে সাসপেন্ড করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক দফায় দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। সেই কমিটির একজন আচমকা পদত্যাগ করে বসেন। ফলে, ছয় মাস বন্ধ ছিল তদন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন করে আবার দুই সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। এদিন আবার সেই কমিটির এক সদস্য গরহাজির। এদিকে, তপন নাগ আগামী জুলাইতে অবসর নেবেন। এই সময়ের মধ্যে যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, শীঘ্রই তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হবে।

পার্সেল বুকিং সিস্টেম চালু

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : কম্পিউটারাইজড পার্সেল বুকিং সিস্টেম চালু হল বালুরঘাট রেলস্টেশনে। বহুদিন আগে বিভিন্ন ট্রেনে গন্তব্য অবধি পার্সেল এই স্টেশন থেকে যাতায়াতকারী ট্রেনগুলির মাধ্যমে পাঠানো যেত। যদিও পুরোটাই ম্যানুয়ালি মাধ্যমে পার্সেল পরিষেবা ছিল। স্টেশনে গিয়ে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হত যাত্রীকে। কিন্তু সেটিও গত নভেম্বর মাস নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় চারমাস বালুরঘাট রেলস্টেশন থেকে কোনও পার্সেল ট্রেনের মাধ্যমে পাঠানো যাচ্ছিল না। যা নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের তরফে একাধিকবার দাবি জানানো হয়েছিল। এবার রেলযাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে কম্পিউটারাইজড পার্সেল বুকিং সিস্টেম চালু হল বালুরঘাটে। বুধবার থেকে অনলাইনেও পার্সেল বুকিং করতে পারছেন যাত্রীরা। যার ফলে বালুরঘাট থেকে এখন শিলিগুড়ি, কলকাতা সহ দিল্লিতেও পার্সেল পাঠানো যাবে।

খড়ের গাদায় আগুন

গঙ্গারামপুর, ৫ মার্চ : খড়ের গাদায় আগুন লাগা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গঙ্গারামপুর ব্লকের অশোকগ্রাম অঞ্চলের নেহেম্বা গ্রামে। বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ নেহেম্বা এলাকায় খড়ের গাদায় আগুন লাগে। স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। এরপর খবর দেওয়া হয় গঙ্গারামপুর দমকলকেন্দ্রে। দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিভিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনে।

আবর্জনায় 'মুক্তো' খোঁজে দুই প্রজন্ম

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৫ মার্চ : বীরপাড়া চৌপথিতে মহাসড়কের দু'পাশ যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড! ছড়িয়ে রাশি রাশি জঞ্জাল। মরা কুকুর, বিড়াল সবই ছুড়ে ফেলা হয় ওখানে। পথচারীরা তো বটেই, গাড়ির জানলা খোলা থাকলে বোঁটকা গন্ধ এড়াতে মুখে রুমাল চেপে ধরেন যাত্রীরাও। তবে সিন্ধু সেঁচার মতো দিনভর আবর্জনা ঘাঁটেন কয়েকজন বৃদ্ধ ও শিশু। 'মুক্তো' পানও ওঁরা। প্লাস্টিকের বোতল, মদের বোতল, ছেঁড়া কাগজ, ক্যারিব্যাগ সবই বেছে বেছে আলাদা করেন। দিনশেষে ওগুলোই এনে দেয় নগদনারায়ণ।

ডিমডিমা চা বাগানের বৃদ্ধ মানুষটার কথাই ধরে নেওয়া যাক। বয়স আশির কোঠায়। এক জমানায় চা শ্রমিক ছিলেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ শরীরটা আর চলে না। তবু সকালবেলা দু'পায়ে ভর করে অশক্ত শরীরটাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান দু'কিমি দূরে বীরপাড়া চৌপথিতে। দিনভর আবর্জনা ঘেঁটে প্লাস্টিকের বস্তা সংগ্রহ করেন। ওগুলোও নাকি বিক্রি হয়। বৃদ্ধ বলছিলেন, 'কী করব! কাজ করতে পারি না। তবে বস্তা বেচে কয়েকটা টাকা আসে।' আবর্জনা ঘাঁটছিলেন ভবঘুরে চেহারার এক প্রৌঢ়ও। ফেলে দেওয়া মদের একটা বড় বোতল পেতেই তাঁর মুখে হাসি।

শুধু বড়রাই নন, আবর্জনা ঘাঁটে ছোটরাও। বীরপাড়ায় চারদিকে ছড়িয়ে রাশি রাশি আবর্জনা। দোকানপাট, হোটেল, গৃহস্থালির আবর্জনা সবই ফেলা হয় লোকালয়েই। পথের সাথি ভবনের সামনেও ছড়িয়ে আবর্জনা। আর গ্যারগান্ডা সেতু থেকে বিরবিটি সেতু পর্যন্ত দু'কিমি এলাকাজুড়ে হাইওয়ের দু'পাশে শুধু আবর্জনার স্তূপ। সকাল থেকে বিকেল, সেই স্তূপ ঘাঁটে আট দশ বছর বয়সিরাও। অথচ এসময় ওদের স্কুলে যাওয়ার কথা। স্কুলে বিনে পয়সায় বই, ইউনিফর্ম দেওয়া হয়। বেলা দেড়টা বাজতেই মিড-ডে মিলে মেলে গরম গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত। কিন্তু ওদের তো চাই টাকা। সেই টাকার অঙ্ক যত কমই হোক না কেন। কিন্তু ওরা এবয়সেই হাড়ে হাড়ে চিনেছে টাকার মূল্য। কারণ ঘরে অন্ন অনিশ্চিত। হয়তো কারও বাবা নেই, কারও বাবা নেশাখোর।

হাইওয়েতে আবর্জনার স্তূপ থেকে কাগজ কুড়োচ্ছিল বছর দশেকের ছেলেটা। ময়লা, ছিন্ন পোশাক। দেখেই বোঝা যায়, স্নান করেনি দিনের পর দিন। ঢিল ছোড়া দূরত্বে বীরপাড়া হাইস্কুলের মাঠটা। ওতে টিফিন পিরিয়ডে ওর সমবয়সিরা খেলাধুলো করে। স্কুলে পড়ে ওরা। হাইওয়ে ধরে ওর গা ঘেঁষে হুস করে ছুটে যায় বেসরকারি স্কুলের বাসগুলি। তবে আরেক সমান্তরাল আর্থিক জগতের বাসিন্দা খুদেটার ওসব নিয়ে ভাবার সময় হয় না। ওর বাড়ি বীরপাড়ার ঝুপড়িপট্টিতে। চকচকে চোখ স্ক্যান করে আবর্জনার স্তূপ। 'স্কুলে পড়িস না?' 'না!' মাথা নেড়ে সরে যায় খুদেটা।

বীরপাড়ায় মহাসড়কে আবর্জনা ঘেঁটে রসদ সংগ্রহে ব্যস্ত।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছে, আবর্জনা কুড়িয়ে শিশুদের কেউ কেউ স্কুলে ভর্তিও হয়েছিল। তবে স্কুলে যেতে চায় না ওরা। অনেকে আবার স্কুলে ভর্তিই হয়নি। ওদের মধ্যে একজনের মা মানসিক ভারসাম্যহীন। সন্তানকে কাছছাড়া করতে চান না তিনি। মাদারিহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বীরপাড়ার সদস্যা তথা শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ শিউলি চক্রবর্তী বলছেন, 'বিষয়টি একাধিকবার বৈঠকে তুলেছি। ওদের মূলস্রোতে ফেরাতে সরকারি হোমে পাঠানোর চিন্তাভাবনাও করা হয়েছে। কাজটি কঠিন। কারণ এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতি প্রয়োজন। ওই শিশুদের অভিভাবকরাও এনিয়ে সচেতন নন। তবে আমি কিছু করার চেষ্টা করছি।'

বিষপানে মৃত

মালদা, ৫ মার্চ : বিষ পান করে মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত তরুণের নাম অর্জুন ঘোষ (২৩)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি থানার অন্তর্গত ঢালপাড়া এলাকায়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দুপুরে পরিবারের লোকের অজান্তে বিষ পান করেন অর্জুন। বিষয়টি নজরে আসতেই তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল পরে মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার ভোরে মৃত্যু হয় অর্জুনের।

দুর্ঘটনায় জখম দুই

গঙ্গারামপুর, ৫ মার্চ : পৃথক দুটি পথ দুর্ঘটনায় বুধবার গুরুতর জখম হলেন দুই জন। আহতরা বর্তমানে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিন দুপুরে এক ভ্যানচালক দত্তপাড়া থেকে ভ্যানে সামগ্রী নিয়ে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক পার হচ্ছিলেন। সেই সময় দত্তপাড়া মোড়ে বুনিয়াদপুরগামী একটি সরকারি বাস ভ্যানচালককে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি। স্থানীয় মানুষ ভ্যানচালককে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

অপরদিকে, লরির ধাক্কায় উলটে গেল একটি রাসায়নিক সারবোঝাই ভুটভুটি। রাসায়নিক সার নিয়ে সেটি নারই যাচ্ছিল। মিশন মোড়ে লরির ধাক্কায় উলটে যায় ভুটভুটিটি। জখম হন চালক। স্থানীয় মানুষজন তাঁকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘাতক গাড়িটি আটক করেছে।

চিকিৎসাধীন বৃদ্ধার মৃত্যু

মালদা, ৫ মার্চ : রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে নর্দমায় পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন এক বৃদ্ধা। অবশেষে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল তাঁর। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের নাম পারুল রায় (৭৫)। বাড়ি মালদা শহরের কৃষ্ণপল্লি এলাকায়।

পরিবার ও পুলিশসূত্রে খবর, পারুলদেবী গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে বাড়ির পাশে ঘোরাঘুরি করার সময় হঠাৎ রাস্তার পাশে থাকা নর্দমায় পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। মঙ্গলবার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।

হুঁশিয়ারি ইউনূসের

প্রথম পাতার পর

প্রধান উপদেষ্টার মতে, হাসিনার বিচার হবেই। সেটা তাঁর উপস্থিতিতে হোক বা অনুপস্থিতিতেই হোক। শুধু হাসিনাই নন, তাঁর সঙ্গে জড়িত সকলেরই বিচার হবে। তাঁর পরিবারের সদস্য, ক্লায়েন্ট, তাঁর সহযোগী সকলের বিচার হবে।'এদিন আয়নাঘর ইস্যুতেও হাসিনাকে বিঁধেছেন ইউনূস। তিনি জানিয়েছেন, শত শত আন্দোলনকারীকে অপহরণ, নির্যাতন, হত্যা করা হয়েছে।

এদিকে হাসিনার বিচারের বার্তার মধ্যেই ইউনূসের নেতৃত্বাধীন নতুন বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী ইশহাক দারের বাংলাদেশ সফরে আসার কথা। তার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বুধবার ঢাকায় পৌঁছোন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী। বিদেশসচিব মো. জসিমউদ্দিনের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। পর্যটন খাতে সহযোগিতা, দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে। এরইমধ্যে ভারত ও পাকিস্তান থেকে আমদানি করা ৩৭ হাজার মেট্রিক টন চাল নিয়ে দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। পাকিস্তান থেকে ২৬ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন আতপ চাল এবং ভারত থেকে ১১ হাজার টন সিদ্ধ চাল আমদানি করেছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে আগামী সাধারণ নির্বাচনে সদ্যগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। বুধবার দলের নেতা সামান্তা শারমিন বলেন, 'দেশে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার ক্ষমতা আছে আমাদের। সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি।'

১০৭ শিক্ষককে ডাক

প্রথম পাতার পর

দুর্নীতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রাথমিক পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য ইতিমধ্যেই কয়েক বছর ধরে জেল খেটেছেন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও বেশ কয়েক বছর ধরে জেলে রয়েছেন। এই অবস্থায় ১০৭ জন প্রাথমিক শিক্ষককে তলব করেছে সিবিআই। এর মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতেই রয়েছেন ৪৮ জন। এছাড়া উত্তর ২৪ পরগনায় ১২ জন, হাওড়ায় ৬ জন, হুগলিতে ৬ জন, ঝাড়গ্রামে ১৩ জন, বাঁকুড়ায় ২ জন, পূর্ব মেদিনীপুরে ২ জন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৫ জন, কলকাতায় ৪ জন, মুর্শিদাবাদে ২ জন রয়েছেন। এছাড়া উত্তর দিনাজপুর, পুরুলিয়া ও মালদায় ১ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। তবে হঠাৎ করে এই শতাধিক শিক্ষককে কেন সিবিআই তলব করল, কেন তাদের সমস্ত নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে দেখা করতে বলল তা নিয়ে শিক্ষামহলে নানা জল্পনা ছড়িয়েছে।

নিজের ঘরে ফাঁস বৃদ্ধার

কালিয়াগঞ্জ, ৫ মার্চ : নিজের ঘরে এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কালিয়াগঞ্জে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে ফতেপুরের চান্দইল এলাকায়। মৃতার নাম আদুরি রায় (৪৮)। বাড়ি চান্দইল মার্কেট এলাকায়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে খবর, আদুরিদেবীর স্বামী কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। তারপর দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে চান্দইল মার্কেটের একটি জায়গায় চা বিক্রি করে সংসার যাপন করতেন তিনি। দোকানের ভিতরেই সংসার ছিল তাঁর। মেয়ের বিয়ের পর ও ছেলে কর্মসূত্রে রায়গঞ্জে থাকায় কিছুদিন ধরে নিঃসঙ্গতা ও মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে পাঠায় কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ।

কাঁধে সিলিন্ডার বয়ে

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে ২০০ গ্রাহক তৈরি করেন এলাকায়।

ভবানন্দের কথায়, 'মাসিক পাঁচ হাজার টাকা সাম্মানিকে সংসার চলে না। তাই কাজ করতে হয়। কাজ না করলে চুরি করতে হবে। স্ত্রী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। যা আয় হয়, তা দিয়ে চলে যায়।'

তবে তিনি ভবিষ্যতের চিন্তা করেন। তাঁর আরও মন্তব্য, 'পাঁচ বছর পরে যদি প্রধান না থাকি, তখন তো কিছু করেই খেতে হবে। মানুষের সেবা আমাদের পারিবারিক শিক্ষা। চুরি না করে সবার মতো কাজ করে রোজগার করলে গ্রামের লোকজন সম্মান করবে।'

প্রধানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্থানীয় বাসিন্দা দীপক বর্মন। তিনি বলেন, 'এমন প্রধান এর আগে দেখিনি। নিজেই সিলিন্ডার পৌঁছে দেন।' ওই পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বিজেপির প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি বীণা ঝা জানান, 'আমরা আলাদা দল করলেও প্রধান খুব ভালো। এমনটাই চেয়েছিলাম।'

ঝাপুর্সী গ্রাম

প্রথম পাতার পর

যেতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টাও করেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঝাঁড়ফুঁক বা কবিরাজিতে কেন যাচ্ছে সেইদিকটাও দেখতে হবে।' এদিকে সমাজকর্মী অনন্যা চৌধুরী বলেন, 'এই সংকট কাটাতে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় স্বাস্থ্য শিবিরের সংখ্যা বাড়ানো, পর্যাপ্ত ডাক্তার নিয়োগ এবং কার্যকর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।'

পতিরামের বাসিন্দা বাপিরুল ইসলাম জানান, তাঁরা এক বছর আগে অন্তত দশ বেডের একটি পিএইচসি তৈরির দাবিতে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে আবেদন করলেও আজও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা সভাপতি সুশান্তকুমার চক্রবর্তীর দাবি, 'আমরা চেষ্টা করছি ঝাড়ফুঁক বা কবিরাজির বদলে আধুনিক চিকিৎসার প্রতি মানুষকে আগ্রহী করতে। খুব শীঘ্রই এলাকায় সচেতনতা প্রচার চালানো হবে।'

‘কিছু মানুষের কাজ বকবক করা’

রোহিতদের উলটো পথে হাঁটলেন সামি!

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে ফিরছেন বিরাট কোহলি।

দুবাই, ৫ মার্চ : ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মারি হয়ে ব্যাট ধরলেন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির পাশে দাঁড়ালেন। আর সবশেষে সমালোচকদের পালটা আক্রমণ করলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যর গৌতম গম্ভীর।

নিজে যখন ক্রিকেট খেলতেন, তাঁর মধ্যে আগ্রাসনের কোনও অভাব ছিল না। ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে কোচের ভূমিকাতেও গম্ভীর একইরকম। আগ্রাসী। আগ্রাসনের শেষ কথা। ভারতীয় কোচের আগ্রাসন তাঁর দলের অন্দরেও প্রবলভাবে টের পাওয়া যাচ্ছে প্রতি ম্যাচে।

টানা চারটি ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া। আর এই চার ম্যাচে ভারত অধিনায়ক রোহিতের ব্যাটে অবদান ১০৪। ফর্মের বিচারে হিটম্যান দারুণ জায়গায় রয়েছেন এমন নয়। ফলে সমালোচনাও হচ্ছে। গম্ভীর দর্শন অবশ্য ভিন্ন। তাঁর কথায়, ‘আপনারা, সাংবাদিকরা রান বা পরিসংখ্যান দেখে রোহিতের বিচার করেন। আমি বা আমরা দেখি মাঠের রোহিতের প্রভাব। আর কয়েকদিন পরই প্রতিযোগিতার ফাইনাল। তার আগে একটাই কথা বলতে পারি, দলের অধিনায়ক শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করলে সাজঘরে পজিটিভ পরিবেশ তৈরি হয়। আমরা বরাবরই ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে চাই। সেই লক্ষ্যে সফল হওয়ার জন্য অধিনায়ককে

সমালোচকদের আক্রমণ আগ্রাসী গম্ভীরের

পজিটিভ থাকতেই হবে। বাইরের কে বা কারা কী বলল, তা নিয়ে আমরা ভাবি না।’ অধিনায়ক রোহিতের মতোই সমালোচনায় বিদ্ধ কোহলিও। পাকিস্তান ম্যাচে শতরান করেছেন। গতকাল রাতে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের সেরাও হয়েছেন। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন তিনি। তারপরও কোহলির লেগস্পিন দুর্বলতা নিয়ে চলছে সমালোচনার ঝড়। শুরু গম্ভীর যাবতীয় সমালোচনা উড়িয়ে বিরাটের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ‘আপনি ৩০০টা একদিনের ম্যাচ খেললে কয়েকবার তো স্পিনারের বলে আউট হবেনই। তাতে সমস্যা রয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ভুলে যাবেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটি শতরানের পাশে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচেও ৮০-র বেশি রান করেছে। একজন ব্যাটার রান করুক না না করুক, কোনও বোলারের বলে তো আউট হতেই হবে। তাই লেগস্পিনের বিরুদ্ধে কোহলি কেন আউট হচ্ছে, বিষয়টাই অর্থহীন। ৩০০টা ম্যাচ খেললে কোনও নির্দিষ্ট বোলারের বলে একাধিকবার আউট হতেই হয়।’

দলের দুই সেরা ব্যাটারের পাশে দাঁড়ানোর সঙ্গে দুবাইয়ে ভারতের সব ম্যাচ খেলার বাড়তি সুবিধা নিয়েও মুখ খুলেছেন কোচ গৌতম। সমালোচকদের কাজ শুধু বকবক করা বলে জানিয়ে তিনি বলেছেন, ‘দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলছি বলে আমরা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছি, এমন কথা শুনছি। আমার প্রশ্ন কীসের সুবিধা? যে মাঠে খেলা হচ্ছে, সেখানে আমরা একদিনও অনুশীলন করিনি। যেখানে অনুশীলন করছি, সেই আইসিসির অ্যাকাডেমির মাঠের সঙ্গে দুবাই স্টেডিয়ামের কোনও মিলই নেই। আসলে কিছু মানুষের কাজই শুধু বকবক করা, ওরা করুক। আমাদের কিছু যায় আসে না। মনে রাখবেন, দুবাই বাকি দলগুলির মতো আমাদের জন্যও নিরপেক্ষ মাঠ।’ ঋষভ পন্থ ভারতীয় সাজঘরে বসে। অথচ, লোকেশ রাহুল খেলছেন নিয়মিত। কেন? এবার আরও চাঁছাছোলা ভাষায় সমর্থকদের পালটা গম্ভীরের। তাঁর কথায়, ‘একদিনের ক্রিকেটে রাহুলের গড় প্রায় ৫০। এটাই আমার জবাব। বাইরের দুনিয়ায় কে, কী বলল, পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। শুধু ১৪০ কোটি দেশবাসীর কাছে সৎ থাকতে চাই।’

দুবাই, ৫ মার্চ : দুবাই আমাদের ঘরের মাঠ নয়। তাই বাড়তি সুবিধার প্রশ্নই ওঠে না। দিনকয়েক আগে বলেছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

গতরাতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার পর কোচ গৌতম গম্ভীরও টিম ইন্ডিয়ার সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলার বাড়তি সুবিধার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন।

অথচ, চমকপ্রদভাবে দলের অধিনায়ক ও কোচের ভাবনার উলটো পথে হাঁটলেন টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর জোরে বোলার মহম্মদ সামি। গতরাতে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পর সব ম্যাচ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়েছিলেন সামি। সেখানেই দুবাইয়ে ভারতের সব ম্যাচ খেলা দলের জন্য বাড়তি সুবিধা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সামির কথায়, ‘দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলার ফলে অবশ্যই আমাদের সুবিধা হয়েছে। কারণ, একই মাঠে সব ম্যাচ খেলায় আমরা এখানকার পিচ ও পরিবেশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে গিয়েছি।’ এখানেই থামেননি সামি। একই মাঠে সব ম্যাচ খেলা দলের জন্য কতটা সুবিধার, তাও জানিয়েছেন তিনি। সামি বলেছেন, ‘একই মাঠে কোনও প্রতিযোগিতার

সাজঘরে প্রাক্তন ‘হেডস্যর’ শাস্ত্রীও

ছুটি কাটিয়ে শুক্রবার শুরু ফাইনালের মহড়া

দুবাই, ৫ মার্চ : বদলা বৃত্তটা অবশেষে সম্পূর্ণ।

টি২০ বিশ্বকাপে ক্যাঙারুদের গুঁড়িয়ে দিয়ে জ্বালা জুড়োনো। মঙ্গলবার ফের অজি-বধে শান্তির বারিধারা ভারতীয় দল, সমর্থকদের। অবশ্য মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যপূরণ এখনও বাকি।

অপেক্ষা ৯ মার্চের। রোহিত শর্মার হাতে ট্রফি ওঠার প্রতীক্ষায় আবারও স্বপ্নের জাল বোনা শুরু আসমুদ্র হিমাচলের। ১৪০ কোটি দেশবাসীর যে স্বপ্নপূরণে বদ্ধপরিকর টিম রোহিতও।

আপাতত ছুটির মেজাজ। রবিবার ফাইনাল। হাতে কয়েকটা দিন। তাই ৫ ও ৬ মার্চ মাঠমুখো হচ্ছেন না বিরাট কোহলিরা। দুইদিনের ছুটি কাটিয়ে শুক্রবার ফাইনালে মহড়ায় নেমে পড়বে সদলবলে।

আপাতত অস্ট্রেলিয়া বধ, ফাইনালের টিকিট পাওয়ার খুশিটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার পালা। মাঠে একপ্রস্থ উৎসবের আবহ। সাজঘরে ফিরেও যা জারি। মধ্যমণি ম্যাচের নায়ক বিরাট।

রোহিতদের যে উৎসবের পারদ চড়িয়ে শামিল প্রাক্তন হেডকোচ রবি শাস্ত্রীও। ধারাভাষ্যের দায়িত্বে দুবাইয়েই রয়েছেন। তার ফাঁকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আবেদনে সাড়া দিয়ে ম্যাচ শেষে সাজঘরে উপস্থিত শাস্ত্রী। সেরা ফিল্ডারের মেডেল পরিয়ে দেন শ্রেয়স আইয়ারকে।

ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিলেন শ্রেয়স, শুভমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা ও বিরাট। শেষপর্যন্ত অজি ম্যাচে সেরা ফিল্ডারের মেডেল শ্রেয়সের গলায়।

শ্রেয়স আইয়ারকে সেরা ফিল্ডারের মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন রবি শাস্ত্রী।

খুশির দিনে প্রাক্তন হেডস্যরকে পেয়ে বিরাট-রোহিতদের উল্লাস চোখে পড়ার মতো। গোটা দল উঠে দাঁড়িয়ে, করতালিতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান শাস্ত্রীকে। বিজয়ী রোহিত ব্রিগেডের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও রাখেন প্রাক্তন কোচ। রোহিতের দলকে ‘চ্যাম্পিয়ন’ ও সেরা টিম আখ্যা দেন।

শাস্ত্রী বলেছেন, ‘চাপের ম্যাচ ছিল আজ। চলতি টুর্নামেন্টে বাকিদের থেকে অনেক এগিয়ে তোমরাই সেরা দল। ব্যক্তিগত পারফরমেন্স দলকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তবে দলগত প্রয়াস প্রয়োজন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফিনিশিং লাইন অতিক্রম করতে।’

অজি বধে বিরাট-স্পেশালের পাশে শ্রেয়স, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়ার প্রচেষ্টা দলের বৈতরণি পার করে দেয় দুবাইয়ের সেমিফাইনালের দ্বৈরথে। মহম্মদ সামি, বরুণ চক্রবর্তী, জাদেজাদের বোলিংয়েও দলগত প্রয়াসের ছাপ।

লোকেশের গলায় অবশ্য কিছুটা অভিমানের সুর। ঋষভ পন্থের বদলে তাঁর দলে না থাকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। ব্যাটিং পজিশন নিয়ে ‘অনিশ্চয়তা’ তো রয়েইছে। কখনও টপ অর্ডার তো কখনও ৬-৭-এ।

অভিমানী লোকেশ বলেছেন, ‘মিথ্যা বলব না, টপ অর্ডারে ব্যাটিং উপভোগ করি আমি। অজি সফরে টেস্টে ওপেন করেছিলেন। লাল বলে ওপেনিং অনেক কঠিন। তারপর ঘরের মাঠে লোয়ার অর্ডার, পরিস্থিতি আলাদা। ঘটনা হল, ২০২০ থেকে আমি ৫ নম্বরে ব্যাট করছি। কিন্তু অনেক সময় সবাই তা ভুলে যায়। প্রশ্ন তোলে আমার প্রথম এগারোয় থাকা নিয়েই।’

লোকেশের কথায়, প্রতিটি ওডিআই সিরিজের পর লম্বা ব্যবধান থাকে। আর যখনই নতুন সিরিজ আসে, প্রশ্নগুলি ঘুরেফিরে ওঠে তাকে নিয়ে। বলেছেন, ‘গত ৪-৫ বছর ধরে দল সামলাচ্ছে রোহিত। ও যেভাবে বলে, আমার থেকে যা চায়, সেটাই ঠিকঠাকভাবে করার চেষ্টা করি সবসময়। বরাবর আমাকে সমর্থন জুগিয়েছে রোহিত। অধিনায়কের যে সমর্থন আমাকে আত্মবিশ্বাস জোগায়।’

‘দ্বিতীয় বিরাট আসবে না’

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : ৯৮ বলে ৮৪। ৫৬ রানই সিঙ্গলসে! মোট রানের ৬৭ শতাংশ! ২০০০ থেকে ধরলে ৫,৭৮০ রান নিয়েছেন দৌড়ে। ধারেকাছে বলতে দুই শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারা (৫৫০৩) ও মাহেলা জয়বর্ধনে (৪৭৮৯)।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট কোহলির ফর্ম, দুরন্ত ইনিংসের পাশে যে অবাক করা পরিসংখ্যানে মজে ক্রিকেট বিশ্ব। মাইকেল ক্লার্কের কথায়, কখনও, কোন পরিস্থিতিতে দলকে জেতাতে কী দরকার, জানে বিরাট। পাকিস্তান ম্যাচেও ঠিক এটাই করেছে। ক্রিকেট বই থেকে তুলে আনল প্রতিটি শট। ওডিআই ফরম্যাটে বিরাটই সর্বকালের সেরা।

উচ্ছ্বসিত প্রাক্তনরা

পাক ক্রিকেটার আহমেদ শেহজাদ বলেছেন, ‘রান তাড়া করেই শুধু ৮০০০! ভারতীয় দলে অনেক বড় বড় তারকা রয়েছে। কিন্তু বিরাটের মতো কেউ নেই। দ্বিতীয় আসবে না। মহম্মদ আমিরের কথায়, ফুটবলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, ক্রিকেটে কোহলি। আমার প্রজন্মে ওদের মতো কাউকে দেখিনি।’

রান তাড়ায় সর্বাধিক ৮৭২০ রানের মালিক শচীন তেন্ডুলকার। সেরা পাঁচে কোহলি, রোহিতের সঙ্গে সনৎ জয়সূর্য ও জাক কালিস। ওয়াসিম আক্রাম বলেছেন, ‘তালিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সবাই গ্রেট। নিশ্চিতভাবে বিরাট শচীনকে পেরিয়ে যাবে। দুরন্ত রেকর্ড। নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা।’

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেনের কথায়, নিখুঁত রান তাড়া করে অজি-বধ ভারতের। সৌজন্যে ভারতের কাছে

শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে বিরাট কোহলির ৯১ রানের জুটি ভারতের জয়ের রাস্তা তৈরি করে।

রয়েছে ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা রানচেজার বিরাট। আর কোহলির সঙ্গে একঝাঁক প্রতিভা, উইকেটকিপার-ব্যাটার লোকেশ রাহুল, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া।

বিরাটের পাশাপাশি শ্রেয়সকেও কৃতিত্ব দিচ্ছেন ক্লার্ক। বলেছেন, ‘দুর্দান্ত খেলল। আক্রমণাত্মক মেজাজ, তাগিদ এবং গুটিয়ে না থেকে নিজের শট খেলে সতীর্থদের চাপ আলগা করে দিচ্ছে শ্রেয়স। বিরাট-শ্রেয়স আইয়ার পরস্পরের পরিপূরক ছিল। ওদের জুটিটাই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়।’

অজি বধের পর রোহিতের হাতে ট্রফি দেখছেন শান্তাকুমারণ শ্রীসান্ত। ২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ীর দাবি, ‘প্রতিপক্ষ কে, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছে ভারত। যেভাবে বিরাট আরও একটা ম্যাচে রানতাড়া করে জয় আনল, শ্রেয়স এগিয়ে এল-ট্রফি ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না।’

১৪৩ ধাপের লম্বা লাফ বরুণের

শীর্ষস্থান গিলের দখলেই, এগোচ্ছেন কোহলিও

দুবাই, ৫ মার্চ : ওডিআই ফরম্যাটে সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার।

ভারতীয় ভক্ত, ক্রিকেট মহল, বিরাট কোহলিকে নিয়ে যে বক্তব্যে একসুর রিকি পন্টিং, মাইকেল ক্লার্করাও। ৫০-৫০ ফরম্যাটে বিভিন্ন সময়ে দেখা মিলেছে একাঝাঁক তারকার। কিন্তু চাপের মুখে রান তাড়ায় বাকিদের অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছেন বিরাট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে তারই প্রমাণ।

পাকিস্তান ম্যাচের পর আরও এক স্বপ্নের ইনিংসে বিরাট ম্যানিয়ায় আচ্ছন্ন ক্রিকেট বিশ্বে। প্রতিফলন আইসিসি-র ব্যাটিং ক্রমতালিকাতে। কয়েকদিন আগেও প্রথম দশের বাইরে থাকা বিরাট এগোচ্ছেন শীর্ষস্থান দখলের লক্ষ্যে। সেরা দশের পর এবার প্রথম পাঁচেও ঢুকে পড়লেন ভারতীয় রানমেশিন।

৯৮ বলে ৮৪ রানের ইনিংসের সুবাদে বিরাট আপাতত চার নম্বরে। চলতি ধারাবাহিকা বজায় থাকলে শীর্ষস্থানের জন্য অপেক্ষা দীর্ঘ হবে না। বলার কথা, শীর্ষস্থান আপাতত বিরাটের সতীর্থ শুভমান গিলের দখলে। বেশ কিছুদিন ধরেই নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন টিম ইন্ডিয়ার তরুণ সহ অধিনায়ক। আজ প্রকাশিত তালিকাতেও তা বজায়।

এমআরএফের সঙ্গে নতুন চুক্তি হল শুভমান গিলের। যার ফলে তিনি শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, ব্রায়ান লারাদের এলিট লিস্টে ঢুকে পড়লেন।

শুভমানের সংগ্রহ ৭৯১ পয়েন্ট। চলতি ব্যর্থতার প্রবল সমালোচনার মুখে পড়া পাকিস্তানের বাবর আজম (৭৭০) শুভমানের পিছনেই। পাক তারকার চেয়ে ১০ পয়েন্টে পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিস্ফোরক ব্যাটার হেনরিচ ক্লাসেন। চতুর্থ স্থানে থাকা বিরাটের সংগ্রহ ৭৪৭ পয়েন্ট।

পাঁচে রোহিত শর্মা। তবে তিন থেকে দুই ধাপ পিছিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। সেরা দশে চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটার শ্রেয়স আইয়ার। প্রত্যাবর্তনের পর ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছেন ভারতের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার। পুরস্কারস্বরূপ এক ধাপ এগিয়ে অষ্টম স্থানে শ্রেয়স। লোকেশ রাহুল আছেন পঞ্চদশ স্থানে।

বোলিং বিভাগে অবশ্য সেরা দশে একমাত্র ভারতীয় কুলদীপ যাদব। তিন ধাপ পিছিয়ে চায়নাম্যান স্পিনার রয়েছেন ছয়ে। প্রথম পাঁচে যথাক্রমে মহেশ থিকশানা (শ্রীলঙ্কা), কেশব মহারাজ (দক্ষিণ আফ্রিকা), ম্যাট হেনরি (নিউজিল্যান্ড), বার্নার্ড স্কোলস (নামিবিয়া) ও রশিদ খান (আফগানিস্তান)।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে মহম্মদ সামি, রবীন্দ্র জাদেজা ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জায়গা না পাওয়া মহম্মদ সিরাজ যথাক্রমে ১১, ১৩ ও ১৪ নম্বরে। সবে শুরু ওডিআই কেরিয়ারে সাফল্যের সুবাদে ১৪৩ ধাপ উন্নতি করে প্রথম একশোয় ঢুকে পড়েছেন বরুণ চক্রবর্তী (৯৬)।

কলকাতা পুলিশের আপত্তি

নাইটদের লখনউ ম্যাচ অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চ : আপত্তি কলকাতা পুলিশের। আর সেই আপত্তিকে কেন্দ্র করে হইচই সিএবি-তে।

২২ মার্চ শুরু হবে অষ্টাদশ আইপিএল। প্রথম ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। ৬ এপ্রিল ইডেনে রয়েছে কেকেআর বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টসের ম্যাচ। সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করেই জটিলতা। সেদিন রামনবমী রয়েছে। তাই ইডেনে আইপিএল ম্যাচে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যাবে না বলে সিএবি-কে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। গত সন্ধ্যায় সিএবি-তে এই খবর আসার পরই সিএবি-র কর্তারা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও কেকেআর কর্তৃপক্ষকে পুলিশের বক্তব্য জানিয়েছেন। বোর্ডের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি সিএবি-কে। এমন অবস্থায় আজ সন্ধ্যার অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ‘পুলিশের আপত্তির বিষয়টি গতকাল রাতের দিকে জানতে পারি আমরা। বোর্ড ও কেকেআরকে জানানো হয়েছে বিষয়টি। দেখা যাক কী হয়।’

এদিকে, আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে ইডেনে আইপিএল ম্যাচের টিকিটের মূল্য নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সরকারিভাবে এখনও টিকিটের দাম ঘোষণা হয়নি। সূত্রের খবর, ইডেনে আইপিএল ম্যাচের টিকিটের দাম বাড়তে চলেছে। শেষবার ন্যূনতম টিকিটের মূল্য ছিল ৭৫০। এবার সেটা ৯০০ টাকা হচ্ছে বলে খবর। সম্প্রতি ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ঋদ্ধিমান সাহার প্রাক্তন ক্রিকেটার হিসেবে ভোটাধিকার আজ সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে অ্যাপেক্সের বৈঠকে।

রিয়াল মাদ্রিদকে এগিয়ে দেওয়ার পর লাফ রডরিগোর। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মঙ্গলবার রাতে।

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
পিএসভি আইন্দহোভেন ১-৭ আর্সেনাল
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ১-১ লিলে
ক্লাব ব্রাগ ১-৩ অ্যাস্টন ভিলা

মাদ্রিদ ডার্বি রিয়ালের

মাদ্রিদ ও আইন্দহোভেন, ৫ মার্চ : লা লিগায় যাই হোক, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রিয়াল মাদ্রিদ বরাবরই আলাদা। মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে আরও একবার তার প্রমাণ দিল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। অন্যদিকে পিএসভি আইন্দহোভেনকে ৭-১ গোলে উড়িয়ে কোয়ার্টারে খেলার দিকে পা বাড়িয়ে রাখল আর্সেনাল।

ঘরোয়া লিগে রিয়াল বেটিসের কাছে হার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নামার আগে তাই খানিক চাপেই ছিল মাদ্রিদ জায়েন্টরা। স্বস্তি ফিরল ২-১ গোলে ম্যাচ জিতে। শুরুর মিনিট থেকেই নিয়ন্ত্রণ ছিল রিয়ালের। তারই ফসল চতুর্থ

সাত তারা আর্সেনাল

মিনিটে রডরিগোর গোল। দুই ডিফেন্ডারকে ফাঁকি দিয়ে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। ৩২ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন অ্যাটলেটিকোর হুলিয়ান আভারেজ। ৫৫ মিনিটে একক নৈপুণ্যে করা রিয়ালের ব্রাহিম দিয়াজের গোলই শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দেয়।

এদিকে, পিএসভির মাঠে সহজ জয় পেয়েছে আর্সেনাল। প্রথমার্ধেই ৩-১ গোলে এগিয়েছিল মিকেল আর্তেতার দল। প্রথমার্ধের শেষ লগ্নে পেনাল্টি থেকে একটি গোল শোধ করে ডাচ ক্লাবটি। শুধু তাই নয়, প্রথম ৪৫ মিনিটে আরও বেশ কিছু সুযোগ পায় তারা। তবে আর্সেনাল ঝড় তুলল দ্বিতীয়ার্ধে। এল আরও চার-চারটি গোল। গানারদের হয়ে জোড়া গোল মার্টিন ওডেগার্ডের। বাকি গোলগুলি করেন জুরিয়েন টিম্বার, এথান নোয়ানেরি, মিকেল মেরিনো, লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড ও রিকার্ডো ক্যালাফিয়োরি।

আচমকা ওডিআই থেকে অবসর স্মিথের

দুবাই, ৫ মার্চ : অপ্রত্যাশিত। আচমকাও।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে হারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্রিকেট দুনিয়াকে চমকে দিলেন স্টিভেন স্মিথ। আচমকাই একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তিনি। ভারতীয় সময় আজ সকালের দিকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানা গিয়েছে। কিন্তু কেন আচমকা ওডিআই ক্রিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন স্মিথ? জানা গিয়েছে, অজি অধিনায়ক অনেক দিন ধরেই এমন পরিকল্পনার মধ্যে ছিলেন। সাজঘরে তাঁর সতীর্থদের এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। বিরাট কোহলির ব্যাটে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বিদায়ের পর নিজের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছেন স্মিথ। তাঁর কথায়, ‘অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছি একদিনের ক্রিকেটে। দুটি একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা সারা জীবন মনে থাকবে। আপাতত অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, একদিনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর এটাই সঠিক সময়। ২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপ রয়েছে। কোনও তরুণ ক্রিকেটারকে দেখে নেওয়ার জন্য টিম ম্যানেজমেন্টও পর্যাপ্ত সময় পাবে।’ একদিনের ক্রিকেট থেকে সরে গেলেও স্মিথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট খেলা চালিয়ে যাবেন। আগামী জুনে লর্ডসে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল আপাতত তাঁর পাখির চোখ।

ছন্দেই ছিলেন। ব্যাটে রানও আসছিল। প্যাট কামিন্স চোটের কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে সরে দাঁড়ানোয় অনেকদিন পর জাতীয় দলের নেতৃত্বের ব্যাটনও তুলে নিয়েছিলেন ৩৫ বছরের স্মিথ। গতকাল রাতে ভারতের বিরুদ্ধে হারের পর রাতে সাজঘরে স্মিথ তাঁর সতীর্থদের অবসর সিদ্ধান্তের কথা প্রথম জানান। আজ সকালে তাঁর সেই সিদ্ধান্তের খবর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে ঘোষণা হয়। একদিনের ক্রিকেট থেকে বিদায়ি বার্তায় স্মিথ বলেছেন, ‘আপাতত টেস্ট ক্রিকেট চালিয়ে যাব। সেটাই আমার লক্ষ্য। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলার জন্যও মুখিয়ে রয়েছি। ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতি শুরুরও এটাই সেরা সময়। তাই আমি সরে গেলাম একদিনের ক্রিকেট থেকে।’ উল্লেখ্য, মোট ১৭০টি একদিনের ম্যাচ খেলে ৫৮০০ রান করেছেন স্মিথ। রয়েছে ১২টি শতরান ও ৩৫টি হাফ সেঞ্চুরি। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে স্মিথ সর্বকালের অন্যতম সেরাদের একজন।

একনজরে ওডিআইয়ে স্টিভেন স্মিথ

ম্যাচ ১৭০। রান ৫৮০০
ব্যাটিং গড় ৪৩.২৮
শতরান ১২। অর্ধশতরান ৩৫

প্রথম ম্যাচ
১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১০
(ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে)

শেষ ম্যাচ
৪ মার্চ, ২০২৫
(ভারতের বিরুদ্ধে)

অবসর ঘোষণা শরথের

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ : আর মাত্র কয়েকদিন। তারপর পাকাপাকিভাবে টেবিল টেনিস ব্যাট তুলে রাখবেন কিংবদন্তি অচিন্ত্য শরথ কমল। বুধবার অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। চলতি মাসের শেষের দিকে চেন্নাইয়ে ডব্লিউটিটি কনটেন্ডার হবে। নিজের শহরে অনুষ্ঠেয় এই টুর্নামেন্ট ৪২ বছরের শরথের শেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। নিজের অবসর ঘোষণা করতে গিয়ে শরথ বলেছেন, ‘প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা চেন্নাইয়ে খেলেছিলাম। শেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাও চেন্নাইয়ে খেলব। এই মাসের শেষে চেন্নাইয়ে হতে চলা ডব্লিউটিটি কনটেন্ডার আমার শেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা।’ দীর্ঘ দুই দশকের কেরিয়ারে কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস সহ একাধিক প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছেন শরথ। তবে পাঁচবার অলিম্পিক খেলেও পদক না পাওয়ার আক্ষেপটা থেকে গিয়েছে। শরথ বলেছেন, ‘আমি এশিয়ান গেমসেও পদক জিতেছি। কমনওয়েলথ গেমস থেকেও পদক পেয়েছি। কিন্তু অলিম্পিক পদক না পাওয়ার আক্ষেপটা থেকে যাবে।’

শুভেচ্ছা

☺ **Amiya & Sathi (ফুলবাড়ি) :** শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল, শুভ কামনায় **'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার' ও 'চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট'**, (Veg/N.Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

জন্মদিন

☺ **কৌশিকী ব্যানার্জী (দিদান) :** তোমার ৮ম জন্মদিনে জানাই প্রাণভরা আদর। সুস্থ থেকো অনেক বড় হও। - **আম্মা, মা, বাবা (ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার), দাদান, দিদুন, মাম্মাম, মিন্নি, বড়দিমা, ছোড়দিমা, টুটামা, নানুমা, শিবযজ্ঞ, কোচবিহার।**

বিবাহবার্ষিকী

☺ **অনামিকা ও সন্দীপ (জল) :** জীবনে যা কিছু তোমরা চাও তা খুঁজতে গিয়ে লক্ষ রেখো কখনও যেন তোমাদের মাঝের ভালোবাসা ফুরিয়ে না যায়। একটি বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করার অর্থ হ'ল গতকালের স্মৃতি, আজকের আনন্দ, আগামীকালের আশা। তোমাদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক। আমাদের মেয়ে জামাই-এর জন্য বিবাহবার্ষিকীর অনেক শুভেচ্ছা। **- হরিশ অধিকারী, লিলি অধিকারী, জলপাইগুড়ি।**

ছন্নছাড়া ফুটবলে হারল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-০
এফকে আর্কাদাগ-১ (গুরবানভ)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ মার্চ : আইএসএলে যাবতীয় সম্ভাবনার শেষে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগকেই আঁকড়ে ধরেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। কিন্তু এদিন নিজেদের ঘরের মাঠে এফকে আর্কাদাগের কাছে অত্যন্ত জোলো ম্যাচে এক গোলে হেরে সেই আশাও প্রায় নিভু নিভু।

ম্যাচ শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক ট্যাকলে মাটিতে পড়ে গেলেন সাউল ক্রেসপো। খানিকক্ষণ শুশ্রূষার পর উঠলেন বটে কিন্তু তাঁকে আর সারা ম্যাচেই খুঁজে পাওয়া গেল না। ক্রেসপোর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলও। বিরতির বাঁশি বাজার এক মুহূর্ত আগে রাফায়েল মেসি বাউলির একটা শট ছাড়া প্রথমার্ধে একটাও সুযোগ নেই অস্কার ব্রুজোঁর দলের। এমন নয় যে আর্কাদাগ দুর্দান্ত খেলেছে। অত্যন্ত হতশ্রী একটা ম্যাচে কাজের কাজটা শুধু তুর্কমেনরা করে গেল। ৯ মিনিটে ইয়াগলিচ গুরবানভের গোলটা হল হঠাৎই। হেক্টর ইউস্তের ক্লিয়ারেন্স থেকে বল পেয়ে যান তিরকিসভ সানাজার। তাঁর আড়াআড়ি বাড়ানো বল ধরেই যে তিনি সরাসরি গোলে শট মারবেন সেটা সম্ভবত লাল-হলুদ ডিফেন্সের একজনও আগাম আন্দাজ করতে পারেননি। সামনে লালচুংনুঙ্গা ট্যাপ করার চেষ্টাও করেননি, কেন কে জানে! ৪৪ মিনিটেই গুরবানভ ২-০ করে ফেলতে পারতেন। তাঁর হেড পা দিয়ে দারুন আটকান প্রভসুখান সিং গিল।

এদিন ডেভিড লালহালসাঙ্গাকে নামালেনই না ব্রুজোঁ। তিনি যথারীতি রাফায়েলের সঙ্গে দিমিত্রিয়োস দিয়ামান্তাকোসকেই রেখে শুরু করেন। ইস্টবেঙ্গলের দিমির মধ্যে কেন যেন সবুজ-মেরুনের তাঁরই নামের আর একজনের কোনও মিল নেই। গোল না পেয়ে যেখানে গত দুই মাস ধরে দিমিত্রিস পেত্রাতোস ফুঁসছিলেন সেখানে এই গ্রিক স্ট্রাইকারের কোনও হেলদোল আছে বলে তো মনে হয় না। তাঁর কাণ্ডকারখানায় সমর্থকরাও এতটাই বিরক্ত যে তাঁকে ৮৩ মিনিটে তুলে নিয়ে ক্লেইটন সিলভাকে নামানোর সময় তাঁদের হাততালি দিতে দেখা গেল। দিয়ামান্তাকোস ও রিচার্ড সেলিস যত অঙ্গভঙ্গি করেন তার ছিটেফোঁটাও যদি খেলতে পারতেন তাতে দলের উপকার হত। ৭০ মিনিটে সেলিস ৬ গজ বক্সের মধ্যে থেকে যে হেড মিস করলেন তার কোনও ক্ষমা নেই। এটি ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় এবং শেষ সুযোগ। এরপরেই আর দেরি করেননি ব্রুজোঁ। তাঁকে তুলে পিভি বিষ্ণুকে নামান তিনি। তবে তিনিও থই খুঁজে পেলেন না। এই সময়টা আর্কাদাগও যে আহামরি খেলছিল তা নয়। বরং বড্ড বেশি আলট্রা ডিফেন্সিভ খেলার ফলে ম্যাচের শেষদিকে ইস্টবেঙ্গলেরই দাপট বেশি বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, বল নিজেদের পায়ে রাখা বা প্রতিপক্ষ বক্সের সামনে পৌঁছে যাওয়া আর গোল করার মধ্যে তফাৎ আছে। তুর্কমেনিস্তান ফুটবলাররা কলকাতার গরমে ওই সময়ে প্রচন্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েন বলেও মনে হল। হাতে-পায়ে টান ধরায় বারবার বসে পড়তে দেখা গেছে তাদের ফুটবলারদের। ম্যাচের শেষদিকে ক্লেইটন অকারণে পা চালিয়ে হলুদ কার্ড দেখলেন। তাঁর কপাল ভালো, কাতারের রেফারি মহম্মদ আহমেদ আল সামারি তাঁকে লাল কার্ড দেখাননি। নিজেরা গোল করতে ঝাঁপানোর পরিবর্তে এই সময়ে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা কেন যে বারবার ফাউল করার ঝুঁকি নিয়েছেন তার ব্যখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

এদিনের এই এক গোলে হারের পর ইস্টবেঙ্গলকে ১২ মার্চ আসকাবাদে গিয়ে অন্তত ২ গোলে জিততে হবে সেমিফাইনালে যেতে হলে। এক গোল করতে পারলেও টাইব্রেকার অবধি থাকবে আশা। তবে এদিন যেরকম ছন্নছাড়া ফুটবল খেললো ইস্টবেঙ্গল, তাতে ওই ঠান্ডা ও লম্বা সফরের পর আশা না করাই ভালো।

ইস্টবেঙ্গল ঃ গিল, রাকিপ (নীশু), হেক্টর, জিকসন, নুঙ্গা, মহেশ, সৌভিক, সাউল, সেলিস (বিষ্ণু), রাফায়েল ও দিয়ামান্তাকোস (ক্লেইটন)।

অ্যাওয়ে ম্যাচে চাই দুই গোল

এভাবেই বারবার আটকে গেলেন রাফায়েল মেসি বাউলিরা। ছবি : ডি মণ্ডল

সৌরভ যখন পুলিশ। পুলিশের খাকি পোশাকে ধরা দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। প্রথমে দেখলে সৌরভকে পুলিশই মনে হচ্ছে। বসিরহাটের বিনোদিনী স্টুডিওতে শুটিং করলেন সৌরভ। আসলে নেটফ্লিক্সের ওয়েব সিরিজ খাকি ২ নিয়ে এখন উন্মাদনা তুঙ্গে। জিৎ ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় স্ক্রিন শেয়ার করবেন তাতে। সেই ওয়েব সিরিজে দেখা যাবে সৌরভকে। এই ছবির প্রচারে একটি বিজ্ঞাপন তৈরি হচ্ছে। সেখানেই রয়েছেন সৌরভ। ১৫ মার্চ দেখানো হবে এই বিজ্ঞাপনী ছবিটি।

আর্থিক জরিমানা ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ মার্চ : এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ঘরের মাঠে ম্যাচ আয়োজন করতে গিয়ে অস্বস্তি বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের। এএফসি-র কোনও ম্যাচে অন্য প্রতিযোগিতার বিপণন আইনবিরুদ্ধ। সেই নিয়ম ভেঙেই শাস্তির কবলে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএলের হোম ম্যাচ খেলে কলকাতার দুই প্রধান। এবারের আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের সব হোম ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। তবে খেলা বাকি রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তাই সাইনবোর্ডগুলিও রয়ে গিয়েছে। এদিকে ইস্টবেঙ্গল এএফসি ম্যাচের আগে সেগুলি না খুলে তা কালো কাপড়ে ঢেকে দেয়। তবে সমস্যা তৈরি হয় হাওয়ায় সেই কাপড় সরে যাওয়ায়। মাঠ পরিদর্শন করতে গিয়ে যা ম্যাচ কমিশনারের চোখে পড়ে। তারপরই এএফসি-র তরফে ইস্টবেঙ্গলকে জরিমানার কথা জানানো হয়। প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেও জরিমানার মুখে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। সবমিলিয়ে আর্থিক অঙ্কটা প্রায় পাঁচ লক্ষ। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য ম্যাচের আগে আরও ভালোভাবে বিজ্ঞাপনগুলো ঢেকে দেওয়া হয়।

সুহিয়া-কানকি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং : ১৯/WD
তারিখ ১৭-০৪-১৯৭১
কানকি * উত্তর দিনাজপুর

পরিচালকমণ্ডলীর পরিচালক (Directors) **নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি**
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সুহিয়া কানকি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর পরিচালকমণ্ডলী গঠনের জন্য নয় (৯) জন পরিচালকের (Director) নির্বাচন আগামী ইংরাজি ২০-০৪-২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে সুহিয়া কানকি মাদ্রাসা (দক্ষিণ সুহিয়া) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ উক্ত সমিতিতে সমস্ত কাজের দিনে পাওয়া যাবে।
স্বাক্ষর
সহকারী রিটার্নিং অফিসার

Notice Inviting eBid
The Executive Officer Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT:
1. eNit No:- 35/KDI/2024-25, Memo No: 166/PS, Dated: 05/03/2025
2. eNit No:- 36/KDI/2024-25, Memo No: 167/PS, Dated: 05/03/2025
3. eNit No:- 37/KDI/2024-25, Memo No: 168/PS, Dated: 05/03/2025
Bid Proposal Submission Start date: 05/03/25 at 05.00 PM
Bid Proposal for Submission Closing date: 12/03/2025 at 5.00 PM
Bid Opening for Technical evaluation date : 14/03/2025
Sd/-
Executive Officer
Karandighi, Uttar Dinajpur

ছোটদের ডার্বি ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ৫ মার্চ : অনূর্ধ্ব-১৩ এআইএফএফ জুনিয়ার লিগে ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল ৪-১ গোলে হারিয়েছে মোহনবাগানকে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেছেন মহমেডানের কোচ মেহরাজের পুত্র মহম্মদ আহমেদ ওয়াড়ু।

সেমিতে অভিযাত্রী, পতিরাম

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল অভিযাত্রী ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি ও পতিরাম ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। বুধবার প্রথম কোয়ার্টার্র ফাইনালে অভিযাত্রী ৬৪ রানে গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে অভিযাত্রী ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা তোতন শীল ৬০ রান করেন। অতনু সরকার ৩৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে গঙ্গারামপুর ২০ ওভারে ৯৮ রানে অল আউট হয়। অর্ঘ্য মজুমদার ৫৫ রান করেন। ঋজু দাস ১৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

দ্বিতীয় কোয়ার্টার্র ফাইনালে পতিরাম ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ১৩৮ রানে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। পতিরাম ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ২৬২ রান তোলে। তাপস সরকার ১০৩ ও অরিন্দম ঘোষ ১০০ রান করেন। জবাবে নেতাজি ৯ উইকেটে ১২৪ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা তাপস ৩০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন জিৎ সাহা (৫/২)।

ম্যাচের সেরা তোতন শীল। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

সুপার ডিভিশন শুরু আজ

বালুরঘাট, ৫ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আট দলীয় সুপার ডিভিশন লিগ বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে খেলবে পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও অভিযাত্রী ক্লাব। বাকি দলগুলি হল টাউন ক্লাব ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প, নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব, কেআইটিএম বুনিয়াদপুর, গ্রিন ভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট, টাউন ক্লাব ও গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প।